জ্যাকি কলিন্স এর

দ্য লাভার্স গেমস

রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু



দ্য লাভার্স গেম

মূল : জ্যাকি কলিন্স

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু



সুলতানা পাবলিকেশন্স



প্রকাশক
ডা. তানিয়া সুলতানা লাভলী
সুলতানা পাবলিকেশন্স
৩৮ বাংলাবাজার (চতুর্থ তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১১১৪৩৬
SUVOM
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০১২

প্রচ্ছদ
মাওদুদুর রহমান

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
বোরহান উদ্দিন

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪-ই শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১১২৩৯৫

মূল্য
১৬০ টাকা মাত্র

ISBN
9848700-92-1

The Lovers Game : Anis Dash Apu
Published by Dr. Tania Sultana Lovely
Sultana Publications, 38 Banglabazar (3rd Floor), Dhaka-1100
Printed by Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt) Limited
24-E Srish Das Lane, Dhaka-1100

এক

চিত হয়ে শুয়ে আছে সান্ড্রা ট্রিমেন। ধবধবে সাদা সার্টিনের চাদরে ঢাকা বিশাল বিছানা। এয়ার ম্যাট্রেসের গদি। তুলতুলে নরম। শরীরের অনেকটাই ডুবে গেছে তাতে।

ঘরের ওপাশের দেয়াল জুড়ে আয়না। অলস ভঙ্গিতে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সান্ড্রা। নিজের সৌন্দর্য্যে নিজেরই যেন দম আটকে আসতে চায়! সম্পূর্ণ নগ্ন ও। কোমল, গোলাপী শরীরের প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নায়। একটা পা ভাঁজ করে রেখেছে।

এই শরীর দেখার পর পুরুষদের কি দশা হয়, জানা আছে ওর। বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে চোখ। বেড়ে যায় শ্বাস প্রশ্বাসের গতি। নিজের অজান্তেই হাঁ হয়ে ওঠে মুখ। আপন মনেই হাসল সান্ড্রা। একজন রমণীর জন্য এর চাইতে গর্ব আর কিসে?

পেলব উরুর ওপর হাত রাখল সান্ড্রা। মসৃণ চামড়া, ধীরে ধীরে ওপরের দিকে তুলে আনছে হাত। সেই জায়গাটার উপর কিছুক্ষণের জন্য স্থির রাখল।

কাঁটা দিয়ে উঠল ওর শরীর। সরিয়ে আনল হাত। গুরু নিতম্ব। মসৃন তলপেট। গভীর নাভী। সরু মেদহীন কোমর। পাঁজরের উপর দিয়ে উঠে আসছে হাত। ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠেছে বুকের খাঁচা। তারপর হাতে ঠেকল নরম তুলতুলে মাংসপিণ্ড। পিনোন্নত স্তনের উপর থাবা ছড়িয়ে দিল ও।

শিহরিত হলো সান্ড্রা। ওর একান্ত বিশ্বস্ত সম্পদ এই শরীর। মাঝে মধ্যেই আয়নার সামনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে, চামড়ার কোথাও কোন ভাঁজ পড়েছে কিনা। প্রতিবারই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ও। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই এই শরীরের। আজ বিশ বছর যাবত অটুট ধরে রেখেছে সে যৌবন। বিশ বছরের তরুণীর মতই সজীব, সতেজ, ডগডগে শরীর ওর।

অথচ সাণ্ড্রার বয়স এখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। ব্যাপারটা নিয়ে অহংকার বোধ করে ও।

অন্য মেয়েরা যখন ওর দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায় তখন অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়া থেকে বহু কষ্টে সামলে রাখে নিজেকে। ইদানীংকালের মেয়েগুলোকে দেখে দুঃখ হয় ওর। কেমন শুটকো খ্যাংড়া কাঠি একেকটা। বুক, পাছা সমান। কিন্তু নিজের এই ভরাট শরীর নিয়েও চিন্তার শেষ নেই সাণ্ড্রার। জানে ও, এক সময় না এক সময় বয়সের ছাপ পড়বেই। এই শক্ত গাঁথুনী ঢিলে হয়ে যাবে। তখন? না, সেই অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কপালে ভাঁজ ফেলতে চায় না ও।

বাথরুম থেকে একটা পুরুষ গলা ভেসে আসছে, গুনগুনিয়ে গান গাইছে। মাথা ফিরিয়ে শাওয়ারের বন্ধ দরজার উপর চোখ রাখল ও। দৃপ্ত তারুণ্যে ভরা গলা। উচ্ছল, সজীব, শক্তিমান এক তরুণের গলা। একটু আগেই বিছানায় এসবের প্রমাণ রেখে গোসল করতে ঢুকেছে যুবক।

সুখ অনুভূতিতে চোখ বুজে ফেলল সাণ্ড্রা। হাসছে। টকটকে লিপিস্টিক মাখা ঠোঁট দুটো নিঃশব্দ হাসিতে ফাঁক হয়ে আছে, ঝিলিক দিচ্ছে মুক্তোর মত সাদা দাঁতের সারি।

বাথরুমে গোসল করছে ল্যারী নিলি। সাণ্ড্রার জীবনের অসংখ্য যুবকদের সর্বশেষ সংযোজন। এক সময় ধূসর অতীতে হারিয়ে যাবে সে ও। কিন্তু শুধু বর্তমান নিয়েই বাঁচতে চায় সাণ্ড্রা। চায় পৌরুষত্ব। যে পৌরুষ ওকে দলে মলে একাকার করে দিতে পারে। চামড়ায় চামড়ায় ঘর্ষণে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিতে পারে, সুখের গভীরে নিয়ে যেতে পারে ওকে। ল্যারী নিলি ঠিক তাই।

তৃপ্তির হাসি সাণ্ড্রার ঠোঁটে। ওর জন্যে যে এক কথায় পাগল বলা যেতে পারে ল্যারীকে। এই শরীরের জন্যে কোন্ পুরুষই লালায়িত হবে যে? অবশ্য ওদের এই উন্মাদনা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয় না সাণ্ড্রা। মোট কজন পুরুষ ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ফিরে গেছে? এক ডজন, কিংবা তারও বেশি আপন মনে ভাবল ও।

একটাই নীতি সাণ্ড্রার। পুরুষদের থেকে কিছুই চাইবে না সে। শুধু বিলিয়েই যাবে। নিজের এই সযত্নে লালিত শরীরটা বিলিয়ে দেবে। জীবনের সব ধরনের গভীর, গোপন, নিষিদ্ধ সুখ দেবে ওদের। যা তারা

কোনদিন কল্পনাতেও ভাবেনি। কাম সূত্রের কোন আসনই বাদ দেবে না। বিনিময়ে অবশ্য একটা জিনিস চায় সেও। সেই চরম সুখটা। তারপর একসময় অনায়াসে লোকগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ও। স্বর্গ থেকে যেন মর্তে পতন হয় ওদের। শুধু সাথে থাকে কিছু সুখ স্মৃতি।

পাশ ফিরল সাণ্ড্রা। সরাসরি তাকাল আয়নার দিকে। বাদামী চুল ঘাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিছানায়। এখনো সামান্য লালের আভা লেগে আছে বাদামী মুখের চামড়ায়। বড় বড় গভীর নীল চোখ। লম্বা পাপড়ি, কেমন যেন নিষ্পাপ একটা ভাব আছে চোখ জোড়ায়। ওর ভেতরের কামুকী রূপটাকে লুকিয়ে রাখে তা! কমলা লেবুর কোয়ার মত ঠোঁট। লম্বাটে মুখ।

আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল সাণ্ড্রা। এই জীবন ছাড়া অন্য কিছুতেই তৃপ্ত হবে না ও। ঘর, সংসার, স্বামী, সন্তান–এসব ওর জন্য নয়। মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরে বেড়াবে ও। কোথাও কোন বন্ধন নেই। যখন প্রয়োজন পড়বে একজনকে তুলে আনবে বিছানায়। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে জড়াবে না। ওসব বোকা মেয়েরা করে। তাছাড়া স্বামীর নিরাপত্তা ওর দরকার নেই। টাকা পয়সা সমাজের মর্যাদার জন্যে কোন পুরুষের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় না ওকে। সাণ্ড্রার নিজেরই অনেক আছে।

গান বন্ধ হয়ে গেছে বাথরুমে। চোখের পর্দায় ল্যারীর নগ্ন দেহটা ভেসে উঠল ওর। তামাটে কিউপিড মূর্তি যেন। সুঠাম, বলিষ্ঠ। তোয়ালে দিয়ে ঘসে ঘসে শুকিয়ে নিচ্ছে বুক, পিঠ, তলপেট, নিতম্ব,...।

কাঁটা দিয়ে উঠল সাণ্ড্রার শরীর। উত্তেজিত হয়ে উঠছে চিন্তা করেই। মাত্র দু'সপ্তাহ হলো পরিচয় হয়েছে ছেলেটার সাথে। ঠিক ওর মনের মত জিনিস। যেমনি চেহারায় তেমনি বিছানায়। একটানা ক্লান্তিহীন কাজ চালিয়ে যেতে পারে রাত ভর। অরগাজম হয়ে ছিঁচড়ে যায় সাণ্ড্রা। কিন্তু তবুও চরমে পৌছায় না ল্যারী। অদ্ভুত কৌশলে আটকে রাখে নিজেকে।

খুট্ করে শব্দ হলো বাথরুমের দরজায়। বেরিয়ে এল ল্যারী। কোমরের নীচে একটা সাদা তোয়ালে। ওর শরীরের প্রতিটা ইঞ্চি যেন চেটে চেটে খাচ্ছে সাণ্ড্রা। টের পাচ্ছে ধাঁ ধাঁ করে তাপ বাড়ছে শরীরের।

ঝাড়া ছ'ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ল্যারী। একমাথা এলোমেলো কালো চুল। স্বচ্ছন্দ হাঁটার গতি। প্রতিটা পা ফেলার সাথে সাথে নেচে উঠে যেন মাংসপেশী।

'হাই!' সাণ্ড্রার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। জ্বল জ্বল করছে চোখ।

বুক নাচিয়ে হাসল সাণ্ড্রা। ওর নগ্ন শরীর দেখা মাত্র পরিবর্তন এসেছে ছেলেটার শরীরে। তোয়ালে ঠেলে ফুঁসে উঠেছে যন্ত্রটা। সেদিকে চোখ রেখে তর্জনী নেড়ে ডাকল সাণ্ড্রা।

সম্মোহিতের মত বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ল্যারী। সাণ্ড্রার সমস্ত শরীরে খেলে বেড়াচ্ছে দৃষ্টি।

'হাই ডার্লিং! কি দেখছ অমন করে?' আদুরে গলায় বলল মেয়েটা।

ইচ্ছে করেই দু'পা আরও ফাঁক করে দিল, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো ও। এক ঝটকায় খুলে নিল তোয়ালে। মুক্তি পেয়ে তিড়িং করে নেচে উঠল ল্যারীর ওটা। 'কি ব্যাপার? এখনি ক্ষিদে লেগেছে মনে হয়?'

আলতো করে লম্বা ম্যানিকিউর করা নখ ছোঁয়াল ওখানে।

লম্বা করে শ্বাস টানল ল্যারী। 'ডাইনী!' ফ্যাসফেসে গলায় বলল ও।

কৃত্রিম অভিমানে গাল ফোলাল সাণ্ড্রা। 'বেশ! ইচ্ছে না থাকলে করব না।'

ঝপ করে বিছানার উপর বসে পড়ল ল্যারী। শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরল সাণ্ড্রাকে। বুভুক্ষুর মত ওর ঠোঁট জোড়া নিজের ঠোঁটে পুরে নিল। অন্য হাত ব্যস্ত বুকে।

'তারমানে আরেকবার গোসল নিতে হবে আমাকে।' মুখ তুলে বলল।

ল্যারীর পুরুষাঙ্গ দু'হাতে দিয়ে মুঠি পাকিয়ে ধরল সাণ্ডা। 'ঠিক আছে। কিছু করতে হবে না। এখানেই ক্ষান্ত দিলাম।'

হাত সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল ও। ঝট করে চেপে ধরল ল্যারী। 'ওহ্ গড! এ সময় সরিয়ে নিও না! মরে যাব!' কাতরে উঠল ও।

খিল খিল করে হেসে উঠল সাণ্ড্রা। মুখ এগিয়ে এনে গভীর ভাবে চুমু খেল। ওর জিভ চুষছে ল্যারী। কেমন মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ। 'ভাগ্যিস পার্টিতে গিয়েছিলাম আমি।' চুমু শেষে বলল ল্যারী, 'ওখানেই তো পরিচয় তোমার সাথে।'

ওর থুতনী ধরে নাড়িয়ে দিল সাণ্ড্রা। 'তোমার সাথে যেই পাটকাঠির মত মেয়েটা ছিল, কোথায়?'

'গোল্লায় যাক!' কাঁধ ঝাঁকাল ল্যারী, 'ওর চেহারাটা পর্যন্ত মনে নেই এখন!'

অদ্ভুত একটা আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল সাণ্ড্রার মন। হ্যাঁ, সফল হয়েছে ও। একটা তরুণীর কাছ থেকে ল্যারীকে ছিনিয়ে এনেছে সে।

সামনে ঝুঁকে এল ল্যারী। ঠোঁট ছোঁয়াল সাণ্ড্রার বুকে। শিউরে উঠল সাণ্ড্রা। গুটিয়ে উঠল ও। ল্যারীর পিঠে খামচে ধরল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে চোখ বন্ধ।

'আর পারছি না। শুরু করো জলদি।' সটান শুয়ে পড়ল সাণ্ড্রা। আমন্ত্রণের ভঙ্গীতে দু'দিকে ছড়িয়ে দিল পা।

চুমু খেল ল্যারী। বন্য পশু হয়ে উঠল যেন সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল নগ্ন, পেলব শরীরের উপর। ঠিক পতঙ্গ যেভাবে ঝাঁপ দেয় আগুনের উপর।

দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে গ্রহণ করল সাণ্ড্রা। পিষে ফেলতে চাইছে শরীরের সাথে। তীব্র সুখে কেঁপে কেঁপে উঠছে সাণ্ড্রা। ল্যারীর ধাক্কাটা সইতে মৃদু আওয়াজ বেরোল মুখ দিয়ে। যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে ঢুকে যাচ্ছে টর্পেডো। সুখকর যাতনা। কিন্তু পরক্ষণেই দ্রুত বেগে উপরে নীচে ওঠা নামা করতে লাগল কোমর। একই সাথে পাশবিক শক্তিতে ওপর থেকে চাপ দিচ্ছে ল্যারী। দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো ওদের গতি।

প্রায় একই সাথে নিষ্ক্রমন হলো দু'জনেরই। সুখের অনুভূতিটা ফুরিয়ে যাওয়া মাত্র অবশ হয়ে এল সাণ্ড্রার শরীর। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে ও।

বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ল ল্যারী। হাঁপাচ্ছে সেও। মুখ হাঁ করা। ওর দিকে আড়চোখে তাকাল সাণ্ড্রা।

'অদ্ভুত! তুলনা হয় না তোমার! ' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রশংসার সুরে বলল ল্যারী।

হাসল সাণ্ড্রা। 'পরের বার আরও উন্নতি করার চেষ্টা করব!'

ঠিক তখনি মনে পড়ে গেল কথাটা। সাথে সাথে মিলিয়ে গেল হাসি। ল্যারীর ভাই মার্ক আসবে শহরে। ওকে নিয়ে যেতে চায় সে। ল্যারীই সেদিন জানিয়েছে।

ভুঁরু কুঁচকে পাশ ফিরল সাণ্ড্রা। মুখোমুখি হলো ছেলেটার। এখনও সুস্থির হতে পারেনি ল্যারী।

'মার্কের কি খবর? এসে পৌঁছেছে?' হালকা গলায় প্রশ্নটা করল ও।

'হুঁ! কাল রাতে এসেছে।' হঠাৎ করেই যেন গম্ভীর হয়ে গেল ল্যারী। বোঝা যায়, মার্কের এভাবে আসাটাকে ঠিক সহজ ভাবে মেনে নিতে পারছে না সে।

'কথা হয়েছে ওর সাথে?'

'কিভাবে হবে বল?' মুচকি হাসল ল্যারী। আস্তে করে কামড়ে দিল সাণ্ড্রার কানের লতি। 'সারারাত তো তোমার এখানেই কাটালাম। ওহ্ গড! যে কোন পুরুষকে পাগল করে তুলতে পার তুমি...'

'ইচ্ছে করেই নিজেকে সরিয়ে নিল সাণ্ড্রা। সিরিয়াস কথার সময় এসব ন্যাকামী সহ্য হয় না ওর। 'তোমার কলেজ বন্ধ হচ্ছে কবে থেকে? পুরো সামারটা আমরা ফ্রান্সে কাটিয়ে আসতে পারি। সীন নদীতে ভেসে বেড়াব ইয়টে চড়ে। মুক্ত আকাশের নীচে রাত কাটাব আমরা। শুনেছি প্যারিসের সেক্স শপগুলোতে দারুণ সব জিনিস পাওয়া যায়। চিন্তা করে দেখ ল্যারী। পুরো একটা বছর ফুর্তি করে বেড়াব আমরা।' একটু থামল ও। তারপর গলায় সামান্য উদাসীনতা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'অবশ্য তোমার যদি যাবার ইচ্ছে না থাকে তাহলে অন্য কথা।'

অবশ্য শুধু যে ফুর্তির জন্যই প্যারিস যাবে ও, তা নয়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনও আছে কিছু। ব্যাপারটা আগেই জানিয়ে রেখেছে ল্যারীকে। ল্যারীর যখন থেকে সামার হলিডে, প্যারিসে ফ্যাশন শো শুরু হবে। পেশায় ডিজাইনার সাণ্ড্রা। পোষাকের ডিজাইন করে ও। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর দশজনের তালিকায় নাম লিখিয়ে নিয়েছে নিজের। 'ম্যাডাম ট্রিমেন'স ফ্যাশানের' নাম এক ডাকে চেনে সবাই। বিশাল অফিস। রমরমা অবস্থা।

অবশ্য প্রথম জীবনে যথেষ্ট ধকল সইতে হয়েছে ওকে। বড় বিশ্রী ছিল সময়টা তখন। এমন কি অন্যের ডিজাইনও নকল করেছে ও। সে সব কথা এখন আর মনে করতে চায় না সাণ্ড্রা। অবশ্য তখন যা করেছে, তা প্রয়োজনের তাগিদেই করেছে। তা নিয়ে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয় সে।

পৃথিবীর বড় বড় ফ্যাশন শোগুলোতে যোগ দেয় সাণ্ড্রা। বিশেষ করে প্যারিসের শো মিস করে না। ওর তৈরি পোষাক পরে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেয় মডেলরা। হঠাৎ করেই এবার খেয়াল চেপেছে ওর সাথে ল্যারীকে নিয়ে যাবে। যৌন সঙ্গী হিসেবে।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চিত হয়ে শুলো ল্যারী। ছাদের দিকে দৃষ্টি। 'মার্ককে ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে বুঝিয়ে বলব বুঝতে পারছি না।' চিন্তিত গলায় বলল ও, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? তুমিই বরং আমাদের সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় চল না? সামারটা কাটিয়ে আসবে।'

বহু কষ্টে ভেতরে রাগ চেপে রাখল সাণ্ড্রা। বলে কি গর্দভটা? ক্যালিফোর্নিয়া একটা জায়গা হলো! বিশ্রী রোদ কটকটে এলাকা।

'ওহ্, বুঝেছি!' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও, 'ভাইয়ের জন্য খুব টান তোমার। ওকে ছাড়া এতিম মনে হয় বুঝি!' বিদ্রূপের ছোঁয়া কথায়।

'প্লিজ, সাণ্ড্রা! একটু বোঝার চেষ্টা কর!' একেবারে এই এতটুকু থেকে আমাকে বড় করেছে মার্ক। আমার জন্য ও যা করেছে, পৃথিবীর আর কেউ তা করতে পারবে না। সেজন্যই ভাবছি, কথাটা কিভাবে বলব ওকে।'

পুরনো কেচ্ছা। শুনতে শুনতে কান পঁচে গেছে সাণ্ড্রার। কিন্তু মুখে বিরক্তি প্রকাশ করল না ও। যা খুশি বলুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নেবে ল্যারী, জানাই আছে ওর। যে কোন মূল্যে বাজী ধরতে পারে, প্যারিসেই যাবে ছেলেটা। 'আমি যদি এখন কলেজ ছেড়ে চলে যাই, ভীষণ আঘাত পাবে ভাইয়া। ওর জীবনের স্বপ্ন কলেজ পাশ করে উকিল হব আমি। বাবা-মা মারা যাবার পর আমার সব দায়িত্ব নিয়েছে ও। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আমার সব আশা মেটাতে। এখন যদি নিরাশ করি ওকে...' চুপ হয়ে গেল ল্যারী। তারপর জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুলল ঠোঁটে। 'ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িটা অদ্ভুত সুন্দর ডিজাইনে বানিয়েছে আমার ভাই। রোমান ডিজাইনে তৈরি। চমৎকার একটা সুইমিং পুল রয়েছে বাড়ির পেছনে। সত্যি তোমার পছন্দ হবে সাণ্ড্রা।'

না, পছন্দ হবে না, মনে মনে বলল সাণ্ড্রা। অন্যের ডিজাইন কখনো পছন্দ হতে পারে না ওর। যেমন ল্যারীর উপর মার্কের খবরদারীটাও পছন্দ নয়। গত দু'সপ্তাহের পরিচয়ে জানতে পেরেছে ল্যারীর সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে মার্ক নামের ঐ লোকটা। এমনকি তার নির্দেশেই ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে ভর্তি হয়েছে ল্যারী। প্রতি বছর সামারে ল্যারীকে নিতে আসে মার্ক। ওরা দুজনে মিলে ফিরে যায় ক্যালিফোর্নিয়াতে। ওদের ফার্ম হাউজে।

নিজের অজান্তেই হাত মুঠি পাকিয়ে ফেলল সাণ্ড্রা। ঐ মার্ক নামের অদেখা লোকটার প্রতি অদ্ভুত একটা ঘেন্না জমে গেছে মনে। লোকটাকে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হচ্ছে। ওর থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় ল্যারীকে। সাণ্ড্রার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। যেভাবেই হোক ফেরাতে হবে ল্যারীকে। মার্ককে বুঝিয়ে দেবে রক্তের টানের চাইতে বড় টান হচ্ছে লোভনীয় নারী দেহ।

'ঠিক আছে। ক্যালিফোর্নিয়াতেই যাও তুমি!' শেষ সিদ্ধান্তের মত শোনাল সাণ্ড্রার গলা, 'ওখানে গিয়ে ভাইয়ের তুলোর ক্ষেত্রে ট্রাক্টর চালাও। লাভই হবে মার্কের। বিনে পয়সায় খাটিয়ে নেবে তোমাকে। একটা ড্রাইভারের পয়সা বেঁচে যাবে। তাতে আমার কি? মার্কের পরিকল্পনা যাতে ভেস্তে না যায় সেদিকে নজর রাখব আমি। একাই যাব প্যারিস।'

'প্লিজ, সাণ্ড্রা!' আঁতকে উঠল যেন ল্যারী, 'এসব কি বলছ! যাব না তোমার সাথে এমন তো কিছু বলিনি। তোমাকে। আসল কথা হলো ভাইয়াকে কিভাবে বুঝিয়ে বলব সেটাই ভাবছি!' বহু কষ্টে নিজের ভেতরে উল্লাস চেপে রাখল সাণ্ড্রা। নিরাসক্ত চেহারা। হ্যাঁ, জয় হয়েছে ওর। ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছে না ল্যারী, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও।

'উত্তরটা এখনি জানতে চাই আমি,' ল্যারীর উরুর উপর পা তুলে দিল সাণ্ড্রা, 'আমার সাথে তুমি যাচ্ছ?'

অসহায় বাচ্চা ছেলের মত দেখাচ্ছে ল্যারীকে। দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছে। একদিকে এক মোহনীয় নারী, অন্য দিকে ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব বোধ। কোনটা বেছে নেবে ও। সাণ্ড্রার নগ্ন কাঁধে হাত রাখল। কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করল। 'আজ রাতে দেখা হচ্ছে আমাদের?' প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে ও।

'তার আগে নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করে উত্তরটা জেনে নিও, ল্যারী,' কাঁধের উপর হতে হাত সরিয়ে দিল ও, 'এখন যেতে পার। ঘুমাবো আমি। খুব ক্লান্ত।'

কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেল ল্যারীর চেহারা। সবে আরেকবার নতুন করে উত্তেজিত হয়েছিল ছেলেটা। আশাহত হলো ও। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পেল না।

বাধ্য ছেলের মত উঠে কাপড় পড়তে শুরু করল। বহু কষ্টে হাসি সামলে রাখছে সাণ্ড্রা। ভাল করেই জানে ওর মায়াজাল ছিঁড়ে পালাতে পারবে না ছেলেটা। ফিরে ওকে আসতেই হবে।

ল্যারী বেরিয়ে যাবার পর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সাণ্ড্রা। ওর দৃঢ় বিশ্বাস আজকেই মার্কের সাথে কথা বলবে ল্যারী। তারপর? ক্ষেপে উঠবে ওর ভাই। ছুটে আসবে সাণ্ড্রার কাছে। আসুক! ক্যালিফোর্নিয়ার সামান্য একজন অখ্যাত কৃষককে সামলানো কোন ব্যাপার নয় সাণ্ড্রা ট্রিমেনের জন্য।

দুই

শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সেভেন্টি টু ইস্ট এভিনুতে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিয়াল্লিশ তলা বিল্ডিংটা। সাত, আট, নয়—এই তিনটে ফ্লোর জুড়ে সাণ্ড্রার অফিস 'ট্রিমেন্স ফ্যাশনস।'

লিফটের দরজা খুললেই লম্বা লবি। লবির দু'ধারে ঝকঝকে দামী ক্রিস্টালের কাঁচের ডিসপ্লে উইনডো। নানা ডিজাইনের রকমারী পোশাক সাজানো। পোষাকের সাথে সাঁটা তালিকা। দু'শো ডলার থেকে হাজার ডলারের মধ্যে দাম প্রতিটা ড্রেসের।

'বিল্ডিংয়ের এন্ট্রান্স দিয়ে গটগট করে ভেতরে ঢুকে গেল সাণ্ড্রা। ওকে দেখা মাত্র মাথা ঝুঁকিয়ে নড করল লিফট ম্যান। মুখে অমায়িক হাসি। কোন তলায় যাবে বলতে হলো না সাণ্ড্রাকে। জানে লিফট ম্যান। ওর বিশ্বাস, আদেশ করলে হাঁটু গেড়ে বসে ওর পা চেটে দিতেও বাঁধবে না লোকটার। ওর সামান্য কৃপা পেলেই বর্তে যাবে।

নয় তলায় আসার পর থেমে পড়ল লিফট। খুলে গেল দরজা। ঝকঝকে করিডোরে পা রাখল সাণ্ড্রা। কিন্তু সাথে সাথেই কুঁচকে উঠল ভুরু। ছয় ইঞ্চি পুরু সাদা পার্সিয়ান কার্পেটের এক কোনায় একটা আধ পোড়া সিগারেট। কোন্ গর্দভের কাজ একটা জানতে পারলে ভাল হত। আচ্ছা করে টাইট দেয়া যেত ব্যাটাকে, আপন মনে ভাবল ও। আসলে পুরুষ জাতটারই মাথা মোটা।

ডিসপ্লে উইনডোর উপর নজর বোলাল ও। খুশি হয়ে উঠল মন। ঝক ঝক করছে কাচ। ক্রিস্টালের ভেতর দিয়ে কি দারুণ দেখাচ্ছে পোশাকগুলো।

ওর সাধনার ধন এই ডিজাইনগুলো। পৃথিবীর সমস্ত কোটিপতি, লাখপতি মহিলাদের ভূষণ এগুলো। হলিউডের নায়িকা থেকে শুরু করে খোদ প্রেসিডেন্টের স্ত্রী পর্যন্ত এই পোশাক পরেন। আর সেই সাথে ভারী হয়ে ওঠে ওর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। আপন মনেই হাসল সণ্ড্রা।

দ্রুত পায়ে লবি ধরে এগিয়ে গেল ও। তারপরেই প্রশস্ত অফিস লাউঞ্জ। হালকা সবুজ ফার্ণের ডিজাইন করা ওয়াল পেপার দেয়ালে। সামান্য ঘিয়ে রঙের ছাদ। অত্যন্ত আধুনিক ডিজাইনের আসবাবপত্রে সাজান। ফাইবার গ্লাসের চমৎকার ছোট ছোট চেয়ার আর টেবিল। ঘরের ঠিক মাঝ বরাবর রিসেপশনিস্টের ডেস্ক। একজন সদা ব্যস্ত রিসেপশনিস্ট মেয়ে বসে আছে ডেস্কের পেছনের চেয়ারে। মেয়েটার দিকে তাকাল সাণ্ড্রা।

এই ঘরের সাথে যেন নিখুঁত ভাবে খাপ খাইয়ে গিয়েছে মেয়েটা। বয়স চব্বিশের উপরে নয়। সুন্দর ডিম্বাকৃতির মুখ। পাতলা ঠোঁট। হাসলে ঝিলিক দেয় ঝকঝকে দু'সারি দাঁত। এক মাথা কালো কুচকচে চুল। সামান্য তেলতেলে মোলায়েম গায়ের চামড়া। সুন্দর করে প্ল্যাক করেছে ভুরু। ঠোঁটে কড়া লিপিস্টিক।

মেয়েটাকে 'হাই চিক' বিউটি বলা চলে। গালের হাড় সামান্য উঁচু থাকায় তীক্ষ্ণতা এসেছে চেহারায়। বড় বড় ধূসর চোখ। কিন্তু এর পরেও ওকে ঠিক 'অদ্ভুত সুন্দরী'দের তালিকায় ফেলতে পারে না সাণ্ড্রা। চেহারায় সামান্য কিছু খুঁত রয়ে গেছে মেয়েটার। প্রথম কথা নীচের ঠোঁটটা উপরেরটার চাইতে সামান্য ফোলা। আর নাকের উপর সুক্ষ্ম কয়েকটা তিলের মত ছিটে দাগ আছে। সবার চোখে ধরা পড়বে না ব্যাপারটা। কিন্তু সাণ্ড্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

ওকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সচকিত হলো মেয়েটা। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। চেহারায় বিরক্ত ভাব।

'গুড মর্নিং, লিণ্ডা!' সাণ্ড্রার চোখে কৌতুক। মেয়েটা ওকে ঘৃণা করে জানে ও। কিন্তু ওর অফিসেই কাজ করছে। কারণ এখানে যা বেতন সে পায়, তা অন্য কোন চাকরিতে পাবে না। লিণ্ডার অসহায়ত্ব রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে সে।

দু'টো কারণে লিণ্ডা মেয়েটাকে সহ্য করতে পারে না সাণ্ড্রা। সত্যি বলতে রীতিমত ঈর্ষা করে। প্রথম কারণ হলো ওর চেয়ে অনেক কম বয়স লিণ্ডার। যে সময়টায় মেয়েদের শরীরে যৌবনে উপচে ওঠে ঠিক সেই বয়স লিণ্ডার। আর দ্বিতীয় কারণ সে সুন্দরী। সুযোগ পেলেই ঈর্ষার ঝাল মিটিয়ে নিতে ভুলে না সাণ্ড্রা।

'আমার খোঁজে কেউ এসেছে?' জিজ্ঞেস করল ও। মাথা নাড়ল লিণ্ডা। 'না। তবে সেই সকাল আটটা থেকে তিন তিনবার ফোন করেছে মিঃ

স্যাণ্ডার্স। আপনার সাথে ওর এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

ঘড়ি দেখল সাণ্ড্রা। সাড়ে ন'টা বাজে। আটটায় সময় ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট। পুরো দেড় ঘণ্টা লেট করেছে ও। কিন্তু তা নিয়ে মোটেও বিব্রত নয় সাণ্ড্রা।

ওর এ্যাডভার্টাইজমেন্ট এজেন্ট মিঃ স্যাণ্ড্রার্স। ওর ড্রেসের বিজ্ঞাপনের লে-আউট করে। স্যাণ্ডার্সের শেষ লে-আউট মোটেও পছন্দ হয়নি সাণ্ড্রার। এক কথায় বাতিল করে দিয়েছে। আজ সকালে নতুন লে-আউট নিয়ে আসার কথা।

'ফোন করো ওকে।' বিরক্ত গলায় আদেশ দিল সাণ্ড্রা, 'বলবে, দশ মিনিটের মধ্যে এখানে হাজির চাই ওকে। এক মিনিটও যেন দেরি না হয়।' দশ মিনিট! পাগল! বিশ মিনিটেও আসতে পারবে কি না সন্দেহ!

মুহূর্তের জন্য অদ্ভুত একটা পুলক বোধ করল ও। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই আবার বিষিয়ে উঠল মন। আশা করেছিল অফিসে পৌঁছেই শুনবে ওর সাথে দেখা করতে চায় মার্ক নিলি নামের এক লোক। কিন্তু কই? কিছু বলল না তো লিণ্ডা। তারমানে নিশ্চই এখানো ভাইয়ের সাথে কোন আলাপ হয়নি ল্যারীর।

'ব্লাডি ফুল!' আপন মনেই বিড়বিড় করে গালি দিল ও। ইচ্ছে হচ্ছে চাবকে পাছার ছাল তুলে দেই গর্দভ ল্যারীর। ওর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে লিণ্ডা টের পেল সাণ্ড্রা।

'কি ব্যাপার? কি দেখছ অমন করে!' রাগ দমন করে শান্ত গলায় বলল ও, 'ফোন কর জলদি।'

'ইয়েস, ম্যাম।' 'পি.বি.এক্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। ডায়াল ঘোরাচ্ছে।

আর দাঁড়াল না সাণ্ড্রা। গট গট করে এগিয়ে গেল ওর অফিস রুমের দিকে। এক ঝটকায় দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। ভেতরের রাগ কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। জীবনে কোনদিনও মার্ক নিলি নামের লোকটার মুখোমুখি হয়নি সাণ্ড্রা। কিন্তু তবুও বুঝতে পারছে লোকটাকে কোনভাবেই পছন্দ হতে পারে না ওর।

'ট্রিমেনস ফ্যাশনস' এর অফিসে পা রাখল মার্ক নিলি। কার্পেটে ডেবে গেল জুতোর গোড়ালী। ছিমছাম, ফিটফাট সব কিছু। ডিসপ্লে উইনডোতে ঝুলছে

দামী পোশাক। কিন্তু এসবের কোন দিকেই নজর নেই ওর। চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে সে। লবি পেরিয়ে লাউঞ্জে এসে পড়ল। সামনে ডেস্কে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট বসে। কিন্তু মেয়েটাকে যেন নজরেই পড়েনি ওর।

থেমে দাঁড়াল মার্ক। চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে। ছ'ফুটের সামান্য বেশি হবে লম্বায়। রোদে পোড়া তামাটে লম্বা মুখ। দেখেই বোঝা যায় মাঠে কাজ করে অভ্যাস আছে এই লোকের। এক কথায় খেঁটে খাওয়া মানুষ। পরিশ্রমী। সরু,তীক্ষ্ণ, ধূসর চোখ। সদা সতর্ক দৃষ্টি। দেখে মনে হয় কোন কিছুই নজর এড়াচ্ছে না তার। চওড়া চোয়াল এবং থুতনী। পাতলা নাক। সামান্য নীচের দিকে বাঁকান। চেহারায় একটা নিষ্ঠুর ছাপ এনে দিয়েছে তা। সরু দুটো ঠোঁট পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে। তিরিশের মত বয়স হবে। তবে চেহারা দেখে হঠাৎ কিছু ঠাহর করা যায় না।

শক্তিশালী শরীরের গঠন মার্কের। গাঢ় নীল শার্টের নীচে রশির মত পাঁকান মাংসপেশীর আভাস পাওয়া যায়। চওড়া বুক এবং সরু কোমর। লম্বা দুটো হাত।

সব চাইতে বড় কথা, সুপুরুষ সে। ক্লিন শেভ মুখখানা দেখলে যে কোন নারীর বুকে কামনার আগুন জ্বলতে বাধ্য। হঠাৎ করেই যেন ডেস্কে বসা রিসেপশনিস্ট মেয়েটার দিকে নজর গেল মার্কের। সামান্য অপ্রস্তুত হলেও আচরণে প্রকাশ পেল না তা। চোখ সরু করে ডেস্কের উপর রাখা নেম প্লেট পড়ল ও।

'মিস লিণ্ডা উইলিয়ামস,' মৃদু গলায় বলল মার্ক, 'মিস ট্রিমেনের সাথে দেখা করতে এসেছি আমি।'

ঠিক তখনি সান্ড্রা ট্রিমেন লেখা দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা মহিলার গলা। প্রচণ্ড রাগে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে মহিলা। তীব্র, চাবুকের মত আঘাত হানছে যেন প্রতিটা কথা। যার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তার দশা চিন্তা করে দুঃখ বোধ করছে মার্ক।

কিন্তু নির্বিকার লিণ্ডা । চেহারা দেখে বোঝা যায় এ ধরনের ঘটনা নতুন নয় এই অফিসে। অনেকেরই হয়তো এমন গালাগালি সহ্য করতে হয় মুখ বুজে।

মার্কের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসার চেষ্টা করল মেয়েটা।

'এখনও দেখা করার ইচ্ছে আছে?'

'অবশ্যই। জরুরি দরকার আমার।' গম্ভীর হলো ও।

এমন সময় খুলে গেল বন্ধ অফিসের দরজা। লম্বা, শুকনো মত একটা লোক বেরিয়ে এল। কালো মুখ। বিধ্বস্ত চেহারা। দরজা বন্ধ হবার আগে রুমের ভেতরটা একনজরের জন্য দেখতে পেল মার্ক। রাগী মুখে পায়চারী করছে একজন মহিলা।

ডেস্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় লিণ্ডার দিকে তাকাল লোকটা। 'মেজাজ তিরিক্ষী হয়ে আছে ম্যাডামের। সব সময়ই তাই থাকে।' বিরস গলায় বলল সে।

'দুঃখিত, মি. স্যাণ্ডার্স।'

'না, তোমার কি দোষ!' থেমে দাঁড়াল স্যাণ্ডার্স, 'এখন কি করি আমি। এবারের লে-আউটটাও পছন্দ হয়নি মিস ট্রিমেনের।'

অসহায় ভঙ্গীতে শ্রাগ করল লিণ্ডা। 'আমি নিরুপায়।' মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল লোকটা। নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে মার্ক। স্যাণ্ডার্সের জন্য দুঃখ হচ্ছে। একটা মহিলার থেকে এ ধরনের ব্যবহার ও নিজে অন্তত সহ্য করবে না।

ইন্টারকমের সুইচের উপর আঙ্গুল রেখে মার্কের দিকে তাকাল রিসেপশনিস্ট। 'আপনার নাম?'

'মার্ক নিলি।'

সুইচ টিপে দিল ও। ওপাশ থেকে বিরক্ত মহিলা গলা। 'কি হয়েছে আবার?'

'মিস ট্রিমেন। আপনার সাথে এক ভদ্রলোক দেখা করতে ছাইছেন। নাম মার্ক নিলি।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর যখন আবার শোনা গেল গলা তখন একটু আগের বিরক্ত ভাবটা নেই। আদুরে বেড়ালের মত হয়ে গেছে সাণ্ড্রার গলা। 'একটু অপেক্ষা করতে বলো ওকে।'

ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিল মেয়েটা। 'বসুন মিস্টার নিলি। বুঝতেই পারছেন, ব্যস্ত আছেন ম্যাডাম। একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

তিন

বাধ্য ছেলের মত ভিজিটর্স চেয়ারে গিয়ে বসল মার্ক। চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে এই প্রথম বারের মত ভাল করে লক্ষ্য করল রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে।

ওর দৃষ্টিতে নিখুঁত সুন্দরী লিণ্ডা। যে কোন পুরুষের বুকে ঝড় তোলার মত সুন্দরী। সুডৌল স্তনের উপর দৃষ্টি থমকে গেল ওর। কাপড়ের উপর দিয়েই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

মিনি স্কার্ট পরেছে লিণ্ডা। উরুর অনেকটাই অনাবৃত। আরেকটু নীচু হলে আরো অনেক কিছুই নজরে পড়বে, আপন মনে ভাবল মার্ক। লোমহীন সুডৌল ফর্সা পা। নীল হাই হিল জুতো। যত্ন নিয়ে কাটা লম্বা নোখ। মেরুণ রঙের নেল পালিস লাগানো।

পুরুষদের সন্ধানী দৃষ্টি টের পায় মেয়েরা। তার প্রমাণ রাখল লিণ্ডা। 'কি হলো! আমার পেছনটাও দেখার ইচ্ছে আছে বুঝি?' রাগী গলা ওর, 'ঘুরে বসব?'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মার্কের ঠোঁটে। 'মন্দ হবে না।'

এবার হঠাৎ করেই লজ্জা পেয়ে গেল মেয়েটা। গালে রংয়ের ছোপ ধরল। এতে আরো সেক্সি দেখাচ্ছে ওকে। কতকগুলো ফাইল পত্র টেনে নিয়ে মিথ্যে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

পাক্কা এক ঘন্টা ঠায় বসে রইল মার্ক। সামনে বসা মেয়েটার প্রতিটা অঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা ছাড়া আর কোন কাজ নেই ওর। চারটা সিগারেট শেষ করল এর মধ্যে।

শেষটায় এক সময় আবার সজীব হলো ইন্টারকম। 'মি. নিলিকে ভেতরে আসতে বল।' মহিলার গলা।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল মার্ক। 'ধন্যবাদ।' লিণ্ডার উদ্দেশ্যে বলল ও।

মুচকী হাসল মেয়েটা। 'আগে থেকেই ধন্যবাদটা দিয়ে রেখে ভালই করেছেন। কারণ ও ঘর থেকে বেরুনোর পর নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দেবার মত মনের অবস্থা থাকবে না আপনার।'

কথাটা গায়েই মাখল না মার্ক। লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল বদ্ধ দরজাটার দিকে। হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে একটানে খুলে ফেলল।

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল ও। ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এক জীবন্ত আফ্রোদিতি। ছলকে উঠল বুকের রক্ত। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে মার্কের।

'কাম ইন, মিস্টার নিলি।'

একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল মহিলা। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল মার্ক। 'আমি ল্যারীর ভাই।' নিজের পরিচয় দিল সে।

'জানি।' মৃদু গলায় বলল সাণ্ড্রা, 'চেহারায় মিল রয়েছে।' দুই ভাই-ই লম্বা। কিন্তু ল্যারী দু'এক ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে। দু'জনেরই পেটা স্বাস্থ্য। বোঝা যায় খাটতে পারে প্রচুর। কিন্তু মার্ককে দেখে অতিরিক্ত যেটা মনে হলো তা হলো লোকটার ধৈর্য শক্তি অসীম। কোন কাজে পিছিয়ে যায় না। ল্যারীর চাইতে মার্ক নয় দশ বছরের বড়, আন্দাজ করল সাণ্ড্রা। এবং ল্যারীর চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। কামনার আগুন জ্বলে উঠল ওর বুকে। ওই পুরুষের নগ্ন বুকে নিজের বক্ষ ঠেকিয়ে বিছানায় ঢলে পড়ার এক অদম্য ইচ্ছা জেগে উঠেছে মনে।

বেশ দামী পোশাক মার্কের পরনে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হালকা গলায় বলল সাণ্ড্রা, 'দেখে মনে হয় না তুমি একজন চাষী।'

'তুলো চাষী।'

'দু'য়ের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য আছে কি?' 'আছে।' দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মার্ক, 'তুলো চাষীরা ক্যাডিলাক চালায়।'

ল্যারীর কথা মনে পড়ে গেল সাণ্ড্রার। বলেছিল ওদের বাসায় সুইমিং পুল আছে। রোমান প্যাটার্নে তৈরি বাড়ি। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সাণ্ড্রা। চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। লোকটাকে মেপে দেখছে যেন। কিন্তু সরাসরি কাজের কথায় চলে এল মার্ক। 'শুনলাম তোমার সাথে ফ্রান্সে যাচ্ছে ল্যারী।'

পায়ের উপর পা তুলল সাণ্ড্রা। একটু সময় নিল ও। তারপর ধীর গলায় বলল, 'আর কি শুনেছ?'

মুহূর্তের জন্য যেন জ্বলে উঠল লোকটার চোখ দু'টো। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। 'অনেক কিছুই শুনেছি। কিন্তু সব কথার শেষ কথা হলো, তোমার সাথে কোথাও যাচ্ছে না ও। সব কিছু বোঝার মত এখনও বয়স হয়নি ল্যারীর। নিছক খেয়ালের বশে কি করতে যাচ্ছে, তা সে নিজেও জানে না।'

'ভুল বললে।' যেন ইঁদুর নিয়ে খেলছে সাণ্ড্রা। নির্লিপ্ত গলা। 'আমার সাথে এক বছরের জন্য প্যারিস যাবে ল্যারী।'

হাতের মুঠি পাঁকিয়ে ফেলেছে মার্ক। 'তাতে কতটা ক্ষতি হবে ওর, জান তুমি?'

'হয়তো হবে। কিন্তু বিনিময়ে যে একেবারেই কিছু লাভ হবে না, তাই বা কে বলল?' পাল্টা প্রশ্ন করল সাণ্ড্রা।

'এক বছরের জন্য ভার্সিটির শেষ ডিগ্রীটা হাতছাড়া হয়ে যাবে ওর।'

'ফিরে এসে পরীক্ষা দেবে। অসুবিধা কোথায়?'

দ্রুত মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল মার্ক। 'অসম্ভব! ওর ভবিষ্যত শেষ হয়ে যাবে তাতে। তোমার জন্য সব হারাবে। এখন পর্যন্ত খুব ভাল রেজাল্টই করে আসছে ল্যারী। প্রতিটা বিষয়ে 'এ' গ্রেড রয়েছে। এখনি অনেক কোম্পানী ওকে ভাল বেতনে চাকরির অফার দিয়ে রেখেছে। পরীক্ষা দিয়েই ঢুকে পড়তে পারবে কিন্তু একটা বছর ফ্রান্সে কাটিয়ে এলে ফলটা কি ঘটবে? নিঃসন্দেহে একটা বাজে রেজাল্ট হবে। কোন কোম্পানী ফিরেও চাইবে না ওর দিকে। ওর ভবিষ্যত গড়ার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি আমি। আর তুমি কিনা...'

'এখন আর কচি খোকা নয় ল্যারী।' শান্ত গলায় বলে উঠল সাণ্ড্রা, 'ওর সিদ্ধান্ত ওকেই নিতে দাও।' রাগে লাল হয়ে উঠেছে মার্কের মুখ। গলার স্বর কাঁপছে ওর। 'জানতাম, তোমাকে বলে কোন লাভ হবে না। ডাইনীর মত যাদু করেছ ওকে। মোহমুগ্ধ করে রেখেছ ল্যারীকে। মাথা গুলিয়ে গেছে ওর। এমন কি নিজের ভালমন্দ জ্ঞানটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে ছেলেটা।' থেমে লম্বা করে দম নিল ও। 'ওর পেছনে লেগেছ কেন তুমি? কি চাও? আর দশটা বখাটে, নেশাশক্ত, বেকার ছেলের মত রাস্তায় রাস্তায় ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াক? এক বছর পর যখন ফিরবে তখন পুরোপুরি একটা গদর্ভ হয়ে যাবে ল্যারী। লেখা পড়ায় মন বসবে না। পরীক্ষায় স্রেফ ফেল করবে ও।'

থামল মার্ক। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে ও। 'একটা ব্যাপারে কিছুতেই তুমি ধোঁকা দিতে পারবে না আমাকে। ল্যারীর প্রেমে তুমি পড়নি, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'ব্যাপারটা কি এতই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। বুঝতে পারছি তোমার হেঁয়ালীর শিকার হতে যাচ্ছে ল্যারী। স্রেফ ওর শরীরটাকেই চাও তুমি। ওসব প্রেমট্রেম বাজে কথা।'

জ্বলে উঠল সাণ্ড্রার চোখ। অপমানিত বোধ করছে সে। কিন্তু শান্ত গলায় বলল, এক্সকিউজ মি, মি. নিলি। কাজ আছে আমার। আর সময় দিতে পারছি না তোমাকে।'

বিনা প্রতিবাদে উঠে দাঁড়াল মার্ক। 'বেশ। যাচ্ছি আমি। তবে মনে হয় না এত সহজেই হাল ছেড়ে দেব।'

শব্দ করে হাসল সাণ্ড্রা। মার্ক যে ওর কাছে সম্পূর্ণ নিরুপায় এটা ওরা দু'জনেই ভাল করে জানে। 'মনোবল থাকা ভাল। যদি মনে কর আবারো এ ব্যাপারে আলাপ করতে চাও তাহলে আসতে পার আমার এ্যাপার্টমেন্টে। সন্ধ্যার পর থেকে থাকব আমি।'

অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে মার্কের মধ্যে। সেটা লক্ষ্য করে আপন মনে হাসল সাণ্ড্রা। পুরুষদের ফাঁদে ফেলতে হয় কিভাবে ভাল করেই জানে ও।

'ঠিকানাটা দাও।'

একটা ছোট্ট স্লিপে ঝকঝকে অক্ষরে লিখে দিল সাণ্ড্রা। 'খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না তো? ঠিক আটটার সময় অপেক্ষা করব আমি।' কৌতুকের ছোঁয়া ওর গলায়।

'মোটেও না!' মৃদু হাসল মার্ক। 'টার্গেট খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না আমার।' কথাটা বলেই শেষবারের মত একবার দেখে নিল সাণ্ড্রাকে। মুহূর্তের জন্য স্থির হলো দৃষ্টি ওর ভরাট স্তনের উপর। সেখান থেকে নিতম্বে। প্রশস্ততর হলো মুখের হাসি। ঘুরে দাঁড়াল ও। বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

লাউঞ্জ পেরোবার সময় চোখাচোখি হয়ে গেল লিণ্ডার সাথে। 'কি? কাজ হলো?' রিসেপশনিস্ট মেয়েটার চোখে কৌতুহল।

'না।' হেসে মাথা নাড়ল মার্ক। 'তবে মনে হয় হবে।' আর দেরি না করে লিফটের দিকে এগোল ও।

চার

অপেক্ষা করছে সাণ্ড্রা। বাঘিনী যেভাবে অপেক্ষা করে শিকারের জন্যে। মার্ক আজকে আসবেই। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ওর। আসতেই হবে লোকটাকে। ঠিক তখনি ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল ফোন। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। নিশ্চয়ই মার্ক করেছে। কেন? ক্ষমা চেয়ে বলবে আজ সে আসতে পারবে না? দূর! না এসেই পারে না লোকটা। শরীরের টানে না হোক, দায়ে ঠেকেই আসতে হবে তাকে। এর কোন বিকল্প নেই।

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল সাণ্ড্রা। 'হ্যালো।'

সাথে সাথে কুঁচকে উঠল ভুরু। ল্যারীর ফোন। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনল ও। তারপর দৃঢ় গলায় জানিয়ে দিল, 'না ল্যারী। আজ রাতে বাদ দাও ওসব। সারা দিন ভীষণ খাটুনী গেছে। আই য়্যাম টায়ার্ড। ড্যাম টায়ার্ড! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওসব করার মধ্যে কোন মজা নেই।'

'বেশিক্ষণ লাগবে না।' রাজী করানোর গলায় বলল ল্যারী, 'পাঁচ মিনিটে সেরে ফেলব কাজ ।'

'উহুঁ। এক মিনিটে করলেও নয়।'

'কিন্তু আমার জিনিসটা যে ঘুমাচ্ছে না।'

'হাত মেরে ঘুম পাড়াও। বলে রিসিভার রেখে দিচ্ছিল সাণ্ড্রা। কিন্তু ওপাশে চেঁচিয়ে উঠল ল্যারী।

'এক মিনিট! মার্কের সাথে কথা হয়েছে আমার।' লম্বা করে শ্বাস টানল সাণ্ড্রা। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'জানি। শোন, ল্যারী। সিদ্ধান্ত নেয়ার মত যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তোমার। মন ঠিক করে তারপর ফোন করবে আমাকে। তার আগে নয়।' ঠকাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল সাণ্ড্রা। নিঃশব্দে হাসছে পায়চারী করছে ঘরময়। ল্যারীর অবস্থাটা চিন্তা করে মজা লাগছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে ছেলেটা, ওর জন্য একটাই মাত্র পথ খোলা রেখেছে সাণ্ড্রা। রাজী হতে হবে ওর প্রস্তাবে। যেতে হবে ফ্রান্সে। তাছাড়া আর কোন উপায়েই সাণ্ড্রার সেক্সি, নরম, উষ্ণ শরীর নিয়ে মেতে উঠার সুযোগ নেই তার। বিনে পয়সায় এমন

একজন নারীর সাথে বিছানায় যেতে হলে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

ঘড়ির দিকে তাকাল ও। আটটা বাজতে তিন মিনিট বাকী। অদ্ভুত একটা শিহরণ অনুভব করছে সান্ত্রা। বিছানায় কেমন হবে মার্ক? দেখে মনে হয় ল্যারীর চাইতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ আর উদ্দম লোকটার। মেয়েদের চরম সুখ দিতে পারবে। আপন মনেই হাসল ও। সান্ত্রা ট্রিমেনের আগুন নেভাতে পারবে কি?

আপন মনেই হাসল সান্ত্রা। খুব যত্ন নিয়ে আজ সন্ধ্যার জন্য সেজেছে ও। ডিপ্ পারপল্ রঙের মিনি স্কার্ট পরনে ওর। কোনরকমে শুধু প্যান্টিটা ঢেকেছে। স্কার্টের পাশ দিয়ে চেরা। নিতম্বের অনেকটাই নজরে পড়ে। আটসাঁট হয়ে চেপে বসেছে। গাঢ় নীল রংয়ের লো কাট ব্লাউজের সাথে অদ্ভুত কন্ট্রাস্ট হয়েছে। ব্লাউজের নীচে ব্রা পরেনি ও। বুকের অনেকটাই অনাবৃত। দুই স্তনের মাঝের গভীর খাদে জ্বলজ্বল করছে নেকলেসের হীরের লকেটটা। যেন সিগন্যাল দিচ্ছে। হালকা একটা সেন্ট লাগিয়েছে। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। নখেও একই রঙের নেলপলিস। পায়ে ফ্ল্যাট হিলের স্যাণ্ডেল। মার্কের মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট।

ঘড়ির দিকে নজর গেল আবার। সোয়া আটটা বাজে। বিরক্ত বোধ করছে ও। সাড়ে আটটা বাজার পর বিরক্তি পরিণত হলো ক্রোধে। আধা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। অথচ এখনও আসছে না মার্ক! আসবে না নাকি? বিড়বিড় করে গালি দিল ও। ব্যাটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

ঠিক ন'টার সময় টোকা পড়ল দরজায়। সোফা ছেড়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল ও। না, দরজা খুলবে না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকুক মার্ক, দেরি করার শাস্তি পাক। কিন্তু নিজের অজান্তেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল সান্ত্রা। ঝট করে খুলে ধরল কপাট।

'কি ব্যাপার? এত দেরি করলে কেন?' ঝাঁঝের সাথে বলল ও।

এখানো ভেতরে পা রাখেনি লোকটা। দাঁত বের করে হাসল। 'ঠিকানা খুঁজে বের করতে দেরি হলো। চাষী কি না, তাই!'

কথাটার আঁচ ঠিকই ধরতে পারল সান্ত্রা। আসলে শোধ তুলল মার্ক। সকালে ওকে পুরো এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিল সান্ত্রা। এখন ওকে বসিয়ে রাখল মার্ক।

হঠাৎ করেই ফিক করে হেসে উঠল সান্ত্রা। হ্যাণ্ডশেকের জন্য বাড়িয়ে দিল হাত। 'বেশ! শোধবোধ হয়ে গেল।' উত্তরে মৃদু হাসল মার্ক। পা রাখল ঘরের ভেতর। লক্ষ করল সান্ত্রা, ওর শরীরে লোভাতুর দৃষ্টি বোলাচ্ছে

লোকটা। লাস্যময়ী ভঙ্গিতে একটা ইজি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'প্লিজ, টেক ইওর সিট।'

নিজে বিপরীতের সোফায় বসল। পায়ের উপর পা তুলে দিল। ইচ্ছে করেই এভাবে বসেছে ও। যাতে স্কার্টটা উরুর আরো উপরে উঠে যায়। আড়চোখে চট করে দেখে নিল। স্কার্ট সরে গিয়ে ফর্সা উরু ছাড়িয়ে কালোপ্যান্টির আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে আনল মার্ক। দামী ফার্নিচার। সাণ্ড্রার নগ্ন উরুর উপর এসে স্থির হলো চোখ। আপন মনেই হাসল সাণ্ড্রা। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে ফাঁদে পা রাখছে ইঁদুর! মার্ক যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছে সে। প্যান্টের ওখানটা ফুলে উঠেছে। জিনিসটার সাইজ চিন্তা করে পুলকিত বোধ করছে ও। 'ড্রিঙ্ক চলবে তো?' গলাটা যথাসম্ভব সেক্সি করে তুলেছে সাণ্ড্রা। তন্ময় ভাঙল যেন মার্কের। একটু লজ্জিতও বোধ করল। দৃষ্টি সরিয়ে নিল বুকের উপর থেকে।

'হ্যাঁ। চলবে। বুরবো ওয়াইন থাকলে দিতে পার।'

উঠে দাঁড়াল সাণ্ড্রা। মার্কের সামনে দিয়ে নিতম্বে ঢেউ তুলে চলে গেল। একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে এল। বোতলের মুখ খুলে গ্লাস রাখল মার্কের সামনে। মদ ঢালছে ও। না দেখেও বলে দিতে পারে ওর স্তনের বোঁটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে মার্ক। সম্মোহিতের দৃষ্টি লোকটার চোখে।

'বরফ নিয়ে আসছি।' সোজা হলো ও। মুখের উপর এসে পড়েছিল চুল। মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিল পেছনে। সেই সাথে কেঁপে উঠল স্তন জোড়া। কিচেনের দিকে এগোল ও। ওর নিতম্বের উপর আটকে আছে মার্কের চোখ।

গ্লাসে বরফ নিয়ে ছোট্ট করে চুমুক দিল মার্ক। 'দারুণ জিনিস।' প্রশংসার গলায় বলল ও।

নিজের গ্লাস তুলে নিল সাণ্ড্রা। আবারো স্কার্ট উঁচিয়ে বসেছে ও। 'কি ব্যাপার? অমন করে কি দেখছ?' খোঁচা মারল।

ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে মার্কের। 'তোমাকে। বোঝার চেষ্টা করছি তোমাকে।'

হাসল সাণ্ড্রা। 'তাই? কি বুঝলে এতক্ষণে?'

'এই জীবনই পছন্দ বুঝি তোমার?'

'অবশ্যই! ড্রিঙ্ক, সেক্স এণ্ড মানি। এই তিনটাই আমার নেশা।'

গ্লাস শেষ হয়ে গেছে মার্কের। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ও। 'একটা ব্যাপার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। ইচ্ছে করলেই যেকোন পুরুষকে পেতে

পার তুমি। কিন্তু বিশেষ করে ল্যারীকে বেছে নিলে কেন?'

'ব্যাপারটা যে পবিত্র প্রেমের কারণে হতে পারে বিশ্বাস হয় না বুঝি?'

'না।' মাথা নাড়ল মার্ক।

'বড় একগুঁয়ে তুমি।' উঠে দাঁড়াল সাণ্ড্রা। মার্কের হাতের গ্লাসটা নিল ও। 'আরেক রাউণ্ড চলুক। এখনো ক্ষেপে আছো।' কিচেনের দিকে এগোল সাণ্ড্রা। বরফ আনতে। পিছন পিছন আসছে মার্ক। 'এখানেই বরফ নিয়ে আসলে হয়। বারবার উঠতে হবে না তোমাকে।'

'তাই তো! আগে মাথায় আসেনি চিন্তাটা।' ব্যঙ্গ করছে যেন সাণ্ড্রা।

বুঝতে পারছে ওর সর্বাঙ্গে সেঁটে আছে মার্কের লোভাতুর দৃষ্টি। ওর শরীরের প্রতিটা ভাঁজ লক্ষ্য করছে সে। সম্ভবত সাহস সঞ্চয় করছে। কিভাবে এগোন যায় চিন্তা করছে লোকটা।

সেই অপেক্ষাতেই আছে সাণ্ড্রা। সে-ই সাড়া দিক প্রথম। তারপর ও ধরা দেবে। কিন্তু যদি সত্যিই ওকে জড়িয়ে ধরতে চায় লোকটা? কি প্রতিক্রিয়া হবে ওর? হয়তো চটাশ করে চড় কষিয়ে দেবে গালে। এক ধরনের আনন্দ পাওয়া যাবে তাতে। মার্কের মুখটা কেমন হবে তা চিন্তা করে হাসি পেল।

কিংবা আরেকটা কাজ করা যায়। ওর হাতে নিজেকে সঁপে দেয়া। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেবে। টেনে নিয়ে যাবে বিছানায়। বিছানায় কতটা অভিজ্ঞ লোকটা? ল্যারীর চাইতে নিশ্চয়ই ভাল হবে। অনেক বেশি সুখ দিতে পারবে ওকে। দ্বিতীয় চিন্তাটাই আটকে গেল মনে।

কিচেন থেকে ফিরে এল ওরা। কিছুই ঘটল না। টের পাচ্ছে সাণ্ড্রা, ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে ও। অদ্ভুত একটা সুড়-সুড়ির মত অনুভূতি দুই উরুর সন্ধিস্থলে। আর কতক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারবে ও? পাগল হবার দশা যে!

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় গ্লাসটাও ফুরিয়ে গেল। এবার উঠে দাঁড়াল মার্ক। 'বরফ নিয়ে আসছি আমি।'

যে মুহূর্তে কিচেনে গিয়ে ঢুকল মার্ক, ঝট করে উঠে দাঁড়াল সাণ্ড্রা। নিঃশব্দে ছুটে গিয়ে ঢুকল বেডরুমে। ইচ্ছে করেই দরজাটা খুলে রেখেছে। মার্ককে বেরুতে দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'এক মিনিট! আসছি আমি।' ইতিমধ্যেই নেশায় পেয়ে বসেছে লোকটাকে। চকচক করছে চোখের মণি। চোখ দুটো সামান্য লাল।

ঝটপট পোশাক পাল্টে ফেলল সাণ্ড্রা। একটা প্রায় স্বচ্ছ গোলাপী নাইটি গায়ে চাপাল। নীচে কালো প্যাণ্টিটা ছাড়া আর কিছু নেই। হঠাৎ করে

দেখলে মনে হবে নগ্ন! শরীরের প্রতিটি লোমকূপ যেন উদ্ভাসিত। পায়ে লাল টকটকে স্ট্রাপের হাই হিল।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল সান্ড্রা। ওকে দেখা মাত্র বিস্ফোরিত হয়ে উঠল মার্কের চোখ। গ্লাস থেকে ছলকে পড়ে গেল খানিকটা ওয়াইন।

'খুব গরম লাগছিল তাই বদলে ফেললাম পোশাক।' মৃদু হেসে বলল সান্ড্রা। ঝুঁকে টেবিল থেকে গ্লাসটা নিল ও। একটা বাটিতে করে বরফ নিয়ে এসেছে মার্ক। সামনে ঝোঁকার ফলে বুক যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ওর।

হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল মার্ক। তার পরেই নাইটির ভেতর হাত চালিয়ে দিয়ে চেপে ধরল সান্ড্রার ফর্সা বুক।

পাথর হয়ে গেল সান্ড্রা। পরক্ষণে ঝট করে সোজা হলো ও। কঠোর দৃষ্টি চোখে। যেন পারলে পুড়িয়ে ফেলত লোকটাকে।

হাসল মার্ক। 'এত ভণিতা করতে হবে না!' বলল ও, 'তুমি কি চাইছিলে এতক্ষণ বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমার।' সান্ড্রার কব্জি ধরে টানল ও। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। যেন পিষে ফেলবে পেলব শরীরটাকে। প্রথমটায় সামান্য বাধা দেবার চেষ্টা করল সান্ড্রা। কিন্তু একটু পরেই আত্মসপর্ণ করল নিজেকে। সত্যিই তো! এটাই তো চাইছিল ও। ওর নিতম্বে হাত রেখেছে মার্ক। টিপছে। অন্য হাতে ওর তলপেট ডলছে। ম্যাসেজ করে দেবার মত। কেঁপে উঠল সান্ড্রা।

এবার মুখ নামিয়ে আনল মার্ক। চুমু দেবে। কিন্তু মাথা সরিয়ে নিল সান্ড্রা। নরম গালের উপর উষ্ণ ঠোঁটের ছোঁয়া। গাল থেকে কানের উপর ঠোঁট নিল মার্ক। দুই ঠোঁটের মাঝে পুরে কানের লতি চুষছে লোকটা। জিভ দিয়ে চাটছে। আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে সান্ড্রা। মৃদু কাঁপছে ও। পুরুষ মানুষের শরীরে যে এমন আশ্চর্য মন্ত্র থাকতে পারে জানা ছিল না ওর। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে স্তনের বোঁটা। মুখ আরো নীচে নামাল মার্ক। নাইটির উপর দিয়েই চুমু খেল বোঁটার উপর। মুখে পুরে নিয়ে কামড় দিল আস্তে করে। গুঙিয়ে উঠল সান্ড্রা।

ঠিক তখনি ওকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল মার্ক। অবাক চোখে তাকাল সান্দ্রা। মুচকি হাসছে লোকটা। কিন্তু ততক্ষণে পাগল হয়ে উঠেছে সান্ড্রা। লোকটার ঐ নিষ্ঠুর ঠোঁট জোড়া নিজের ঠোঁটে পুরে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে ও। কাঁপা দুহাত বাড়িয়ে ধরল সান্দ্রা। লোকটা ওকে বুকে টেনে নিক। পিষে ফেলুক। কামড়ে রক্তাক্ত করুক। চরম সুখে রোমাঞ্চিত করুক। কিন্তু এ কি! এখনো আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে মার্ক।

পাঁচ

'কি হলো! এসো!' চেঁচিয়ে উঠল সাণ্ড্রা। একই সাথে রাগ আর কামনা ফুটে উঠেছে গলায়। বুঝতে পারছে,, এখন ওকে নিয়ে খেলছে মার্ক। চাইছে সে নিজে গিয়ে জড়িয়ে ধরুক ওকে। না, তা করবে না ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে। উচিত শিক্ষা হবে দুর্বিনীত পুরুষটার।

কিন্তু পারল না সাণ্ড্রা। নিজের অজান্তেই এক পা এগিয়ে গেল ও। মার্কের মাথা জড়িয়ে ধরল। টেনে নামিয়ে আনল। তৃষ্ণার্তের মত লোকটার ঠোঁট দু'টো নিজের ঠোঁটে পুরে ফেলল। প্রাণপণে চুষছে। জিভে জিভে খেলছে। কামড়াচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোন প্রতিক্রিয়া নেই মার্কের!

কয়েকটা অবাক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর সাড়া দিল মার্ক। গভীর চুমু দিল ও। সাণ্ড্রার নরম, মিষ্টি ঠোঁট দু'টোয় চেপে বসল ওর ঠোঁট।

আরো নীচে নামাল মাথা। থুতনীর উপর স্থির হলো। তারপর গলা বেয়ে চুমু দিতে দিতে নীচে নেমে যাচ্ছে। কণ্ঠার হাড়ের উপর ঠোঁট ছোঁয়াল। সেখান থেকে আরেকটু নীচে। দুই ভরাট স্তনের মাঝের খাদে। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস টানল ও। একই সাথে মিষ্টি এবং পাশবিক একটা ঘামের গন্ধ নাকে এল। কামাতুর মেয়েদের গা থেকে বের হয় এই গন্ধ। পাগল করে তোলে পুরুষদের। বুক ভরে তা শুঁকল মার্ক।

দু'টো ফিতে দিয়ে কাঁধের সাথে বাঁধা আছে স্বচ্ছ নাইটিটা। দু' আঙ্গুল দিয়ে ফিতা ধরে টান দিল মার্ক। খসে গেল ফস্কা গেরো। মসৃণ কাঁধ বেয়ে মাটিতে পড়ে গেল নাইটিটা। পরণের প্যান্টি ছাড়া সম্পূর্ণ উদোম সাণ্ড্রা। নগ্ন ভেনাস! দু'চোখ ভরে সেই সুধা পান করছে মার্ক।

ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে নীচু হচ্ছে মার্ক। বুকের খাঁচার উপর দিয়ে ঠোঁট যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বুকটাই যেন মুখে পুরে ফেলবে ও। লাল করে তুলেছে কামড়ে। জিভ দিয়ে লালাসিক্ত করে তুলছে। আরো নীচে এগোল মার্ক।

মসৃণ পেট, নাভী। নাভীর গভীরে জিভ পুরে দিল ও। শব্দ করে চুমু খেল। মসৃণ তলপেটে গাল ছোঁয়াল।

অদ্ভুত আনন্দে শিহরিত হচ্ছে সাণ্ড্রা। দু'হাত দিয়ে মার্কের মাথা চেপে ধরল দুই উরুর মাঝে। কেমন যেন একটা পাগল করা গন্ধ! দ্রুত নাক ঘষতে শুরু করল ও।

'আরো জোরে!' কঁকিয়ে উঠল সাণ্ড্রা। ওর দু' ফর্সা উরু আঁকড়ে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে মার্ক। লোকটা এখন ওর হাতের মুঠোয়। ওর দাস! কথাটা চিন্তা করে পুলক বোধ করল সাণ্ড্রা। এখন থেকে ওর কথা মত চলবে মার্ক। ও যা বলবে তাতেই রাজী হয়ে যাবে বাধ্য ছেলের মত।

ঠিক তখনি উঠে দাঁড়াল মার্ক। লোকটার চোখে আবারো সেই শীতল দৃষ্টি। কেমন যেন দূরের নক্ষত্রের মত।

'পছন্দ হয়েছে?' গা ঝাঁকিয়ে ভারী বুকজোড়া দুলিয়ে দিল সাণ্ড্রা। 'প্যান্ট খুলে ফেল। দেখে নাও জিনিস ঠিক আছে কি না!'মার্কের উত্তেজিত পৌরুষে হাত ছোঁয়াল ও। 'উহ্! এখনি খুলে ফেল প্যান্ট। নাহলে জিনিসটা ভেঙ্গে যাবে! যা অবস্থা!' খিল খিল করে হেসে উঠল ও।

'অপূর্ব! সত্যিই তুমি অপূর্ব।' সাণ্ড্রার কোমরে হাত রাখল মার্ক।

'এখনি সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক না। আসল কাজে কেমন সেটা আগে দেখে নাও।' খপ করে লোকটার হাত চেপে ধরল ও। বেডরুমের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ঠিক যেভাবে শিকার টেনে নিয়ে যায় বাঘিনী।

হঠাৎ ঝাড়া মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল মার্ক।

'না!' দৃঢ় গলায় বলল ও, 'ভেড়া পেয়েছ নাকি আমাকে! হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে?'

পরক্ষণে এক ঝটকায় সাণ্ড্রাকে কোলে তুলে নিল ও। নরম, উষ্ণ, তুলতুলে দেহটা। খিলখিল করে হাসছে সাণ্ড্রা। পা ছুঁড়ছে ছেলেমানুষের মত। গরিলার মত দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বেডরুমে ঢুকল মার্ক। বিছানার উপর আছড়ে ফেলল।

এবার দ্রুত হাতে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল মার্ক। ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোনায়। প্যান্টের বেল্টে হাত দিল ও। চেন খুলে নামিয়ে দিল নীচে। খিলখিল করে হেসে উঠল সাণ্ড্রা। আণ্ডারওয়্যারের আবরণীতে আটকা পড়ে ফুঁসছে যেন সিংহ। কনুইয়ের উপর উঁচু হয়ে একটানে জাঙ্গিয়াটা খুলে দিল ও। সাথে সাথে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল মার্কের বিশাল জিনিসটা।

'মাই গড! এ যে রীতিমত মুগুর দেখছি!' আঁতকে ওঠার ভান করল সাণ্ড্রা।

'মুগুর নয়। ঘুম ভাঙা পশুরাজ সিংহ।' হাসল মার্ক। সাণ্ড্রার পায়ের কাছে বসল। কোলে তুলে নিল জুতোসুদ্ধ ফর্সা পা' দু'টো। খুলে ফেলল হাই হিল। চুমু খেল ওর পায়ের আঙ্গুলে। মসৃণ পায়ের উপর দিয়ে চুমু খেতে খেতে উপরে উঠছে ও। মুখ ডোবাল উরুতে। সেখান থেকে দুই উরুর সন্ধিস্থলে। কালো প্যান্টিটার দু'পাশে আঙ্গুল আটকিয়ে টান দিল ও। সরাৎ করে নেমে এল নীচে।

দম আটকে গেছে যেন মার্কের। ওর চোখের সামনে উদ্ভাসিত সেই গোপন, গহীন, জায়গাটা। দু'পা ফাঁক করল সাণ্ড্রা! মুখ নামিয়ে ওখানে চুমু খেল মার্ক।

'আর পারছি না! তাড়াতাড়ি করো!' অসহ্য সুখে গুঙিয়ে উঠল সাণ্ড্রা। দু'হাতের তালু দিয়ে সে আদর করছে মার্কের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা সিংহকে।

'এবার ওর শরীরে ওপর উঠে এল মার্ক। মার্ক সামান্য উঁচু করল নিতম্ব। ওর উত্তেজিত সিংহ খুঁজছে গুহা। চট করে হাত দিয়ে ধরে ওটাকে গুহামুখে সেট করল সাণ্ড্রা। পরক্ষণে উপরের দিকে ঝট করে তুলল নিম্নাঙ্গ। একটা টর্পেডো যেন ঢুকে গেল ভেতরে। প্রথমটায় সামান্য একটা ব্যথা। দম আটকে আসল ওর। পরক্ষণে সুখের বন্যা বয়ে গেল শরীরের মধ্যে দিয়ে। দ্রুত ওঠা নামা করছে মার্কের নিতম্ব। একই সাথে সাণ্ড্রার ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে ও।

শব্দ করে গোঙাচ্ছে সাণ্ড্রা। আনন্দে হিস্টিরিয়া রোগীর মত চিৎকার করছে। দু'পা দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে মার্কের কোমর। হাত দিয়ে কাঁধ ধরে তীব্র আকর্ষণ করছে। ক্রমেই যেন পশু হয়ে উঠল মার্ক। ষাঁড়ের শক্তিতে সঙ্গম করছে সে। যেন ওর শরীরের নীচে পিষে ফেলতে চাইছে মেয়েটাকে। যেন বড় কোন অন্যায়ের জন্য শাস্তি হচ্ছে সাণ্ড্রার। ঠিক একই তীব্রতায় সাড়া দিচ্ছে সাণ্ড্রা। এমন সুখ বহুদিন পায়নি সে।

হঠাৎ করে টের পেল সাণ্ড্রা। লাভা উদ্‌গীরনের সময় হয়ে এসেছে। শরীর কাঁপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবে এখুনি। অর্গাজমের চরমে পৌঁছে গেছে সে। এখন আর কিছুতেই দীর্ঘায়িত করা যাবে না। পাগলের মত নখ বসিয়ে দিল মার্কের বাহুতে। থর থর করে কাঁপছে ও।

'তাড়াতাড়ি করো! হয়ে যাচ্ছে আমার। জলদি!' সাথে সাথে যেন স্পীড বাড়ল গাড়ির। প্রচণ্ড জোরে জোরে নিতম্ব ওঠাচ্ছে নামাচ্ছে মার্ক।

তারপরেই যেন প্লাবন ঘটিয়ে বেরিয়ে এল লাভা স্রোত। কেঁপে কেঁপে উঠল দুটো নগ্ন শরীর। ভেসে গেল সাণ্ড্রা। চোখ বুজে সুখ নিচ্ছে ও। তৃপ্ত আজ সে।

'ফ্যান্টাসটিক!' চোখ বুজে বিড়বিড় করে বলল ও। স্বাভাবিক হয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাস। মার্কের গালে আঙ্গুল বোলাচ্ছে।

সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়েছে সাণ্ড্রা। শরীরের বিন্দুমাত্র শক্তিও অবশিষ্ট নেই। ক্লান্ত দেহ। চোখ বুজে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। ঘামে চকচক করছে নাকের ডগা। দু'হাত মাথার পেছনে। বগলেও ঘাম।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে তাকাল। চাইছে ওকে এখন আদরে আদরে ভরিয়ে দিক মার্ক। ওর অবশ মাংসপেশীগুলোকে আরাম দিক। 'অদ্ভুত ক্ষমতা তোমার।' তৃপ্ত গলায় বলল সাণ্ড্রা। 'এমন সুখ জীবনে পাইনি।'

প্রশংসায় গলল না মার্ক। তৃপ্তি দিয়েই অভ্যাস ওর। 'ধন্যবাদ।' মৃদু গলায় বলল। নিরাশ হলো সাণ্ড্রা। এত কিছুর পরেও এতটা শীতল ব্যবহার করবে মার্ক, আশা করেনি সে। অন্তত কিছুটা হলেও নরম হবার কথা। 'তোমাকে পেলে ল্যারীকে ভুলে যেতে রাজী আছি আমি।' খুব নীচু গলায় বলল সাণ্ড্রা। গাঢ় কণ্ঠস্বর।

বেশ কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইল মার্ক। শেষটায় সন্দেহ হলো, হয়তো কথাটা শুনতেই পায়নি সে। কিংবা ঠিক বুঝতে পারেনি কথার অর্থ। দ্বিতীয়বার একই কথা বলতে যাবে সাণ্ড্রা। ঠিক তখনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল লোকটা। 'কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

কথাটা হজম করতে সময় লাগল সাণ্ড্রার।

'বাচ্চা ছেলে ল্যারী,' কঠিন শোনাল মার্কের গলা। 'জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই ওর। ভাল এবং খারাপের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছে না সে।'

যেন জ্বলে উঠল সাণ্ড্রার চোখ। কিন্তু পাত্তা দিল না মার্ক। আপন মনে বলে চলেছে ও। 'তুমি একটা নষ্টা মেয়ে। সেই ধরনের মেয়ে, যাদের সাথে বিছানায় যাওয়া কোন ব্যাপারই না। আজকেই তোমার সাথে পরিচয় আমার। আজকেই বিছানায় গেলাম! মোট ক'জন পুরুষের সাথে বিছানায় গেছ তুমি?'

যথা সম্ভব গলার স্বর শান্ত রাখছে সাণ্ড্রা। 'দুডজন হবে।'

'একটা গুণ আছে তোমার। মিথ্যে কথা বল না!'

আশ্চর্য! এবারেও রাগে ফেটে পড়ল না সাণ্ড্রা। আশ্চর্য রকম শান্ত রেখেছে নিজেকে। 'একটা জিনিস বুঝতে পারছি আমি। ইচ্ছে করেই বিছানায় শুয়েছ আমার সাথে। নিজের কাছেই একটা ব্যাপার প্রমাণ করার জন্যে। তাই না?'

'হ্যাঁ। এবং আমার অনুমান সঠিক।'

হেসে উঠল সাণ্ড্রা। 'বুদ্ধু! ভেবেছ তোমার প্ল্যান আমি বুঝতে পারিনি?'

'কি প্ল্যান?' অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'এখান থেকে ফিরে গিয়েই সব খুলে বলবে ল্যারীকে। বলবে আমি কতটা বাজে চরিত্রের। কিভাবে যারতার সাথে বিছানায় যাই। যে কোন পুরুষ আমাকে নিয়ে যেতে পারে বিছানায়। এমনকি তুমিও নিয়েছ।'

আবারো হেসে উঠল সাণ্ড্রা। 'তুমি কি বলবে ওকে, সেটাও বলে দিতে পারি এখনি। ল্যারী, একটা বাজে মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ তুমি। বোকা ছেলে!'

এবার ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে মেয়েটা। 'তবে যা খুশি বলতে পার, থোড়াই কেয়ার করি আমি। ল্যারী হয়তো ছুটে এসে জিজ্ঞেস করবে তোমার কথা সত্যি কিনা। সাথে সাথে সব অস্বীকার করে বসব আমি। বলব আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য তুমি মিথ্যে লাগিয়েছ ওর কাছে। আসলে সত্যিই ওকে ভালবাসি আমি। কি? কার কথা বিশ্বাস করবে ল্যারী?' ভুরু নাচাল ও।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে সাণ্ড্রার। নিজেকে খুব চালাক ভেবেছিল মার্ক। ভেবেছিল এবার আচ্ছা গেরোয় ফেলা যাবে সাণ্ড্রা ট্রিমেনকে। কিন্তু উল্টো নিজেই এখন কেমন বোকা বনে গেল! লোকটার জন্য দুঃখ হচ্ছে ওর।

'তবে একটা প্রস্তাব আছে আমার,' হাসি থামিয়ে বলল সাণ্ড্রা, 'তুমি যদি আমার সাথে প্যারিসে যাও, তাহলে ল্যারীর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারি।'

'প্যারিস দূরে থাক! তোমার সাথে এ্যাপার্টমেন্টের নিচে পর্যন্ত যেতে ইচ্ছুক নেই আমি! চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মার্ক।

'বেশ!' তাহলে আমি কি করি তা নিয়ে মাথা ঘামাতে এসো না।' শান্ত গলায় বলল সাণ্ড্রা।

মার্কের অসহায়ত্ব উপভোগ করছে ও। ফাঁদে পড়ে গেছে লোকটা। 'তবুও শেষবারের মত চিন্তা করে দেখতে পার। হয় তুমি, নয়তো ল্যারী—একজনকে চাই আমার।'

অসুস্থ দেখাচ্ছে মার্ককে। ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। কার্পেটের উপর থেকে তুলে নিল প্যান্ট, শার্ট। পরতে শুরু করল। শুয়ে শুয়ে ওকে লক্ষ্য করছে সান্ড্রা।

'এখনও জবাব পাইনি আমার প্রশ্নের!'

'চোপ মাগী!' বিষাক্ত গলায় ফুঁসে উঠল মার্ক। অবাক হলো না সান্ড্রা। এর চাইতেও তীব্র প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল ও। 'আমি যা চাই তা পেতেই অভ্যস্ত।' খুব শান্ত গলায় বলল সে।

নিজেকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে মার্ক। স্বাভাবিক গলা ওর। 'আকাঙ্ক্ষারও একটা সীমা থাকা উচিত।'

কথাটা বলেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মার্ক। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল প্রচণ্ড বমি আসছে। ভোঁ ভোঁ করছে মাথার ভেতর।

একটা কথাই শুধু বার বার কানে বাজছে *'আমি যা চাই তা পেতেই অভ্যস্ত!'*

ছয়

লিফটে চেপে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের বাটন্ পুশ করল মার্ক। মৃদু গুঞ্জন তুলে নামতে শুরু করল এলিভেটর। মাথার ভেতর এখনও দপ দপ করছে ওর। একটু আগে মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। আরেকটু হলেই হয়তো হাত তুলে বসত সাণ্ড্রার গায়ে। ওর সমস্ত স্বত্বা চাইছিল ঐ পিশাচিনীটার সুন্দর মুখের উপর প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকাতে।

কিন্তু না! শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে ও। দ্রুত চলে এসেছে এ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে। মেয়েদের গায়ে হাত তোলা কাপুরুষদের কাজ। আসলে ওটা একটা বেশ্যা মাগী, কুত্তী। আরো অনেক কিছু বলেই সাণ্ড্রা ট্রিমেনকে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু তার পরেই ঠিক জুতসই শব্দটা খুঁজে পাচ্ছে না মার্ক।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে এসে থেমে গেল লিফট। দরজা খোলা মাত্র বাইরে পা রাখল মার্ক। বুক ভরে টেনে নিল রাতের শীতল বাতাস। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে যেন।

একটা সিগারেট ধরাল ও। আর ঠিক তখনি চোখের পর্দায় ভেসে উঠল সাণ্ড্রা ট্রিমেনের নিখুঁত ভরাট নগ্ন শরীরটা। যে শরীরের প্রতিটা লোমকূপ পর্যন্ত কামনায় অধীর।

মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। অদ্ভুত একটা গ্লানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ওকে। কেন এত সহজে মেয়েটার ফাঁদে ধরা দিল সে? তাহলে আর ল্যারীর দোষটা কোথায়? ওর তুলনায় ল্যারী তো নেহায়েত বাচ্চা ছেলে!

এই একটা ব্যাপারে বরাবরই জিতে যায় মেয়েরা, তিক্ত মনে স্বীকার করল মার্ক। মেয়েদের শরীরের কাছে পরাভূত ছেলেরা,যেমন হয়েছিল হেলেনের কাছে...এই একটা মোক্ষম হাতিয়ার রয়েছে মেয়েদের। অমোঘ বাণের মত বিদ্ধ করে পুরুষকে।

নিজের অজান্তেই একবার ওপর দিকে তাকাল মার্ক। সাণ্ড্রার এ্যাপার্টমেন্টে হাল্কা নীল আলো জ্বলছে। আবারো সেই কমনীয় দেহটার

কথা মনে পড়ে গেল ওর। হ্যাঁ, স্বীকার করতে লজ্জা নেই মার্কের-মেয়েটা সত্যিই সেক্সি। এমন অদ্ভুত কামাতুরা নারী জীবনে এই প্রথম দেখেছে সে। আর ফিগারটাও ছিল দুর্দান্ত! শরীরের প্রতিটা খাঁজ যেন ঈশ্বর নিজে হাতে তৈরি করেছে।

বিছানায় এলিয়ে থাকা ফর্সা শরীরটার কথা চিন্তা করে কাঁপ উঠল ওর ভেতর। উত্তেজিত হয়ে উঠছে আবার। ইচ্ছে হচ্ছে এখনি ফিরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাণ্ড্রা ট্রিমেনের উপর।

নিজেকে শাসন করল মার্ক। না, আর নয়। ঐ ডাইনীর জালে ধরা দেবে না সে। করুণ একটা হাসি ফুটল ঠোঁটে। অদ্ভুত অসহায় বোধ করছে সে। অথচ সাণ্ড্রার এ্যাপার্টমেন্টে যাবার আগে নিজেকে কতই না চালাক ঠাউরেছিল! হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছে সাণ্ড্রা। ইচ্ছে করেই ওর সাথে বিছানায় শুয়েছে মার্ক। ভেবেছিল তাহলেই জয় হবে ওর। সঙ্গম শেষে হুমকি দেবে সাণ্ড্রাকে। ল্যারীকে সে সব কথা বলে দেবে। কিন্তু কি আশ্চর্য চাতুর্যের সাথে সব কিছু পিছলে বেরিয়ে এল মেয়েটা!

মার্ক যদি সত্যিই ল্যারীকে গিয়ে আজকে সন্ধ্যার ঘটনা খুলে বলে তাহলে কাকে বিশ্বাস করবে ছেলেটা?

ওকে নাকি সাণ্ড্রা ট্রিমেনকে? সেটা কল্পনা করতে পারছে ও। নিঃস্পাপ, বড় বড় চোখ দু'টো মেলে তাকিয়ে আছে সাণ্ড্রা। চোখে টলমল পানি। অস্বীকার করছে মার্কের সব কথা। ব্যস, তাতেই চলবে। পৃথিবীর যে কোন প্রমাণ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে বোকা ছেলেটা। ঝাঁপিয়ে পড়বে মাগীটার বুকে।

আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল মার্ক। আগে থেকে সাণ্ড্রা ওকে ব্যাপারটা বলে দিয়ে ভালই করেছে। নয়তো একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতো ওকে।

সাণ্ড্রার ধূর্ততার গভীরতা বুঝতে পেরে শিউরে উঠল মার্ক। আর যদি সত্যিই ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করে ল্যারী, তাহলে কি ঘটবে? সারা জীবনের জন্য মার্কের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলবে সে। নিজের প্রেমিকার সাথে বিছানায় যায় যে ভাই তার সাথে সম্পর্ক রাখবে না ল্যারী।

অসহায় রাগে মুঠি পাকাল মার্ক। আবারো তাকাল সাণ্ড্রার এ্যাপার্টমেন্টের দিকে। 'ভেবো না, এত সহজেই জিতে যাবে তুমি! আমিও দেখে নেব শেষ পর্যন্ত।' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল ও। কিন্তু নিজের কথায় নিজেই আস্থা পাচ্ছে না সে।

ঘড়ি দেখল মার্ক। অবাক হলো ভেবেছিল অনেক রাত হয়েছে বুঝি। কিন্তু তা নয়। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে থাকে ল্যারী। স্টুডেন্টস হোস্টেলে। ল্যারীর রুমেই উঠেছে মার্ক। এখনো নিশ্চই জেগে আছে ছেলেটা। হয়তো টিভি দেখছে। সেজন্যই ঠিক এখনি হোস্টেলে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না মার্কের। ল্যারীর মুখোমুখি হতে চায় না সে। এতক্ষণ ও কোথায় ছিল তা নিশ্চই জানতে চাইবে ল্যারী। মিথ্যে বলতে হবে ওকে। এবং সে যে মিথ্যে বলছে এটা বুঝতে অসুবিধা হবে না ছেলেটার।

অসহায় ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকাল মার্ক। ঐ বদমাইশ, বেহায়া মেয়েটার জন্য আজ এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যাতে করে ছোট ভাইয়ের মুখোমুখি হতে পারছে না ও।

কিন্তু এখন তাহলে কি করবে ও? দ্রুত মনস্থির করে ফেলল মার্ক। আরো কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে তারপর ফিরবে ও। ততক্ষণে নিশ্চই ঘুমিয়ে পড়বে ল্যারী। অবশ্য তাতে করেই প্রশ্নটা এড়ানো যাবে না। পরদিন সকালে নিশ্চয়ই জানতে চাইবে ল্যারী গতরাতে কোথায় ছিল ও। ততক্ষণে স্নায়ু অনেকটা সচল হয়ে উঠবে, মিথ্যে বললেও ধরতে পারবে না তার ভাই।

রাস্তার ওপাশেই একটা রেঁস্তোরা। লাল নিওন সাইনে নামটা জ্বলছে নিভছে। ওদিকেই পা বাড়াল মার্ক!

দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই রেঁস্তোরার সেই চিরাচরিত গন্ধ নাকে ঠেকল ওর! খুব একটা ভিড় নেই। অর্ধেকই ফাঁকা। বারের কাছে একটা টুলে উঠে বসল ও।

ওকে দেখে এগিয়ে এল বারটেণ্ডার। 'কি দেব?' নিস্পৃহ গলায় জানতে চাইল লোকটা।

হুইস্কির অর্ডার দিল মার্ক। আচ্ছা করে বরফ ঠেসে চুমুক দিল গ্লাসে। বার কাউন্টারের পেছনের দেয়ালে বড় আয়না। চোখ পড়তেই দেখতে পেল মার্ক ওর পেছনের টুলে বসে আছে একটা মেয়ে। বিশ, বাইশের বেশি হবে না বয়স। সোনালি চুল। যেন অপেক্ষা করছিল কখন মার্ক তাকাবে আয়নায়। ইঙ্গিতময় হাসি ফুটল তার অধরে।

মুখের মাংসপেশীতে ঢিল পড়ল মার্কের। একটু আগের টেনশন যেন কমল একটু। মেয়েটার হাসির জবাবে সামান্য হাসার চেষ্টা করল। এই সব বার মেয়ে বাগানোর শ্রেষ্ঠ জায়গা। একই ভাবে মেয়েরাও ভিড় করে।

সুযোগ পেলেই বড়শীতে গেঁথে ফেলে মক্কেল। সঙ্গদানের বিনিময়ে কি চাইবে মেয়েটা? ফ্রি ড্রিঙ্কস? নাকি ডিনার? নাকি পুরোপুরি বেশ্যা। যাকে বলে স্ট্রিট গার্ল। সোজা বিছানায় গিয়ে উঠবে। বিনিময়ে হয়তো পঞ্চাশটা ডলার চার্জ করবে। যা-ই হোক না কেন, কোন আগ্রহ বোধ করছে না মার্ক। মুখ ফিরিয়ে নিল ও। তবে আড়চোখে মাঝে মধ্যে দেখছে আয়নায়।

মেয়েটা যেন নাছোড়বান্দা। দোকানের সেলসওম্যান হলে ভাল করতে পারত। মার্কের অবজ্ঞা গায়েই মাখল না। এখনও মুখের হাসিটা ধরে রেখেছে।

এবার মেয়েটার শরীরের দিকে নজর দিল মার্ক। স্বাস্থ্যবতী বলা চলে। বেশ বড় বড় বক্ষ সম্পদ। চওড়া নিতম্ব। একটু মোটার দিকে। কোমরে সামান্য মেদ জমেছে। লাল টকটকে একটা ফ্রক পরনে। এঁটে বসেছে গায়ে। সম্ভবত ব্রা পরেনি। স্তনের বোঁটার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পোশাকটার গলা খুব বড় করে কাটা । সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে থাকায় বুকের অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। পায়ের উপর পা তুলে রেখেছে মেয়েটা। মসৃণ ফর্সা পায়ের উপর দৃষ্টি বুলাল মার্ক।

পুরুষদের পাগল করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট মেয়েটা। ইশারা পেলেই যে কোন লোক ছুটে যাবে। অন্য সময় হলে মার্কও পাগল হত। সঙ্গ দিত মেয়েটাকে। তারপর বিছানায় যেত। কিন্তু এই মুহূর্তে সেরকম কোন ইচ্ছেই জাগছে না ওর ভেতর। এখনও সান্ড্রা ট্রিমেনের সাথে মিলনের অনুভূতি সতেজ হয়ে আছে ওর মধ্যে। এখন আর অন্য মেয়ের কথা চিন্তা করতে পারছে না ও।

পা বদল করল মেয়েটা। সাথে সাথে ড্রেসটা উঠে গেল অনেকখানি। আদুল হয়ে পড়েছে ফর্সা, মাংসল উরু। ঢাকার কোন চেষ্টাই করছে না মেয়েটা। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে উরুর দিকে তাকিয়ে আছে মার্ক। কোন প্রতিক্রিয়া নেই ওর মধ্যে। এখনো ম্লান হয়নি মেয়েটার মুখের হাসি। কিন্তু একটু আগের সেই উত্তাপ তাতে নেই। কেমন যেন কৃত্রিম ভাব চলে এসেছে। সম্ভবত এই প্রথম কোন পুরুষ প্রত্যাখ্যান করল তাকে। এবং তাতে বেশ অবাকও হয়েছে।

শিক্ষা হওয়া উচিত ওর, মনে মনে বলল মার্ক, সব পুরুষ এক নয়। তবে মেয়েটার জন্য দুঃখ হচ্ছে না। যথেষ্ঠ সুন্দরী সে। শরীরটাও সেক্সি। নতুন কাস্টোমার পেয়ে যাবে। রাতটা নষ্ট হবে না।

প্রথম ড্রিঙ্কটা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নতুন আরেকটার অর্ডার দিল মার্ক। কাপড়ের খস খস শব্দ শুনল। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। কিন্তু মাথা ফেরাল না মার্ক। যেন কিছু টের পায়নি। তবে না দেখেও বলে দিতে পারে ওর পাশের টুলে এখন বসে আছে স্বর্ণকেশী।

'কি ব্যাপার? ভয় পেয়েছ বুঝি?' ফ্যাসফ্যাসে সেক্সি গলায় বলল মেয়েটা, 'বাঘ ভালুক তো আর নই। না হয় একটু মজাই লুটবো এর বেশি কিছু না।'

না তাকিয়ে উত্তর দিল মার্ক। 'সব মেয়েই বাঘিনী। সুযোগ পেলেই ঘাড় মটকায়।'

শব্দ করে হাসল সুন্দরী। এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মার্ক। কাছ থেকে এই প্রথম দেখছে মেয়েটাকে। খুব কড়া মেকাপ নিয়েছে। ঠোঁটে বেগুনী লিপস্টিক। চোখের নীচে বেগুনী মাশকারা। আসলে মেকাপের আড়ালে বয়স লুকানোর চেষ্টা।

'নিশ্চই কোন মেয়ে মনে ব্যথা দিয়েছে তোমার?' বলল স্বর্ণকেশী, 'সেজন্যই এত মন খারাপ। ডোণ্ট বি সিলি ডার্লিং। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়, জান না? মেয়েদের শায়েস্তা করতে হলে আরেকটা মেয়েকে দিয়েই সম্ভব।'

ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল মার্ক। বড় বড় চোখ করে স্বর্ণকেশীর দিকে তাকিয়ে আছে ও। এই মুহূর্তে একটা দারুণ কথা শোনাল মেয়েটা। সাণ্ড্রা ট্রিমেনকে কিভাবে শায়েস্তা করা যাবে তা ভেবে ভেবে পাগল হবার জোগাড় হয়েছিল ওর। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। এই মুহূর্তে একটা নতুন পথ বাতলে দিল এই মেয়েটা। সাণ্ড্রাকে শিক্ষা দিতে হলে আরেকটা মেয়ের বুদ্ধি প্রয়োজন ওর। আর সেই মেয়ে যদি সাণ্ড্রার পরিচিত হয় তাহলে আরও ভাল।

লিণ্ডা উইলিয়ামস! আপনা থেকেই নামটা ভেসে উঠল মনের মধ্যে! সাণ্ড্রার সেক্রেটারী লিণ্ডা। তারমানে সেই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে চিনবে সাণ্ড্রাকে। আরেকটা ব্যাপার। লিণ্ডার সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছে মার্ক, বসকে খুব একটা পছন্দ করে না মেয়েটা।

খুশিতে লাফিয়ে উঠল মার্ক। এখনি ফোন করবে লিণ্ডাকে। কিন্তু তখুনি মনে পড়ে গেল রাত অনেক হয়েছে। এসময় কাউকে ফোন করাটা অভদ্রতা।

সাত

সকালে ঘুম ভেঙে দেখে ওর আগেই উঠে পড়েছে ল্যারী। বেশ মনমরা দেখাচ্ছে ছেলেটাকে। নিশ্চই সাণ্ড্রার চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। যত দ্রুত সম্ভব ঐ ডাইনীটার হাত থেকে বাঁচাতেই হবে ছেলেটাকে।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসল ওরা। কিছুই মুখে দিচ্ছে না ল্যারী। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আসলে শরীরের দিক দিয়েই শুধু বেড়ে উঠেছে ছেলেটা। মানসিক গড়ন আসেনি। জীবনকে জানতে শেখেনি।

কিন্তু মার্কের ক্ষিদে নেই। ল্যারীর প্রভাব সংক্রামিত হয়েছে ওর মধ্যে। কিংবা খাবারটাই হয়তো বিশ্রী। মুখে রোচে না। প্লেট সরিয়ে রাখল ও।

হঠাৎ করে সামনে এগিয়ে এল ল্যারী। নীচু গলায় বলল, 'ঐ যে ঐ ছেলেটাকে দেখেছ? এদিকেই আসছে। পাত্তা দিও না ওকে। মহা হারামী ও। সারাক্ষণ লেগে থাকে আমার পেছনে। টিটকারী করবে।'

আড়চোখে তাকাল মার্ক। দৈত্যের মত শরীর ছেলেটার। সাড়ে ছ'ফুটের উপরে হবে লম্বায়। চওড়া কাঁধ। শক্তিশালী পেশীবহুল হাত দুটো শরীরের পাশে অলস ভঙ্গিতে ঝুলছে। মোটা মোটা পা। কম করে হলেও দু'শো সত্তর পাউণ্ড ওজন হবে। চেহারায় একটা ড্যাম কেয়ার ভাব। এদিকেই আসছে। মুখে শয়তানী হাসি।

'আরে! ল্যারী দেখছি!' গমগমে গলায় বলল দৈত্যটা, 'সাত সকালেই দেখা হয়ে গেল। ভাল তো?'

'ধ্যাত! হারামীটা আমার ক্ষিদেটাই নষ্ট করে দিল।' বিড়বিড় করে বলল ল্যারী। মাথা তুলে তাকাল ছেলেটার দিকে। যেন এই মাত্র ওর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হলো। এতক্ষণ দেখেনি! 'হ্যালো মাইক!'

পাশে এসে দাঁড়াল মাইক। জোরসে চাপড় মারল ল্যারীর কাঁধে। মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠল ল্যারীর চোয়ালের মাংসপেশী। বোঝাই যায় ওরা দু'জন দু'জনকে সহ্য করতে পারে না। কাঁধ ঝাঁকাল মার্ক। ভার্সিটির

ছেলেরা একটু আধটু উগ্র হয়েই থাকে। খুব সহজেই তারা নিজেদের পছন্দ অপছন্দ প্রকাশ করতে পারে।

মার্কের দিকে তাকাল দৈত্য। 'নিশ্চয়ই ল্যারীর বড় ভাই তুমি,' বলল ও, 'তোমার সম্পর্কে অজস্র গল্প শুনতে শুনতে কাচ পচে যাবার যোগাড় আমাদের। তবুও জোর করে শোনাবেই ল্যারী।' হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা, 'যাক, এই সুযোগে পরিচিত হওয়া গেল। আমার নাম মাইক কেলি।'

একমাথা এলোমেলো কালোচুল ছেলেটার। নিষ্ঠুর চেহারা। কথাবার্তার ধরনে গা জ্বলে যায়। কেমন একটা হামবড়া ভাব। যেন পৃথিবীর সব কিছুই ওর কাছে তুচ্ছ। ছেলেটাকে পছন্দ হয়নি মার্কের।

তবুও ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়াল ও। বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ!'

মাইক কেলির বিশাল থাবায় মার্কের হাত, অসুরের শক্তিতে চাপ দিচ্ছে। এধরনের লোকদের সাথে আগেও হ্যাণ্ডশেক করেছে মার্ক। অদ্ভুত এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগে এরা। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য হ্যাণ্ডশেকের সময় ইচ্ছে করেই প্রাণপণ চাপ দেয়। যাতে ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে অপরজন। কিন্তু কেলিকে সেই সুযোগটা দিল না মার্ক। পাল্টা চাপ দিল ও। ওর শক্তির বহর টের পেয়ে বোকা বনে গেল কেলি।

আনন্দে হেসে উঠল ল্যারী। 'কি হলো, মাইক? শক্তিতে কুলোচ্ছে না বুঝি? নাকি রগে টান ধরেছে? তুমি নিজেই তো গর্ব করে বেড়াতে এক ঘুসিতে থ্যাবড়া করে দিতে পার নিলিদের। আমি নিজেও তোমাকে বলতে শুনেছি।'

হঠাৎ করেই মার্কের হাত ছেড়ে দিল কেলি। ঘন ঘন শ্বাস টানছে ও। রাগে টকটকে লাল মুখ। 'ইচ্ছে করলেই চিড়ে চ্যাপ্টা করে দিতে পারি তোমাকে। থ্যাবড়া করে দিতে পারি মুখ। বাজী লাগতে পার।'

দেখে মনে হচ্ছে সামান্যতম ছুঁতো পেলেই এখন ঝাঁপিয়ে পড়বে মাইক। সতর্ক হয়ে গেল মার্ক। সত্যিই বলছে ছেলেটা। ওর মত দৈত্যের সাথে লাগতে যাওয়াটা বোকামী। সুতরাং চুপ করে রইল ও।

উত্তর না পেয়ে রাগ কিছুটা কমে এল কেলির। 'তবে তার চাইতেও বড় কথা ভীতুদের সাথে লাগতে চাই না আমি।' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না। ঝট করে ঘুরে গটগট করে চলে গেল।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মার্ক! ধীরে ধীরে বসে পড়ল চেয়ারে।

'কি ব্যাপার? তোদের দুজনের কেউ কাউকে দু'চোখে দেখতে পারিস না মনে হলো।'

শ্রাগ করল ল্যারী। 'গত বছর থেকে আমার পেছনে লেগেছে ও। ব্যাপারটা শুরু হয় একটা মেয়েকে নিয়ে। কেলির গার্লফ্রেণ্ড ছিল স্যালি। আমার সাথেও ভাল সম্পর্ক ছিল মেয়েটার। তবে বন্ধুত্বের বাইরে অন্য কিছু নয়। কেলির ছেলেমানুষী আচরণে বিরক্ত হয়ে সম্পর্ক ছেদ করে স্যালি। কিন্তু কেলির ধারণা আমিই নাকি পটিয়ে নিয়েছি মেয়েটাকে। হাজার বুঝিয়েও ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢোকাতে পারিনি। তার উপর এবারের বাস্কেটবল খেলায় আমার টিম কেলির টিমকে হারিয়ে দিয়েছে। ব্যস, সেই থেকে ওর এক নম্বর শত্রু আমি।'

'এ ধরনের মাথামোটাদের সাথে সম্পর্ক না থাকাই ভাল।' গম্ভীর গলায় বলল মার্ক।

'হুঁ। কিন্তু আমি কথা না বললে কি হবে! সুযোগ পেলেই গায়ে পড়ে লাগতে আসে। আমি অবশ্য কখনো পাত্তা দিইনি। জানি সামান্য সুযোগ পেলেই মারামারি বাঁধিয়ে বসবে গর্দভটা।'

'ঠিকই বলেছিস। ওর সাথে শক্তিতে পারবি না তুই। অযথা ঝামেলাতে না যাওয়াই ভাল।'

'একদিন না একদিন ঝামেলা হবেই। যতই এড়াতে চাই না কেন আমি। তবে এও ঠিক, যতটা ভাবছে অত সহজে পার পাবে না কেলি। ইদানীং জিমনেসিয়ামে বক্সিং প্র্যাকটিস করছি আমি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ল্যারী। টেবিলের উপর থেকে তুলে নিল বইপত্রগুলো। 'যেতে হবে আমাকে। ক্লাশ আছে।'

ঠিক আছে যা।' মাথা দোলাল মার্ক। দেখেই বোঝা যায় পড়ালেখায় এখন আর তেমন মনোযোগ নেই ছেলেটার। সারাক্ষণ সাণ্ড্রা ট্রিমেনের চিন্তায় মশগুল। নিশ্চয়ই ক্লাশও ফাঁকি দেয় মাঝে মধ্যেই। সামনের পরীক্ষায় ল্যারীর রেজাল্ট যে কি হবে তা ভালই বুঝতে পারছে মার্ক। আর এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে হয়তো ফেল করবে ফাইনালে। কলেজ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। সেখানেই লেখাপড়ার সমাপ্তি।

চিন্তাটা বিচলিত করে তুলল ওকে। নিজে ডিগ্রী নিতে পারেনি মার্ক। অল্প বয়স থেকেই রুজির ধান্দা করতে হয়েছে। সেজন্যই ইচ্ছে ছোট

ভাইটাকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবে। কিন্তু ওর স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ করে দিচ্ছে ল্যারী।

অসহায় বোধটা আবার ফিরে এল মার্কের মধ্যে। জটিল একটা সমস্যায় পড়েছে ও। নিজের খামারের কোন সমস্যা হলে চিন্তা ছিল না। সেই যে, যেবার খরা হলো, নষ্ট হয়ে গেল কয়েকশ' একর ক্ষেতের তুলা। কিংবা যেবার বেতন বাড়ানোর দাবিতে ধর্মঘট করল শ্রমিকরা। এসব সমস্যা দক্ষ হাতে সমাধান করেছে ও। কিন্তু যেখানে মেয়েমানুষ জড়িত সেখানে কি করবে?

ঘড়ির দিকে তাকাল। লিণ্ডাকে ফোন করতে হবে। কিন্তু এখনও অফিসের সময় হয়নি। আরো আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। ফ্যাসান কোম্পানীর অফিস নিশ্চয়ই এত সকালে খুলবে না।

পরবর্তী আধা ঘণ্টায় বোধহয় বার পাঁচেক ঘড়ি দেখল মার্ক। নিজের অস্থিরতায় নিজেই অবাক হচ্ছে ও। লিণ্ডার সাথে কথা বলার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। চোখের সামনে লিণ্ডার শরীরটা ভেসে উঠল। চমৎকার ভরাট শরীর। পুরুষকে উত্তেজিত করার মত সব গুণই আছে মেয়েটার ভেতর। কিন্তু তারপরেও সাণ্ড্রা ট্রিমেনের সাথে অনেক ফারাক। সাণ্ড্রাকে দেখলে প্রথমেই নোংরা চিন্তা মাথায় আসে। লিণ্ডাকে দেখে তা হয় না। কাঁধ ঝাঁকাল মার্ক। এসব কি আবোল তাবোল ভাবছে ও। লিণ্ডার কাছে বিশেষ কাজে যাবে ও। ওকে সাহায্য করবে কিনা মেয়েটা তা জানতে। অন্য কিছু নয়।

শেষটার চেয়ার ছাড়ল ও। টেলিফোন বুথে গিয়ে ঢুকল। পকেট থেকে নোট বই বের করে নম্বরটা দেখে নিল। ডায়াল ঘুরিয়ে শুনল ওপাশে রিং হচ্ছে। হঠাৎ করেই চিন্তাটা এল মাথায়। কি বলে সম্বোধন করবে মেয়েটাকে? মিস লিণ্ডা? নাকি শুধু লিণ্ডা? কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারল না ও। তার আগেই ওপাশে রিসিভার তুলল কেউ। লম্বা করে দম নিল মার্ক। পানিতে ঝাঁপ দেবার পর কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় তা চিন্তা করে লাভ নেই।

'ম্যাডাম ট্রিমেনস ফ্যাশনস,' মেয়েটার মিষ্টি গলা।

'কে, লিণ্ডা?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটার গলার বিব্রত ভাবটুকু বুঝতে পারছে মার্ক। আসলে ওর গলা চিনতে পারেনি লিণ্ডা। কে ফোন করেছে চিন্তা করছে নিশ্চয়ই।

'আমি মার্ক নিলি।' চট করে নিজের পরিচয়টা দিয়ে ফেলল ও, 'গতকাল তোমাদের অফিসে গিয়েছিলাম।'

‘ও, হ্যাঁ চিনেছি।’

‘একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য দরকার। আজ রাতে ডিনার খেতে পারি আমরা?’ অনিশ্চিত গলায় বলল মার্ক।

‘কি সাহায্য দরকার?’ হঠাৎ করেই অসম্ভব শীতল হয়ে গেছে লিণ্ডার গলা, ‘আপনার কোন কাজ উদ্ধার করে দিতে হবে? নাকি বিল পান মিস ট্রিমেনের কাছে?’

‘না ওসব না। কিন্তু সত্যিই জরুরি দরকার তোমাকে। সেজন্যই কথা বলতে চাইছি তোমার সাথে।’

‘কথা বলতে চান, বলবেন।’ নির্বিকার গলা মেয়েটার। ‘সেজন্য ডিনারে যাওয়ার কি দরকার?’

প্রমাদ গুনল মার্ক। এখনি বুঝি রিসিভার ছেড়ে দেয় লিণ্ডা। ‘সাণ্ড্রা ট্রিমেনের ব্যাপারে আলাপ করতে চাই তোমার সাথে।’ দ্রুত বলে উঠল ও।

হঠাৎ করেই নিশ্চুপ হয়ে গেল লাইন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মার্কের সন্দেহ হলো রিসিভার নামিয়ে রেখেছে বুঝি মেয়েটা। ‘লিণ্ডা?’

অদ্ভুত শান্ত গলা মেয়েটার। ‘আপনিও যে ওর জন্য পাগল হবেন ভাবিনি আমি।’

‘পাগল!’ দ্রুত বলল মার্ক। ‘সাণ্ড্রার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই আমার, কিন্তু আমার ছোট ভাইকে বড়শিতে গেঁথেছে ও। সেজন্যই তোমার সাহায্য চাইছিলাম।’

‘কিন্তু আমি কি করতে পারি?’

‘হয়তো অনেক কিছুই করতে পারবে। হয়তো কিছুই পারবে না। সব কথা শোনার পর নিশ্চই কোন বুদ্ধি মাথায় আসবে। তাই না?’

‘হয়তো।’

‘বেশ। তাহলে সন্ধ্যা সাতটায় হোটেল ডিলাক্সে দেখা হচ্ছে আমাদের।’

হাসল লিণ্ডা। ‘ঠিক আছে। কিন্তু কতদূর কি করতে পারব বলতে পারছি না। যাকগে, দেখা হবে তাহলে। রাখি।’ লাইন কেটে গেল।

আট

অলস দুপুরে ছোটখাট একটা ঘুম দিয়ে উঠল মার্ক। অনেক দিন পর দুপুরে ঘুমাল আজ। ক্যালিফোর্নিয়ায় ফার্মে থাকলে দুপুরটা ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। চোখ বোজার সময় পাওয়া যায় না।

বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল ও। ছ'টা বাজছে ঘড়িতে। সাতটার সময় ডিনার লিণ্ডার সাথে। স্যুটকেস থেকে সবচেয়ে ভাল স্যুটটা বের করল মার্ক। সাদা ধবধবে কটন শার্টের গলায় বো টাই। যত্ন নিয়ে চুল আঁচড়াল। তারপর ল্যারীর জন্য ছোট্ট একটা চিরকুট রেখে বেরিয়ে এল রুম থেকে।

সাতটা বাজার ঠিক পনেরো মিনিট আগে গ্রাণ্ড হোটেলের ককটেল লাউঞ্জে প্রবেশ করল ও। বিশাল হল ঘর। উঁচু ছাদ থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি। চকচকে পালিশ করা মেহগনী কাঠের মেঝে ড্যান্স ফ্লোর হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ককটেল লাউঞ্জে একা অপেক্ষা করুক লিনডা চায় না সে।

মার্ককে দেখে এগিয়ে এল ওয়েটার। মুখে স্মিত হাসি। 'একজন মহিলা আসবে,' বলল মার্ক,' 'দরজার কাছাকাছি একটা টেবিল চাই আমি।'

দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ওয়েটার। 'দুঃখিত, স্যার। আপনার যদি আগে থেকে টেবিল রিজার্ভ না থাকে...'

হঠাৎ করেই কথা বন্ধ হয়ে গেল লোকটার। মার্কের হাতে একটা কড়কড়ে বিশ ডলারের নোট উঠে এসেছে। চকচকে চোখে নোটটার দিকে তাকিয়ে আছে ওয়েটার।

'সত্যিই কোন টেবিল খালি নেই?' হাল্কা গলায় বলল মার্ক।

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটা টেবিল খালি আছে বটে!' তড়িঘড়ি বলে উঠল ওয়েটার, 'এদিকে আসুন স্যার।'

মার্কের হাত থেকে নোটটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখল লোকটা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। বিনা বাক্যব্যয়ে ওর পেছন পেছন যাচ্ছে মার্ক। বেশ খোলামেলা জায়গাতেই টেবিলটা পেল ও। এখান থেকে

সহজেই দরজার উপর নজর রাখা যাবে।

'একটা স্কচ আর সোডা। ডিনারের অর্ডার পরে হবে।' চেয়ারে বসে বলল ও।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চুমুক দিল হুইস্কির গ্লাসে। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা উত্তেজনা বোধ করছে, আসবে তো মেয়েটা? একটু দূরে বার কাউন্টার। টুলে বসে আছে কয়েকটা মেয়ে। মহিলাও আছে ওদের মধ্যে, মার্ককে দেখে চোখের ইশারা দিল ওদের কয়েকজন। কিন্তু নির্বিকার মুখ মার্কের। যেন কোন কিছুরই অর্থ বোঝে না সে। সোসাইটি গার্ল এরা, বইয়ে পড়েছে মার্ক। বেশ্যা নয়। তবে পুরুষখোর। আজ একজন, কাল আরেকজনের সাথে বিছানায় যাওয়া এদের নেশা।

প্রতি দশ সেকেণ্ড পরপর দরজার দিকে তাকাচ্ছে মার্ক। অপেক্ষা করাটা সত্যি বিশ্রী ব্যাপার। নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগে। মনে মনে প্রার্থনা করছে যাতে খুব বেশি দেরি না করে লিণ্ডা।

দেরি করল না মেয়েটা। ঠিক সাতটা বেজে এক মিনিটের মাথায় হাজির হলো। ওকে দেখা মাত্র বুকের উপর থেকে পাথর সরে গেল মার্কের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও।

দরজায় এক মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়িয়ে লিণ্ডা। ওর সন্ধানী চোখ দু'টো খুঁজছে। মার্কের উপর থমকাল। টানটান ভাব যেন ঢিল হলো একটু। স্বচ্ছন্দ পায়ে এগিয়ে আসছে এখন।

রুদ্ধশ্বাসে দৃশ্যটা দেখছে মার্ক। কালো সাটির্নের স্কার্ট মেয়েটার পরনে। সংক্ষিপ্ত স্কার্টের একপাশ ফাড়া। ফর্সা পায়ে লাল টকটকে জুতো। পায়ের নখে লাল নেল পালিশ। হাঁটার সাথে সাথে ঢেউ খেলছে নিতম্বে। স্কার্ট সরে গিয়ে অনাবৃত হয়ে পড়ছে অনেকটা উরু। টকটকে লাল রঙের ব্লাউজে যেন বাঁধ মানছে না বুক। ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। হাল্কা মেকআপ নিয়েছে লিণ্ডা। ওর কাছে মুহূর্তে যেন ঘরের আর সব মেয়ে মলিন হয়ে গেল। রানীর মত এগিয়ে আসছে লিণ্ডা।

কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াল মার্ক। ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। নরম, উষ্ণ ছোট্ট হাত। গোলাপী আঙুলে ঠোঁট ছোঁয়াল মার্ক। মিষ্টি গন্ধ। লম্বা করে দম নিল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসল।

'আমি সৌভাগ্যবান! মার্কের গলায় গর্ব, 'ঘরের সব মেয়ের রূপকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছ তুমি।'

'যাহ্! কি বলছেন!' লজ্জা পেয়েছে লিণ্ডা। নাক কান লাল হয়ে উঠেছে।

'এক ফোঁটা বানিয়ে বলছি না।' অকৃত্রিম প্রশংসা মার্কের গলা। 'তুমি আসায় সত্যি খুশি হয়েছি আমি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ!' মৃদু গলায় বলল লিণ্ডা।

বসল ওরা। 'ড্রিঙ্ক?' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'চলবে।' মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, 'তবে কড়া নয়।'

'সেক্ষেত্রে শ্যাম্পেনই একমাত্র পানীয়।'

মাথা নেড়ে মানা করল লিণ্ডা। 'অত দামী জিনিসের দরকার নেই। রেড ওয়াইন হলেই চলবে...।'

'দামী মানুষের জন্য দামী জিনিসই মানায়।' মেয়েটার কথা গ্রাহ্য করল না মার্ক। ওয়েটারকে ডাকল। ইশারা পাওয়া মাত্র ছুটে এল লোকটা। গদগদ ভাব। তবে চোখ দু'টো লিণ্ডার বুকের উপর। নিজের গ্লাসটা এগিয়ে ধরল মার্ক। 'ভরে নিয়ে এসো। আর ম্যাডামের জন্য শ্যাম্পেন।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ওয়েটার। ছুটে চলে গেল বারটেণ্ডারের দিকে। একটু পর ট্রেতে দু'টো গ্লাস নিয়ে ফিরে এল।

গ্লাসে গ্লাস ঠুকে চিয়ার্স করল ওরা। ছোট্ট করে চুমুক দিল পানীয়ে। এখনো লাল হয়ে আছে লিণ্ডার মুখ। লজ্জার লেশ কাটেনি। অবশ্য চেহারা বেশ স্বাভাবিক। তবে টের পেল মার্ক কোন কারণে বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে মেয়েটা।

নিঃশব্দে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। মনস্থির করার চেষ্টা করছে লিণ্ডা। শেষটায় মুখ তুলে চোখে চোখে তাকাল। 'আমাকে কেন এখানে ডেকে আনলেন, মি. মার্ক এখনো জানা হলো না।'

'ডেকেছি, কারণ কেন যেন মনে হলো একমাত্র তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমার সমস্যাটা একমাত্র তুমিই ভাল বুঝবে।' ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল মার্ক। 'তবে মিস্টার ফিস্টার বাদ দাও। তোমার কাছে আমি শুধুই মার্ক। ঠিক আছে?

আশ্চর্য হলো যেন মেয়েটা। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। তারপর নীরবতা ভেঙে বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যে সমস্যার কথা বলে এখানে ডেকে এনেছ আমাকে তার কতটা বিশ্বাসযোগ্য?'

'ফর গডস্ সেক! মিথ্যে বলিনি আমি!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল মার্ক, 'এক বিন্দু বাড়িয়ে বলিনি। তোমার বস্—মানে সানড্রা ট্রিমেন কোনঠাসা করে

ফেলেছে আমাকে। আমার ছোট ভাইটাকে শিকার হিসেবে বেছে নিয়েছে ও। ওকে লোভ দেখিয়ে ফ্রান্সে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। পুরো একটা বছরের জন্যে!' একটু থামল ও, 'সানড্রার সাথে নরকে পর্যন্ত যাবার জন্য এক পায়ে খাড়া আমার ভাই। এমনকি সেজন্য যদি নিজের ভবিষ্যত, কলেজের লেখাপড়া সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাতেও প্রস্তুত সে।'

এতক্ষণে যেন বিশ্বাস করল মেয়েটা। আগ্রহ দেখা গেল চোখে। 'বুঝলাম। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কি করার আছে? আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল মার্ক। ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। 'ডিনারের অর্ডার নেব-স্যার?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। এখনো লিণ্ডার উপরেই দৃষ্টি।

লিণ্ডার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল মার্ক। জানতে চাইল অর্ডার দেবে কিনা। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল মেয়েটা। 'কি বলব? বিফ স্টেক?'

এবারেও মাথা ঝাঁকাল ও।

'বেশ। আমি অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি।' বলল মার্ক, 'কোথাও ভুল হলে বলবে। দুটো বড় স্টেক। সবচেয়ে বড়। বেকড্ পটেটো, সাথে ক্রিম। ক্যাভিয়ের থাকা উচিত সাথে। রাশিয়ান সালাড। রকফোর্ট ড্রেসিং সহ।'

বিনা প্রতিবাদে বসে রইল লিণ্ডা। ওয়েটার চলে যাবার পর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যেভাবে ঢালাও অর্ডার দিলে তাতে বিল আসবে কত খেয়াল আছে?'

হাসল মার্ক। 'দরকার পড়লে চাঁদ থেকে খাবার এনে খাওয়াব। তবুও আজকের সন্ধ্যাটা যেন স্মরণীয় হয়ে থাকে আমার জীবনে।'

হঠাৎ করেই যেন চিন্তিত হয়ে উঠল লিণ্ডার চেহারা। 'কিন্তু এখনো ভেবে পাচ্ছি না, কিভাবে তোমার সাহায্যে লাগতে পারি আমি!'

'বলছি! শোন!'

হঠাৎ করেই ব্যাপারটা ধরতে পারল মার্ক। অনেকক্ষণ ধরেই লিণ্ডার কণ্ঠস্বরে কি যেন একটা ব্যাপার রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝতে পারল—কার গলার মত গলা লিণ্ডার!

'তোমার গলার স্বর কেমন যেন পরিচিত মনে হচ্ছিল' বলল ও, 'এখন ধরতে পেরেছি। তোমার বস সানড্রা ট্রিমেনের মতই গলাটা!'

মুখ বাঁকাল লিণ্ডা। 'জানি। অনেকেই বলেছে একথা। অবশ্য এ ধরনের অভিনন্দনে মোটেও খুশি হতে পারি না আমি।'

আপন মনে হাসল মার্ক। ঠিকই ধরেছে ও। মেয়েটা ওর বস্‌কে দু'চোখে দেখতে পারে না। একেই তো দরকার।

'কিন্তু ওর অফিসে চাকরী করছ কেন তুমি?'

শ্রাগ করল মেয়েটা।

'এই একই প্রশ্ন নিজেকেও করেছি আমি।' শুকনো গলায় বলল লিণ্ডা। 'আসলে অনেক দিন ধরেই চাকরী করছি ওখানে। ব্যাপারটা অনেকটা অভ্যাসের মত দাঁড়িয়ে গেছে। তাছাড়া আরেকটা কারণ আছে। বেতন ভাল দেয় সান্‌দ্রা। অন্য কোথাও তা পাব না।' একটু থামল ও, 'কিন্তু আমার বিষয়ে আলাপ করতে বসিনি নিশ্চয়ই আমরা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্ক। 'আসলে আমরা সবাই কোন না কোনভাবে বন্দী, যেমন ধরো আমি। নিজে ক্ষেত করছি। কিন্তু এক মুহূর্তের অবসর নেই। গত দু'বছরে এই প্রথম ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে বাইরে এলাম।'

চোখ উজ্জ্বল হলো মেয়েটার। 'খামার আছে বুঝি তোমার? আমার বাবাও খামার করতেন। বাবা-মা মারা যাবার পর এখানে চলে এলাম। এক আণ্টি থাকে এখানে। তার বাসায় উঠলাম। আমার বয়স তখন সবে ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পড়েছে।'

'খামার জীবনের জন্য মাঝেমধ্যে মন খারাপ হয় বুঝি?' জানতে চাইল মার্ক।

'মাঝে মধ্যে হয় বৈকি। দম আটকে আসে তখন। ইচ্ছে হয় দূরে কোথাও চলে যাই। হারিয়ে যাই কোন অজানায়...'

'হারিয়ে যেতে অসুবিধাটা কোথায়? একটা খামারে চাকরী নিলেও তো পার!'

ম্লান হাসল লিণ্ডা। 'অসুবিধা অনেক। প্রথম কথা বেঁচে থাকতে হলে পয়সা দরকার। আমার মত সামান্য চাকরী যারা করে তাদের কল্পনা বিলাস মানায় না। আর খামারে চাকরীর কথা বলছ? ক'টা খামারে মেয়েদের চাকরী হয়?'

'আমিই চাকরী দিতে রাজী আছি।'

হঠাৎ করে গম্ভীর হলো লিণ্ডা। 'তোমার সমস্যা নিয়ে আলাপ করার কথা ছিল আমাদের।' কাটা কাটা গলায় বলল ও। ঠিক তখুনি ডিনার নিয়ে

হাজির হলো ওয়েটার। টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রাখল। একটা প্লেটে এক টুকরো স্টেক তুলে নিল লিণ্ডা। কাঁটা চামচ দিয়ে ছোট্ট টুকরো করে মুখে পুরল। প্রশংসায় চোখ বুঁজে ফেলল ও।

'চমৎকার রান্না।'

ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল ওয়েটার। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম। এখুনি কথাটা জানিয়ে দেব বাবুর্চিকে। আর কিছু দেব?'

হাতের গ্লাসের দিকে তাকাল মার্ক। ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। 'আরেক বোতল শ্যাম্পেন।' বলল।

'ইয়েস স্যার।' শেষবারের মত লিণ্ডার শরীরের উপর চোখ বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওয়েটার। চলে গেল ও।

আরেকটা মাংসের টুকরো মুখে পুরল লিণ্ডা। তারপর মার্কের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল। 'কি ব্যাপার? কি হলো তোমার? খাচ্ছ না যে!'

'হ্যাঁ, নিচ্ছি।' হাত চালাল মার্ক। ক্যাভিয়ার আর স্টেক। সালাড নিল সাথে। সত্যিই অপূর্ব স্বাদ!

খেতে খেতে বলতে শুরু করল মার্ক। 'যাক গে! আসল কথায় যাওয়া যাক। বাপ-মা মারা যাবার পর সমস্ত দায়িত্ব বড় ভাই হিসেবে আমার ঘাড়েই পড়ে। খামার নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে ভার্সিটিতে পড়ার আর সুযোগ পেলাম না। তাই ভেবেছিলাম, নিজেকে দিয়ে যা হয়নি, ছোট ভাইটাকে দিয়ে পূরণ করব তা। কোন আশা আকাঙ্ক্ষাই বাদ রাখিনি ল্যারীর। এমনিতে বেশ তুখোড় ছাত্র সে। বরাবর ভাল করছে রেজাল্ট। উজ্জ্বল ভবিষ্যত। আর ঠিক তখনি ওর জীবনে শনির মত হাজির হলো সাণ্ড্রা ট্রিমেন। ওর প্রেমে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে ছেলেটা।'

'প্রেমতো আর এক তরফা চলতে পারে না। সাণ্ড্রাও নিশ্চই প্রেমে পড়েছে।'

একমুহূর্ত থমকাল মার্ক। তারপর যখন মুখ খুলল, ওর গলায় সুক্ষ্ম একটা পরিবর্তন এসেছে। 'অসম্ভব! প্রেম অত সস্তা জিনিস নয়। একজনের সাথে আরেকজনের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে প্রেম হতে পারে। প্রথম দেখায় নয়। প্রথম দেখায় যা হবে তা হলো নিছক আকর্ষণ। ক্ষণিকের উন্মাদনা। উত্তেজনার সময়টুকু পেরিয়ে গেলেই দেখা যাবে সব মিথ্যে।'

মুচকি হাসল লিণ্ড্রা। 'তোমার জীবনে প্রেম এসেছে কখনো?' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মার্ক। 'সেই সৌভাগ্য হয়নি এখনও। অবশ্য চেষ্টাও করিনি।

সারাক্ষণ কাজেই ব্যস্ত থাকি। মেয়ে বাগানোর সময় কোথায়?' একটু থামল ও, 'তোমার জীবনে এসেছে?'

ম্লান হাসল লিণ্ডা। 'হ্যাঁ এসেছিল। তবে আমার জন্যে। আমার সঙ্গীর জন্যে সেটা ছিল ক্ষনিকের উন্মাদনা। কত হবে তখন বয়স? বড় জোর আঠার! কুড়ি পেরনোর আগেই বুঝতে পারলাম সব ভূয়া। আপোষে সরে এলাম আমি।'

'দুঃখিত।'

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'দূর! তখন খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। কেঁদেছিলামও অনেক। কিন্তু এখন চিন্তা করলে মনে হয় বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছিলাম তখন।'

ভেতরে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল মার্ক। নিজেই অবাক হলো। লিণ্ডার সাথে কারো হৃদয়ের সম্পর্ক নেই জানতে পেরে ও এত খুশি হচ্ছে কেন? ওর এতে খুশি হবার কি আছে? আবার আসল আলোচনায় ফিরে এল মার্ক।

'যা বলছিলাম। ফ্র্যান্সে যাবে সান্ড্রা। ওর ইচ্ছে সাথে ল্যারীকেও নিয়ে যাবে। পুরো একটা বছরের জন্যে। যতই ছেলেটাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি, ততই যেন জেদ চেপে যাচ্ছে বোকাটার। নিজের সমস্ত বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে ও। হুমকি দিয়েছি, ও যদি যায় তবে ওর লেখা পড়ার সমস্ত খরচ বন্ধ করে দেব। কিন্তু তাতেও চিন্তা করছে না সে। সান্ড্রা ট্রিমেন আছে ওর। সুতরাং চিন্তা কি! আচ্ছা, তোমার কি ধারণা? সান্ড্রা ভালবাসে ল্যারীকে?'

মুচকি হাসল লিণ্ডা। 'ভালবাসে? পাগল! একটা জিনিসই ভালবাসে সান্ড্রা। তা হলো...মানে...শরীরের আকর্ষণ।' হঠাৎ করেই লজ্জা পেয়ে গেল ও, 'খুব শিগগিরই ল্যারীকে আর ভালো লাগবে না ওর। তখন ওকে ছেড়ে নতুন কাউকে বেছে নেবে। তবে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য বলবে সে ভালবাসে ল্যারীকে।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল মার্ক। 'জানি। আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি ও। প্রথম দিনের পরিচয়েই...' শেষ মুহূর্তে কথাটা সামলে নিল ও। আরেকটু হলেই বলে ফেলেছিল ওর সাথে বিছানায় গিয়েছে সান্ড্রা ট্রিমেন।

'কি হয়েছিল প্রথমদিন?' আগ্রহী হলো লিণ্ডা।

'কিছু না। তবে ওর সাথে কথা বলেই বুঝেছি কি চরিত্রের মেয়ে সে।'

'তুমি না হয় বুঝেছ। কিন্তু তোমার ভাইকে সেটা বোঝাবে কি করে? কচি খোকা তো আর নয় সে। নিজে থেকে না বুঝলে কিছুই করার নেই আমাদের।'

আপন মনে মাথা নাড়ল মার্ক। 'না! যেভাবেই হোক ওকে থামাতেই হবে! 'আচ্ছা, একটা ব্যাপার! সাণ্ড্রার বয়স তো ল্যারীর প্রায় দ্বিগুণ হবে। কিন্তু ওর জন্য এমন পাগল হলো কেন ছেলেটা?'

হাসল লিণ্ডা। 'পুরুষ জাতটাকে ভাল করেই চেনা হয়ে গেছে আমার। শরীরের আকর্ষণ পেলে হুঁস থাকে না ওদের। কার সাথে, কোথায় কি করছে সব গুবলেট পাকিয়ে ফেলে।'

'শরীর!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্ক, 'সেই একই বিরক্তিকর সুখ!'

'সবার কাছে বিরক্তকর না। বিশেষ করে ল্যারীর মত যুবকদের কাছে তো অবশ্যই নয়।'

দুঃখিত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল মার্ক। অসহায় বোধটা ফিরে এসেছে ওর মধ্যে। ঠিক তখুনি বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা। ড্যান্স ফ্লোরে জোড়ায় জোড়ায় নাচছে কপোত কপোতীরা। অনেক দিন নাচেনি ও। ভুলে গেছে নাকি? লিণ্ডার সাথে আজ একটু নাচটা ঝালাই করে নিলে কেমন হয়?'

'নাচবে?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

বিনা আপত্তিতে উঠে দাঁড়াল লিণ্ডা। মার্কের হাতে হাত রেখে এগিয়ে গেল ড্যান্স ফ্লোরের দিকে।

নয়

মেয়েটার চোখে চোখে তাকাল মার্ক। এমন মায়াবী দুটো চোখ! বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে গেল ওর। এক হাত দিয়ে আলতো করে জড়িয়ে ধরল লিণ্ডার সরু কোমর। ডান হাতে মেয়েটার হাত ধরা।

'আধুনিক নাচ জানি না আমি।' বলল ও, 'ট্যাঙ্গো কিংবা ওয়াল্টজ নাচতে পারি।'

মুক্তোর মত দাঁত বের করে হাসল মেয়েটা। উত্তর না দিয়ে নাচতে শুরু করল। বাজনার তালে তালে ধীর লয়ে স্টেপিং ফেলছে ওরা। শরীরের সাথে মিশে আছে শরীর।

বাজনা থামার পর আবার টেবিলে ফিরে এল ওরা। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে লিণ্ডা। ভেতরের দুশ্চিন্তা অনেকটা কেটে গিয়ে হাল্কা বোধ হচ্ছে মার্কের। প্লেটের থেকে আরেক টুকরো স্টেক তুলে নিয়ে কামড় বসাল লিণ্ডা।

'ইশ! বেশি খেয়ে ফেললাম আজ। মুটিয়ে না যাই!' নিজে নিজেই বলল ও! 'অবশ্য এখনি ডায়েটিং করার কথা চিন্তা করি না আমি। এখন পর্যন্ত স্লিম আছে ফিগার। আগে চর্বি জমুক। তারপর ডায়েটিং। কি বল? আগে থেকে নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি!'

'অবশ্যই!' সায় জানাল মার্ক, 'ইদানীং কালের শুকনো মেয়েগুলোকে দেখলে কষ্ট হয়।'

'একটা কথা!' আবার আগের আলাপে ফিরে এল মেয়েটা, 'গতকাল অফিসে গিয়েছিলে কেন তুমি? ল্যারীর ব্যাপারে কথা বলতে?'

মাথা ঝাঁকাল মার্ক।

'নিশ্চয়ই লাভ হয়নি কোন! সে দিন পুরোটা সময় মেজাজ খিঁচড়ে ছিল সাণ্ড্রার। পরে আর দেখা করেছিলে?'

'ওর এ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম....' নিজের অজান্তেই সত্যি কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ ফসকে। প্রায় সাথে সাথে কেমন সজাগ হয়ে উঠল লিণ্ডার চাহনী। চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মনে মনে নিজেকে গালি

দিল মার্ক। 'তবে লাভ হয়নি কোন।' না থেমেই বলতে থাকল ও, 'হেলা ভরে ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে। আচ্ছা, ল্যারীর মত একটা বাচ্চা ছেলের মধ্যে কি দেখল সান্ড্রা?'

'ওর তারুণ্য!' হাল্কা গলায় বলল লিণ্ডা, 'ওর তরতাজা শরীরটার জন্য পাগল হয়েছে মহিলা। অল্প বয়সী ছেলেদের বাগিয়ে নিজের বয়সের কথা ভুলে থাকতে চায় সান্ড্রা। আর ল্যারী পাগল হয়েছে মহিলার রূপে। আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটা ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। দেখাই যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।'

দ্রুত মাথা নাড়ল মার্ক। 'না, তা হতে দেয়া যায় না। নিজের বোকামীর জন্য খুব চড়া দাম দিতে হবে ল্যারীকে।'

'কিছুদিন আগেই আমার এক বয়ফ্রেণ্ডকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সান্ড্রা,' বলল লিণ্ডা, 'খুব গর্বের হাসি হেসে ছেলেটাকে নিয়ে তুলেছিল নিজের এ্যাপার্টমেন্টে। ছ'মাসও যায়নি। আকর্ষণ কমে যাওয়া মাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল ছেলেটা। তবে অনেক দেরিতে। পরে ফোন করে ক্ষমা চেয়েছে আমার কাছে। বিরক্ত হয়ে রেখে দিয়েছি রিসিভার।'

'কিন্তু নিজের ভাইয়ের সর্বনাশ আমি সহ্য করি কিভাবে?' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে মার্ক। হঠাৎ করেই হাত বাড়িয়ে খপ করে চেপে ধরল লিণ্ডার হাত। 'নিশ্চই কোন না কোন দুর্বল দিক রয়েছে সান্ড্রা ট্রিমেনের। দুর্বলতাটা খুঁজে বের করতে সাহায্য করো লিণ্ডা। প্লিজ! ওর দুর্বলতম জায়গায় আঘাত করতে হবে আমাদের। দরকার পড়লে ব্ল্যাকমেইল পর্যন্ত করতে রাজি আমি। যেভাবেই হোক ফেরাতেই হবে ঐ সর্বনাশী মহিলাকে!'

'আমিও উচিত শিক্ষা দিতে চাই ওকে। সেজন্যই সাহায্য করতে রাজি আছি। কিন্তু কতদূর কি করতে পারব জানি না। তবুও কথা দিলাম, চেষ্টা করব।'

এমন সময় আবার বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা। 'আপত্তি না থাকলে আরেক রাউণ্ড নাচতে চাই।'

এবার বেশ দ্রুত লয়ের সঙ্গীত বাজছে। আধুনিক সঙ্গীত। ট্যাঙ্গো কিংবা ওয়াল্টজের জন্য উপযোগী নয়। অসহায় ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকাল মার্ক। 'গুড গড! এসব ডিস্কোর মধ্যে আমি নেই! কিভাবে নাচতে হয় তাই জানি না।'

হাত ধরে টানল লিণ্ডা। 'এসো তো! আমি শিখিয়ে দেব।' অনিশ্চিত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল মার্ক। নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে। লাউড স্পিকারে ড্রিম ড্রিম করে বিট পড়ছে। রক্তের স্পন্দন যেন বাড়িয়ে তোলে তা। অল্পক্ষণের মধ্যে বিটের তালে তালে নিজেকে হারিয়ে ফেলল মার্ক। যখন বাজনা থামল, রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। চারিদিকের লোকজন ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। 'ঈশ্বর! আমার এই কিম্ভুত নাচ দেখেই তাকিয়ে আছে বুঝি ওরা?'

হেসে মাথা নাড়ল লিণ্ডা। 'দূর! দারুণ নেচেছ তুমি। ক্লাসিকাল আর মডার্ণ মিলে এক চমৎকার কমবিনেশন। সেজন্যই দেখছে তোমাকে।'

মার্কের হাতে হাত রেখে টেবিলে ফিরে গেল লিণ্ডা। আরেক বার ভিজিয়ে নিল গলা।

পর পর আরো তিনটা নাচ নাচল ওরা। এতক্ষণে ডিস্কো নাচের ফর্মূলাটা আয়ত্তে এনে ফেলেছে মার্ক। বেশ সহজ ভঙ্গীতেই নাচছে ও।

শেষটায় ঘর্মাক্ত শরীরে টেবিলে ফিরে এল ওরা। হঠাৎ করে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল লিণ্ডা। 'মাই গড! অনেক রাত হয়েছে দেখছি। প্রায় বারোটা বাজে!'

'অসম্ভব! হতেই পারে না।'

'ঘড়ি দেখলেই টের পাবে!' হাসল মেয়েটা, 'আসলে কিভাবে যে কেটে গেল সময়টা! অনেক দিন পর বেশ মজা করলাম। এখন উঠতে হয়। কাল অফিস আছে।'

ওয়েটারকে ডেকে বিল আনতে বলল মার্ক। যা ভেবেছিল তাই। বেশ চড়া বিল হয়েছে। কিন্তু সেজন্য কোন দুঃখ নেই ওর। যে নির্মল আনন্দটা পাওয়া গেল সেটাই প্রধান। হাত খুলে টিপস দিল ও।

'তোমার জন্য সময়টা বোধহয় খুব ব্যয়বহুল হয়ে গেল!' মন্তব্য করল লিণ্ডা।

'দূর!' হাসল মার্ক, 'আমার জন্য আজ অনেক সময় নষ্ট হলো তোমার।'

'চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা। বেরিয়ে এল। একটা ট্যাক্সি ডাকল মার্ক।

লিণ্ডার নির্দেশ মত গাড়ি চালাল ড্রাইভার। একটা এ্যাপার্টমেন্টে সামনে এসে থামার নির্দেশ দিল মেয়েটা। নেমে পড়ল ওরা। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে লিণ্ডার সাথে ঘরের দোর গোড়া পর্যন্ত গেল ও।

একটা গাছের ছায়া পড়েছে সিঁড়িতে। তাই অন্ধকারে মেয়েটার মুখের ভাব দেখতে পারছে না মার্ক। হতাশ হলো কি লিণ্ডা? আরো কিছু আশা করেছিল ওর থেকে?

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চাবি বের করে মার্কের হাতে দিল লিণ্ডা। দরজা খুলে সরে দাঁড়াল ও। মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিল চাবি।

ঘুরে দাঁড়াল লিণ্ডা। মার্কের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকটা স্থির মুহূর্তে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে মার্কের। কি বলা উচিত ওর?

'ল্যারীর কথাটা মনে থাকবে তো?' শেষটায় বলল ও।

'থাকবে!' ঘাড় কাত করল লিণ্ডা। 'আজকের সন্ধ্যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে।'

ছলকে উঠল মার্কের বুকের ভেতরটা। এমন তোলপাড় হচ্ছে কেন ওর ভেতর? যৌন কামনা নয় এটা! ভালবাসা? কি জানি!

কিভাবে কি হলো বলতে পারে না ও। হঠাৎ করেই আবিষ্কার করল ওর দু'হাতের বাঁধনে ধরা পড়েছে লিণ্ডা, শরীরের সাথে শরীর মিশে আছে ওদের। মুখ নামিয়ে আনল মার্ক। প্রথমে খুব হাল্কা করে চুমু দিল ঠোঁটের উপর। শুধুমাত্র ঠোঁটের সাথে ঠোঁট ছোঁয়ানো যাকে বলে।

তারপরেই গভীর চুমু খেল ও। লিণ্ডার ঠোঁট দু'টো পুরে নিল মুখে। কী মিষ্টি একটা স্বাদ! সক্রিয় হয়ে উঠেছে মেয়েটাও। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরেছে ওকে।

যখন মুক্ত হলো ওরা, হাঁপাচ্ছে লিণ্ডা। আবারো ওকে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করল মার্ক। কিন্তু এবার বাধা দিল মেয়েটা।

'আর নয়।' মৃদু গলায় বলল ও, 'এখানেই থামা উচিত আমাদের।'

ম্লান হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'তোমাকে ভয় করি না। নিজেকেই ভয় লাগে আমার।' একটু থামল ও, 'সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচেছ। হঠাৎ করেই বড় একা একা লাগছে নিজেকে! এমন কেন হলো?'

'জানি না, লিণ্ডা।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মার্ক, 'বোধ হয় একেই বলে...'

কথাটা শেষ করতে দিল না লিণ্ডা। তার আগেই সামান্য উঁচু হয়ে চুমু খেল ওর গালে।

'গুড নাইট, মার্ক। দেখা হবে আবার।' ভেতরে ঢুকে গেল ও।

অদ্ভুত এক সুখের অনুভূতি নিয়ে ট্যাক্সিতে ফিরে এল মার্ক।

দশ

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

একটানা বাজছে টেলিফোন। বাথটাবের পাশে একটা মেহগনী টুলের উপর রাখা সেটটা। আধা ঘণ্টা পরপর এভাবেই বেজে উঠছে ফোনটা। বোঝা যায় নিশ্চই খুব অস্থির হয়ে আছে অপর প্রান্তের লোকটা।

নির্বিকার মুখে রিং শুনছে সাণ্ড্রা। মুখে প্রশান্তির হাসি। বাজী ধরে বলতে পারে ল্যারী করেছে ফোন। গত তিন ঘণ্টা ধরে আধা ঘণ্টা পরপর ফোন করছে ছেলেটা। প্রথম দু'বার রিসিভার তুলেছিল। কিন্তু শেষটায় বিরক্ত হয়ে 'ব্যস্ত আছি।' বলে নামিয়ে রেখেছে সাণ্ড্রা।

ফেনায়িত বাথটাবে এখন শুয়ে আছে ও। বাব্‌ল্‌ বাথ নিচ্ছে। গোলাপী রঙের বেলুনের মত বুদ বুদ উঠছে পানিতে। প্রশস্ত সাদা বাথটাব। পানিতে বাথ অয়েলের হাল্কা প্রলেপ। গত চল্লিশ মিনিট এখানেই শুয়ে আছে ও।

পানির নীচ থেকে একটা পা সামান্য উঁচু করল সাণ্ড্রা। গোলাপী, মখমলের মত পা। কালচে রঙের নেলপালিশ নখে। আঙ্গুল নাড়ল ও। ঢেউ উঠল টাবের জলে।

পেলব উরুর উপর হাত রাখল ও। আর ঠিক তখনি মনে পড়ে গেল মার্কের কথা। সাথে সাথে বিদ্যুৎ তরঙ্গ যেন বয়ে গেল ওর শরীরে। সুখ আবেশে চোখ বুঁজে ফেলল। ঠোঁট সামান্য ফাঁক।

হ্যাঁ, সত্যিকারের পুরুষ বটে মার্ক। ব্যক্তিত্বশালী। নিজেকে নত করতে জানে না। নিশ্চিত করে জানে ও কি চাইছে মেয়েদের কাছ থেকে, এবং বিনিময়ে সে নিজে কি দিচ্ছে। যে কোন মেয়েকে কানায় কানায় পূর্ণ করে দিতে পারে লোকটা!

এই একটা লোকের কামনার কাছে নিজেকে অসহায় মনে হয় সাণ্ড্রার। মার্ক যেন প্রভাব বিস্তার করতেই জন্মেছে, প্রভাবিত হবার জন্য নয়। দলে, পিষে একাকার করে দিতে জন্মেছে। নিজে দলিত মথিত হবার জন্য নয়। সাণ্ড্রার জীবনে যত পুরুষ এসেছে, সবাইকে সে নিজের খেয়াল খুশি মত ব্যবহার করেছে। কিন্তু মার্কের হাতে সে সঁপে দিয়েছিল নিজেকে। মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাগুলো দুর করার চেষ্টা করল সাণ্ড্রা। এসব কি ভাবছি আমি?

মনে মনে বলল ও। আশ্চর্য! শেষটায় ঐ লোকটার প্রেমে পড়ে গেলাম নাকি আবার?

প্রশ্নটাকে নানা দৃষ্টি কোন থেকে চিন্তা করে দেখল ও। হয়তো ওর জন্যে এটাই প্রেম! সত্যি বলতে কি মার্কের প্রতি যে রকম অদ্ভুত এক আকর্ষণ জন্মেছে এমনটি অন্য কোন পুরুষের প্রতি অনুভব করেনি ও। হয়তো ওর জীবনে যত পুরুষ এসেছে তার মধ্যে মার্কের প্রতি আকর্ষণটাই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিন্তু তাই বলে চিরস্থায়ী হবে না। এ ব্যাপারে নিশ্চিত সাণ্ড্রা। কোন পুরুষ ওর জন্যে চিরস্থায়ী হতে পারে না।

বাথটাব থেকে উঠে পড়ল সাণ্ড্রা। নীল তোয়ালেটা তুলে নিয়ে গা মুছতে শুরু করল। ভুরু কুঁচকে উঠেছে।

ভেতরে ভেতরে ভীষণ রকম রেগে আছে সাণ্ড্রা। আশ্চর্য! একবারও ফেন করল না মার্ক! অথচ ও ভেবেছিল আরো আগেই ফোন করবে লোকটা......

হেসে ফেলল ও। আসলে মার্ককে আর সব পুরুষের সাথে মিশিয়ে ফেলছে। এটা ঠিক নয়। মার্ক আর দশজনের থেকে আলাদা। সুতরাং ওর থেকে হ্যাংলাপনা আশা করা যায় না।

বরং সাণ্ড্রার নিজেরই একটু বেহায়া হতে হবে। ওকেই ফোন করতে হবে লোকটাকে। তাতে অবশ্য আপত্তি নেই। কারণ সাণ্ড্রা জানে যত দূরেই থাকুক না কেন মার্ক, ওর উষ্ণ শরীরের স্মৃতি ভুলতে পারবে না, তীব্র আকর্ষণ বোধ করবেই। তবে আত্মসম্মান বোধ থেকে হয়তো নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে সে।

কিন্তু যে মুহূর্তে সাণ্ড্রার আমন্ত্রণ পাবে সাথে সাথে ভেঙে পড়বে সমস্ত সংযম...প্রতিজ্ঞা। ছুটে এসে ধরা দেবে। আর তখনি সমস্ত অপমানের শোধ নেবে সাণ্ড্রা।

মানুষ প্রমাণ আয়নার সামনে নিজের ফর্সা ধবধবে নগ্ন শরীর মেলে দিয়ে দাঁড়াল ও। বিভিন্ন দিক থেকে ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করছে।

কোমর দুলিয়ে ঢেউ তুলল নিতম্বে। সামান্য মেদ জমেছে পেটে। ব্যায়াম করে ঝেড়ে ফেলতে হবে। অশ্লীল ভঙ্গীতে তলপেটে নাচাচ্ছে ও। শরীর ঝাঁকাল। দুলে উঠল স্তন জোড়া। ছোট্ট হিলের নীল স্লিপার ওর পায়ে। স্লিপার সহ এক পা তুলে দিল পাশের বেসিনের উপর। জায়গাটার উপর হাত বুলাল সাণ্ড্রা। ওর সমস্ত সত্তা এখন চাইছে কোন পুরুষের তপ্ত আঘাত। নিজের অজান্তেই দু'টো আঙ্গুল পুরে দিল ভেতরে। ঘন ঘন

ঢোকাচ্ছে আর বের করছে। একটু পরেই রাগমোচন হয়ে গেল।

হাঁপাচ্ছে সাণ্ড্রা। সিঁদুর রঙা মুখ। একটু আগের দৃশ্যটা মার্কের দেখা দরকার ছিল। ও নিশ্চিত, জীবনে এমন উত্তেজক দৃশ্য দ্বিতীয়বার দেখার সৌভাগ্য হয়নি লোকটার। নিশ্চই পাগল হয়ে উঠত লোকটা।

উঁচু গলায় হাসল সাণ্ড্রা। দ্বিতীয়বার একই দৃশ্য মার্ককে দেখাতে অসুবিধে কোথায়? আজ রাতেই দেখাবে। মার্কের চেহারা কি হবে চিন্তা করে পুলকিত বোধ করছে ও।

বুকের উপর হাত রাখল সাণ্ড্রা। মনে মনে চিন্তা করছে এই হাত মার্কের। সাথে সাথে রক্তের চাপ বেড়ে গেল ওর। ইশ! রাত হতে এখনো কত দেরি! মসৃণ পেটের উপর হাত ঘষল। সময় কাটতে চায় না কেন! যদি টাইম মেশিন থাকত, তাহলে এই মুহূর্তে সময়টাকে এগিয়ে দিত সাণ্ড্রা। মিলনের মুহূর্তেই আটকে রাখত সময়। দীর্ঘস্থায়ী করত সেই তীব্র সুখের মুহূর্তগুলো।

ফোন করতে হবে মার্ককে, মনে পড়ল ওর। কিন্তু ইচ্ছে করছে না ডায়াল করতে। তার প্রধান কারণ হলো ল্যারী। ল্যারীর হোস্টেলেই উঠেছে মার্ক। সুতরাং ফোন করলে হোস্টেলে করতে হবে। তার ভাগ্য খারাপ থাকলে হয়তো ল্যারীই ফোন ধরবে!

আপন মনে মাথা ঝাঁকাল ও। নাহ্ ঐ বাচ্চা ছেলেটার সাথে কথা বলার মত মুড নেই এখন। তাহলে? ফোন করবে না? সাথে সাথেই বুদ্ধিটা বের করে ফেলল সাণ্ড্রা। কোন অসুবিধে নেই। যদি ল্যারী রিসিভার তোলে তাহলে সাথে সাথে গলার স্বর পাল্টে ফেলবে। অন্য একটা নম্বর বলবে। ওর গলা চিনতে পারার প্রশ্নই আসে না!

রিসিভার তুলে নম্বর ঘোরাতে শুরু করল সাণ্ড্রা! প্রথমবার এনগেজড্ টোন আসল। বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল ওর কপালে, আবারো ঘোরালো ডায়াল। হ্যাঁ, এবার রিং হচ্ছে। মনে প্রাণে প্রার্থনা করছে ও, যাতে মার্ককে পাওয়া যায়।

'হ্যালো।' একটা অপরিচিত গলা। ল্যারী নয়। সুতরাং গলা লুকানোর চেষ্টা করতে হলো না সাণ্ড্রাকে। হোস্টেলের কমন টেলিফোন এটা। ফোন বাজলে ছেলেদের যে কেউ ধরে। যার ফোন ডেকে দেয় তাকে। এটাই নিয়ম।

'মার্ক নিলিকে ডেকে দেয়া যাবে?' গলাটা যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলল সাণ্ড্রা, 'ল্যারী নিলির বড় ভাই।'

'চিনতে পেরেছি। একটু অপেক্ষা করুন। ডেকে দিচ্ছি।' একটু থামল লোকটা, 'কে ফোন করেছে বলব?'

'সারপ্রাইজ কল দিতে চাইছি আমি।' চট করে বলল সাণ্ড্রা, 'আগে থেকে নাম বলে মজাটা নষ্ট করতে চাই না।

'ঠিক আছে।'

বিরক্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সাণ্ড্রা। তারপর ইয়ার পিসে ভেসে এল মার্কের গলা। রক্ত ছলকে উঠল সাণ্ড্রার।

'মার্ক? বলত কে?'

নিজের কথায় নিজেই অবাক হলো সাণ্ড্রা। একি ছেলেমানুষী করছে ও। এমন বাচ্চা মেয়েদের মত উত্তেজিত হয়ে উঠছে? 'চিনেছি,' অদ্ভুত নির্লিপ্ত গলা মার্কের।

'থ্যাঙ্ক গড!' উচ্ছল হয়ে উঠল সাণ্ড্রা, 'এই মাত্র বাথটাব থেকে উঠলাম। এখনও গা ভেজা। ভাবছি গা মুছে দেবার জন্যে কেউ কাছে থাকলে দারুণ হত। সেজন্যেই ফোন করলাম। চলে এসো। হয়ে যাক এক রাউণ্ড।'

নীরবতা নেমে এল লাইনে। দীর্ঘ সময় কোন কথা নেই। শেষটায় সন্দেহ হলো সাণ্ড্রার, লাইন ছেড়ে দিয়েছি বুঝি!

'কি হলো মার্ক? কথা বলছ না যে?'

'কথা বলছি না। কারণ বলার মত কিছু নেই।'

ঝিম ঝিম করে উঠল সাণ্ড্রার সমস্ত শরীর। অপমানে জ্বলছে সর্বাঙ্গ। 'ভাবছে ইয়ার্কী মারার জন্য ফোন করেছি তোমাকে? আহাম্মক!'

'হ্যাঁ, ইয়ার্কী মারার জন্যই ফোন করেছ।' কোন বিকার নেই মার্কের মধ্যে।

প্রচণ্ড রাগে কেঁপে উঠল সাণ্ড্রা। অকথ্য ভাষায় গালি দিল ও। মুখে যা আসছে তাই বলছে।

বিদ্রূপের হাসি হাসল মার্ক। বাহ্! এই তো! এতক্ষণে খোলা থেকে আসল সাণ্ড্রা ট্রিমেনের চেহারা বেরিয়ে পড়েছে।'

অপমান এবং ক্রোধে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সাণ্ড্রা। বমি বমি লাগছে। শরীরের প্রতিটা কোষে যেন বিষ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে বুকে। 'শোন মার্ক!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও, 'ল্যারীর সর্বনাশ করে তারপর থামব আমি।'

'তোমাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই!'

'ক্ষমতা আছে। কিন্তু জেদের বশে ভাইকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছ তুমি।' জানে ও, মার্কের দুর্বলতম জায়গায় আঘাতটা লাগবে এবার। ল্যারীর ক্যারিয়ার, ভবিষ্যত, মার্কের কাছে অনেক কিছু।

'গুড বাই!' খটাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল ওপাশ থেকে।

এগারো

রিসিভার হাতে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল সাণ্ড্রা। ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না যেন ওর। মুখের ওপর ফোন নামিয়ে রাখল মার্ক। তীব্র ঘৃণায় অশ্লীলতম ভাষায় গালি দিল গোঁয়ার গবেট লোকটাকে।

এই অপমানের শোধ নেবে ও, মনে মনে পন করল সাণ্ড্রা। ল্যারীকে দিয়েই শোধ নেবে। ল্যারী যখন আজ রাতেই মার্ককে বলবে, ফ্রান্সে যাচ্ছে সে তখন লোকটার চেহারা কেমন হবে চিন্তা করে পুলকিত হলো ও। হ্যাঁ, একমাত্র এভাবেই লোকটাকে ক্ষত বিক্ষত করে তোলা যায়।

একই নাম্বারে আবার ডায়াল ঘোরাল সাণ্ড্রা। ঐ আগের ছেলেটাই ফোন ধরেছে।

'ল্যারী নিলি আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ও আপনি!' হাসল ছেলেটা, 'ভাগ্যিস আরো গণ্ডাখানেক নিলি থাকে না হোস্টেলে, তাহলে ওদের ফোন কলেই সারাদিন ব্যস্ত থাকত লাইন।'

'কাইণ্ডলি একটু ডেকে দেয়া যাবে?'

'একটু ধরুন।'

অপেক্ষা করছে সাণ্ড্রা। মনের পর্দায় মার্কের অসহায় আক্রোশের ফেটে পড়া চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে।

'কে? সাণ্ড্রা?' ল্যারীর উদগ্রীব গলা।

'ইয়েস ডার্লিং।' মদির গলায় বলল সাণ্ড্রা।

'কোথায় ছিলে তুমি?' ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল ল্যারী, 'গত তিন ঘণ্টা ধরে ফোন করে করে অস্থির হয়ে গেছি। কেউ ধরছে না।'

'রাগ করো না, ডার্লিং,' সেক্সি কণ্ঠে বলল সাণ্ড্রা, 'অফিসে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরলাম। খুব একা লাগছে। কতক্ষণের মধ্যে আসতে পারবে এ্যাপার্টমেন্টে?'

'দশ মিনিট। পারলে এই মুহূর্তে চলে আসতাম।'

'বেশ। চলে এসো।' ফোন ছেড়ে দিল সাণ্ড্রা।

মৃদু হাসি ওর ঠোঁটে। নিশ্চয়ই আনন্দে চকচক করছে এখন ল্যারীর মুখ। ভাইয়ের চেহারা যদি এই মুহূর্তে দেখতে পেত মার্ক! ছোট ভাই কোথায় যাচ্ছে বুঝতে বাকী থাকত না কিছু। বলা যায় না হয়তো দিশেহারা হয়ে এখুনি ফোন করবে মার্ক। ক্ষমা চাইবে। বলবে হার মানছে সে। সাণ্ড্রা যা করতে বলবে তাই করতে সে প্রস্তুত! দরকার পড়লে ওর সাথে ফ্রান্সে পর্যন্ত যাবে সে। তবুও যেন ল্যারীকে নষ্ট না করে।

কিন্তু ওর সমস্ত সুখ কল্পনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে নিশ্চুপ রইল ফোন। অকারণে ফোনটার উপরে মেজাজ খিঁচড়ে উঠছে সাণ্ড্রার। *মার্ক নিলি, ফোন তোমাকে করতেই হবে*—আপন মনে বলল ও।

হঠাৎ খেয়াল হলো এখনো পুরো ন্যাংটো হয়ে আছে। ল্যারী আসছে, কোন ড্রেসটা পরবে? পরক্ষণে মনে হলো, কোন পোশাক না পরলেই বা কি! একেবারে জন্মদিনের পোশাকেই সে স্বাগত জানাবে ছেলেটাকে।

ঠিক তখুনি দরজার উপর টোকা পড়ল। ঘড়ির দিকে তাকাল সাণ্ড্রা। মাত্র ন' মিনিট হয়েছে। নিশ্চয়ই ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে এসেছে ল্যারী। নিঃশব্দে দরজা খুলে ধরল সাণ্ড্রা।

'জেসাস!' চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন ছেলেটার। সম্পূর্ণ উদোম দাঁড়িয়ে আছে সাণ্ড্রা। একটা সূতো পর্যন্ত নেই গায়ে!

'জলদি ভেতরে এসো। নয়তো লিফট থেকে কেউ বের হলে এ অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলবে।'

ঘরে ঢুকল ল্যারী। পা দিয়ে ঠেলে বন্ধ করে দিল দরজা। পরক্ষণে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সাণ্ড্রার নরম শরীরটা। এই মাত্র গোসল করা শীতল শরীর। ল্যারীর মাথা টেনে নিয়ে চুমু খেল সাণ্ড্রা। 'রসে টইটুম্বুর হয়ে আছি। আর এক সেকেণ্ডও নষ্ট করতে চাই না। শুরু করে দাও। আগুন নেভাও আমার।' ফ্যাশফ্যাশে গলায় বলল ও।

চকচকে চোখে সাণ্ড্রার নগ্ন শরীরের উপর চোখ বোলাল ল্যারী। ওর হাত খেলা করছে একটা স্তন নিয়ে। ঘাড়ের উপর চুমু খেল। সেখান থেকে কাঁধে। তারপর আবার ঠোঁটে। উত্তেজনায় অদ্ভুত গোঙানীর শব্দ বেরুল মুখ দিয়ে।

'সারাক্ষণ এরকম ন্যাংটো থাকতে পার না তুমি!'

হাসল সাণ্ড্রা। 'তাহলে ঠাণ্ডা লেগে মারা যাব।'

অদ্ভুত একটা ঘোর লাগা ভাব ল্যারীর চোখে। উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে মুখ। ফুলে উঠেছে নাক। ঘন ঘন শ্বাস টানছে। কিন্তু বিরক্ত হলো সাণ্ড্রা। গাধাটা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি সারা রাত! দুই উরুর সংযোগ স্থলে ল্যারীর আঙ্গুল খেলা করে বেড়াচ্ছে, টের পাচ্ছে ও। অন্য হাত নিতম্বে ব্যস্ত। কিন্তু এসবে আজ শান্ত হবে না সাণ্ড্রা। ওর শরীরের চাহিদা অনেক বেশি। ওকে ছিঁড়ে ফুঁড়ে দিক ল্যারী!

ঝটকা মেরে নিজেকে সরিয়ে নিল সাণ্ড্রা। হাত ধরে টানল ল্যারীকে। 'এসো! জলদি এসো' বেডরুমের দিকে এগোল।

বেডরুমে ঢুকেই আবার ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল ল্যারী। কিন্তু তার আগেই বিছানার উপর গা এলিয়ে দিল সাণ্ড্রা। দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিল।

ঝটপট পোশাক খুলে ফেলল ল্যারী। আণ্ডারওয়্যার নামিয়ে দিতেই মুক্তি পেল ফুঁসে ওঠা বন্দী পৌরুষ। উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। লাফিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল ও।

উল্টো আসন নিল ওরা। সাণ্ড্রার ওখানে মুখ রাখল ল্যারী। জিভ দিয়ে সুড়সুড়ি দিল।

একই সাথে ল্যারীকে সাক করছে সাণ্ড্রা। কেঁপে কেঁপে উঠছে দু'টো নগ্ন শরীর। আদিম উন্মত্ততায় পেয়ে বসেছে ওদের।

এক সময় বিচ্ছিন্ন হলো ওরা। সোজা হয়ে শুলো। দীর্ঘ সময় নিয়ে ঠোঁটে চুমু খেল। ওর একটা স্তন নিয়ে ব্যস্ত ল্যারী। বারবার চুমু খাচ্ছে বোঁটায়।

দু'পা মেলে ধরে সাণ্ড্রা। 'এসো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। ওর আমন্ত্রণে সাড়া দিল ল্যারী। তবে প্রথমেই প্রবেশ করল না সে।

সাণ্ড্রার ওখানটায় এমন কিছু কাণ্ড করল যে একের পর এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলে যেতে লাগল ওর শরীরে। এই উত্তেজনা অসহ্য হয়ে উঠেছে সাণ্ড্রার জন্য। শেষটার সে নিজের নিতম্ব উঁচু করে লুফে নিল ল্যারীর যন্ত্রটা।

মুগুরের মত জিনিসটা ঢোকামাত্র একটা তীব্র যন্ত্রণা। তার পরেই সুখের আবেশ। উঠা নামা করতে শুরু করল ল্যারীর নিতম্ব। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে গতি। গুড়িয়ে ফেলতে চাইছে সাণ্ড্রাকে।

তীব্র গলায় চিৎকার দিচ্ছে সাণ্ড্রা। শক্ত হাতে আঁকড়ে আছে ল্যারীর পিঠ। চোখ বোজা। কল্পনায় মার্ককে দেখছে ও। ল্যারী নয়, যেন মার্কের সাথে সহবাস করছে সে।

শেষটায় ঘটল বিস্ফোরণ। নেতিয়ে পড়ল সাণ্ড্রা। শরীরের সমস্ত কামনার আগুন নিভে গেছে। কিন্তু মনের আগুন নেভেনি। ও চাইছে, এখনি যেন ফিরে যায় ল্যারী। মার্ককে বলুক কোথায় ছিল সে।

হাঁপাচ্ছে ল্যারী। চোখে মুখে পরম তৃপ্তি।

'এই সপ্তাহটা খুব ব্যস্ত থাকতে হবে আমাদের।' বলল সাণ্ড্রা। 'বড় জোর দশদিন। তার পরেই পাড়ি জমাব আমরা। বুঝতেই পারছ। এখন অনেক কাজ হাতে।'

কেমন যেন বোকা বোকা দেখাচ্ছে ছেলেটাকে। ওর কথার অর্থ যেন বুঝতেই পারেনি। 'পাড়ি জমাচ্ছি? কোথায়?'

ইচ্ছে হলো চটাশ করে একটা চড় কষায় গাধাটার গালে। কিন্তু তার বদলে আদুরে ভঙ্গিতে হাসল সাণ্ড্রা। চুমু খেল ল্যারীর গালে। 'কোথায় আবার? প্যারিস। ভেবেছিলাম কিছুদিন দেরি করে যাব। কিন্তু কাজ পড়ে গেল। একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। পাসপোর্ট, ভিসা, জাহাজের টিকিট কনফার্ম করা, অনেক কাজ আছে।'

নির্বিকার চেহারা ল্যারীর। ভেতরে ভেতরে আতঙ্কিত হলো সাণ্ড্রা। কি ব্যাপার? মার্কের প্রভাবে মগজ ধোলাই হয়ে গেল নাকি গবেটটার?

'এত জলদি ফ্রান্সে যেতে হবে চিন্তা করিনি।' শেষটায় বলল ল্যারী।

বহুকষ্টে রাগে ফেটে পড়া থেকে নিজেকে সংযত করল সাণ্ড্রা। গলায় ফুটিয়ে তুলল কৃত্রিম অভিমান । 'কেন! তুমি যদি যেতে না চাও, তাহলে অবশ্য চাপ দেব না। সেক্ষেত্রে...' কথা অসমাপ্ত রাখল ও, ঘুরিয়ে নিল অন্য দিকে।

'সাণ্ড্রা!' অনুনয়ের সুরে ডাকল ল্যারী, 'প্লিজ, রাগ করো না। শোন! এদিকে তাকাও!'

ল্যারীই ওর মুখ ধরে ঘোরাল। বাধা দিল না সাণ্ড্রা। চোখ বুজে আছে, ভয় হচ্ছে চোখ খুললেই ওর ভেতরের বিজয়ের আনন্দটা ধরা পড়ে যাবে ছেলেটার কাছে। এখন আর কোন বিকল্প রাস্তা খোলা নেই ল্যারীর জন্য। সম্পূর্ণ পরাস্ত ছেলেটা।

'আমি ভাবলাম তুমি বুঝি যাবে না আমার সাথে। অন্য কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছ।' ধীরে ধীরে চোখ মেলল ও। বড় বড় পাপড়িতে নিষ্পাপ দেখাচ্ছে ওকে। সরাসরি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ল্যারীর দিকে। এ দৃষ্টির সামনে যে কোন পুরুষ সম্মোহিত হয়ে পড়ে।

বুকের সাথে ওকে জড়িয়ে ধরল ল্যারী। 'বোকা মেয়ে!' আবেগ নিয়ে বলল।

'কিন্তু বুঝতে পারছি এখনো দোটানায় ভুগছ তুমি।' অনুযোগের সুরে বলল সান্ড্রা। 'সিদ্ধান্ত নিতে পারছ না।'

'আরে না। আসলে ভাইয়াকে কথাটা জানাব কিভাবে সেটাই ভাবছি। ঠিক করেছি কিছুই জানাব না। ভিসা, টিকেট সব হয়ে যাবার পর একবারে জানাব।'

ইচ্ছে হলো গাধাটার অণ্ডকোষে হাঁটু দিয়ে মেরে গলিয়ে দেয় বীচি। ওর সমস্ত পরিকল্পনা গুবলেট করে দেবে তো গর্দভটা! 'না। এখনি বরং জানিয়ে দাও ওকে।' বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল সান্ড্রা, 'তা নইলে শেষ মুহূর্তে জানতে পারলে কষ্ট পাবে মনে। শত হোক, নিজের বড় ভাই!'

'তা বটে!' চিন্তান্বিত গলায় বলল ল্যারী, 'তবে আমি নিশ্চিত যদি তোমার সাথে পরিচয় থাকত ওর, তাহলে নিশ্চয়ই পছন্দ করত।'

'জানি! আসলে কোন এক কারণে আমাকে পছন্দ করে না মার্ক।' দুঃখিত ভঙ্গিতে বলল সান্ড্রা, 'এমন কি বিশ্বাস করতে চায় না যে, তোমাকে ভালবাসি আমি। তাই না?'

মিথ্যে বলল ল্যারী। বলল, 'না, ঠিক তা নয়। বিশ্বাস করে আমাকে ভালবাসো তুমি। কিন্তু আমার ক্যারিয়ারের জন্যই বেশি চিন্তিত সে।' মিথ্যে বলার অভ্যাস নেই ল্যারীর। তাই কোন কথা যোগাল না ঠোঁটে।

'একবার যদি তোমার সাথে আলাপ হত ভাইয়ার, তাহলেই সব তিক্ততা দূর হয়ে যেত...অবশ্য তোমার ভালবাসার কোন বিশেষ প্রমাণ এখনো দিতে পারিনি ওকে। যদি প্রমাণ করতে পারতাম...'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল সান্ড্রার মুখ। ঝট করে উঠে দাঁড়াল। উদোম শরীরে ঢেউ তুলে এগিয়ে গেল ড্রেসিং টেবিলের দিকে। ড্রয়ার খুলে একটা চাবি নিয়ে ফিরে এল।

ভুরু কোঁচকাল ল্যারী। 'এটা আবার কি?'

'আমার এ্যাপার্টমেন্টের চাবি। তোমাকে দিয়ে দিলাম। তোমাকে কতটা ভালবাসি আমি তার প্রমাণ এটা। তোমাকে বিশ্বস্ত ভাবি বলেই এটা দিলাম তোমার হাতে।'

অবাক হয়েছে ল্যারী। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'ওহ্ গড! ভাইয়াকে এবার জব্দ করা যাবে! ওকে দেখিয়ে যখন বলব...'

মুচকি হাসল সাণ্ড্রা। হ্যাঁ, ওর পরিকল্পনায় কাজ হবে এবার। সত্যিই অবাক হয়েছে ল্যারী। আর মার্ককে যখন চাবিটা দেখাবে! একগুঁয়ে লোকটার বোকা বনে যাওয়া চেহারার কথা চিন্তা করে খুশি লাগছে ওর।

'মার্ককে বোলো, এই চাবি নিয়ে যখন তখন তুমি আসতে পারবে আমার ফ্ল্যাটে। আমার এখানে তোমার অবারিত দ্বার।'

উঠে দাঁড়াল ল্যারী। আবেগ ভরে চুমু খেল সাণ্ড্রার গালে। 'ওহ্, মাই সুইট হার্ট! সত্যি তোমার তুলনা নেই। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য।'

কাপড় পরতে শুরু করল ও। 'ভাইয়াকে সাথে করে নিয়ে আসব আমি।' চোখ মটকাল, 'দেখো, আবার এই জন্মদিনের পোশাকে আপ্যায়ন করে বস না যেন!'

'কেন? করলে কি হবে?' দুষ্টুমির হাসি সাণ্ড্রার ঠোঁটে।

'বলা যায় না। তোমার ঐ শরীর দেখলে হয়তো সে-ই প্রেমে পড়ে যাবে।' হেসে উঠল ল্যারী।

'বেশ! তাহলে আমার সব চাইতে ভাল পোশাকটাই পরব।' কাপড় পরা হয়ে গেছে ল্যারীর। ঝুঁকে এসে আবারো চুমু খেল সাণ্ড্রার ঠোঁটে। 'তোমার এই সুন্দর শরীরটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'ভাবছ কেন? ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দেখ। পুরো একটা বছর। শুধু তুমি আর আমি...'

'হ্যাঁ তাই!' মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'চলি।' দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

বিছানার উপর আবার গা এলিয়ে দিল সাণ্ড্রা। আপন মনে হাসছে। হ্যাঁ, এবার ওর কাছে আসতেই হবে মার্ককে। তবে লোকটার আত্মসম্মানবোধ খুব বেশি। ল্যারীর সাথে আসবে না নিশ্চয়ই। তবে একা আসবে। গায়ের তাপ বাড়তে শুরু করল সাণ্ড্রার। ওহ্, কি অদ্ভুত সুখ দিতে পারে লোকটা। ওর কাছে ল্যারী তো একটা দুধের শিশু! হ্যাঁ, এবার মার্ককে নিয়ে সব ধরনের আসনে সহবাস করবে ও।

কিন্তু যদি আজ রাতে না আসে মার্ক? না আসাটাই স্বাভাবিক। এত সহজে নিশ্চই নত হবে না ওর মত লোক। হয়তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। দেখবে, সান্দ্রা মত পরিবর্তন করে কিনা। তারপর...হ্যাঁ, তারপর আসতে হবেই তাকে। ধরা দিতে হবে ওর কামনার জালে। ল্যারী নয়, মার্ককে চাই ওর।

সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, গায়ে জ্বালা ধরানোর মত একটা আবদার। নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা চালাল মার্ক। কিন্তু ফল দাঁড়াল পাথরের দেয়ালে কাঁচের তীর ছোঁড়ার মত। ভাঙবে তবু মচকাবে না ল্যারী। চাহনিতে মরিয়া ভাব ফুটে উঠেছে ল্যারীর। 'ও ভালবাসে আমাকে। নইলে চাবিটা দিতে যাবে কেন?'

চুপ করে থাকল মার্ক। হতচ্ছাড়া চাবিটার কথা এ নিয়ে ছয়বার উচ্চারণ করল ল্যারী। যুক্তি অবশ্য আরও দেখাতে পারত ও। কিন্তু কাজ হবে না বুঝে হাল ছেড়ে দিয়েছে। রেগেও উঠেছিল এক পর্যায়ে। আর ওর রাগের সুযোগ নিয়ে সাহসী হয়ে গেছে ল্যারী। নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

'ব্যাপারটা যদি ভালমত ভেবে দেখতে,' বোঝানোর সুরে বলে চলল ল্যারী, 'যদি ওর সাথে একবার দেখা করতে—'

'বেশ্যাটার সাথে দেখা করার ইচ্ছে আমার নেই,' বিতৃষ্ণায় মুখ বাঁকাল মার্ক। 'জীবনটা নষ্ট করার ইচ্ছে থাকলে যাও। ধরে রাখব না আর!

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ল্যারী। তারপর নিরূপায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজা লাগিয়ে দিল মার্ক। অসহায় একটা ভাব ফুটেছে ওর কঠিন চেহারায়। ল্যারী বলেছে এক সপ্তার জন্য যাচ্ছে ওরা। পুরো একসপ্তা মেয়েটার সাথে কাটাবে ল্যারী! ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠল মার্ক। সানড্রার সাথে আরেকবার দেখা করার কথা ভাবল ও। বোঝানোর শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি? চিন্তাটা মুহূর্তের মধ্যে আবার বাতিল করে দিল। আসলে তাই চাইছে বেশ্যাটা—ফোন করুক অথবা সশরীরে দেখা করুক তার সাথে।

ডাইনী, মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মার্ক। দাঁড়াও, এমন ব্যবস্থা করব যা তোমার অহংকার ধূলোয় মিশিয়ে দেবে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরবে তুমি! ক্রুর হাসি খেলে গেল মার্কের ঠোঁটে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা এখন।

ফোনের কাছে এসে দাঁড়াল ও। রিসিভার তুলে ডায়াল করল লিণ্ডার নাম্বারে। মেয়েলী গলা ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে।

'লিণ্ডা, জানি এখন বেরোবার সময় নয় তোমার,' অজুহাত দেখানোর ভঙ্গিতে বলল মার্ক। 'কিন্তু আমি অপারগ। জরুরী কথা আছে কিছু।'

সম্পূর্ণ শান্ত কণ্ঠ লিণ্ডার, 'অবশ্যই মার্ক।'

কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মার্কের অন্তর। 'কুড়ি মিনিটের ভেতর আসছি।'

কিন্তু পাঁচ মিনিটেই লিণ্ডার বাড়িতে পৌঁলছ গেল ও। নক করল দরজায়। সাথে সাথেই দরজা খুলল মেয়েটা। এক পাশে সরে ভেতরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল মার্ককে। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল মার্ক।

'কোথাও গিয়ে ড্রিংক করব, চলো। মারাত্মক তেষ্টা পেয়েছে।' ওর মুখটা খুঁটিয়ে দেখল লিণ্ডা, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। শুধু বলল , 'একটু অপেক্ষা করো। কোটটা নিয়ে আসি।' কয়েক সেকেণ্ড পরই ফিরল ও। পাতলা কোটটা মার্কের হাতে দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল। পোশাকটা ওকে পরিয়ে দেয়ার ফাঁকে একটা কথা ভেবে দেখল মার্ক, তার সাথে বেরোবার জন্য মূল্যবান সময় নষ্ট করছে মেয়েটা।

ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছেটাই প্রমাণ করে ওর সঙ্গ ভাল লাগে লিণ্ডার। হয়তো ভালবাসতে শুরু করেছে একটু আধটু করে।

রাস্তায় এসে দাঁড়াল দুজন। হাত উঁচিয়ে একটা ট্যাক্সি থামাতে গেল মার্ক, বাধা দিল মেয়েটা। 'মাত্র দুই ব্লক দুরে একটা জায়গা আছে। অতোটা নিরিবিলি নয়। তবে আমার ধারণা আজ রাতে আর পরিবেশ দরকার পড়বেনা।'

চুপচাপ হাঁটা ধরল ওরা। মার্কের বাঁ কনুইয়ে লিণ্ডার হাত। বেশ কিছু ভাল গুণ আছে ওর যা খুব কম মেয়ের ভেতর থাকে। পুরুষের মাথায় যখন ঘুরতে থাকে চিন্তার জাল তখন কথা বলে বিপত্তির সৃষ্টি করেনা ও কখনো। ভাবনায় আচ্ছন্ন এখন মার্কের মন তাই ইচ্ছে থাকলেও মুখ খুলছেনা লিণ্ডা। তবে, উদগ্রীব হয়ে আছে মার্ক কি বলে শোনার জন্য।

একটা টেবিল দখল করে বসল দুজন। ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে মুখ খুলল মার্ক, 'সান্ড্রার ওখানে গেছে ল্যারী।'

'আচ্ছা?' কৌতূহলী হয়ে উঠল লিণ্ডা।

'সপ্তাখানেকের জন্য বেড়াতে যাবার চিন্তা করছে ওরা দুজন। অনেক চেষ্টা করেছি গাধাটাকে ফেরানোর। কিন্তু না! মাথা সম্পূর্ণ গুলিয়ে গেছে ল্যারীর।'

'তাহলে ফেরাতে পারলে না ওকে?'

কর্কশ শোনাল মার্কের হাসির শব্দ। 'ঢালাই করা মন ল্যারীর। সামান্য আঁচড় পর্যন্ত বসাতে পারিনি।'

'বেশ্যাটার সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'দেখাতো দূরের কথা–ওর সাথে কথা বলতেও ঘৃণা লাগছে,' তিক্ত সুরে জানাল মার্ক।

'আমার মতে বদলাবদলিতে একটা প্রস্তাব ওকে দেয়া উচিত ছিল তোমার। ল্যারীর বদলে তুমি হতে ওর প্রমোদ সঙ্গি।'

মার্কের জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে মুখের ক্ষীণ হাসি মুছে গেল লিণ্ডার। 'বলতে বাঁধলনা একটুও?' কর্কশ গলা মার্কের।

'ক্ষমা করে দাও। বলা উচিত হয়নি।' মার্কের বাহুতে একটা হাত রাখল ও। 'ব্যাপারটা তোমার ব্যক্তিগত।'

আহত স্বরে বলল মার্ক। 'কিভাবে ভাবতে পারলে তা আমার দ্বারা সম্ভব?'

'মহিলাকে চিনি বলেই ধারণাটা করেছি। ওর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে। অবশ্য ওকে যে খুব একটা ভাল লাগেনি তাও বলেছ। কিন্তু নিরুপায় তুমি। শক্ত গিঁট দিয়ে তোমার হাত দুটো বেঁধে ফেলেছে হারামজাদী। সুতরাং ওর কথা মতই কাজ করবে তুমি ধরে নিয়েছিলাম।'

কণ্ঠে অনুতাপ ফুটল মার্কের। 'কিভাবে যে ঘনিষ্ট হয়েছিলাম বেশ্যাটার সাথে, নিজেও জানিনা। ভেবেছিলাম ওটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব। কিন্তু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছে সে। তার মতে আমার চেয়ে ওকেই বেশি বিশ্বাস করে ল্যারী। তাছাড়া, আরেকটা ব্যাপারও ভেবেছি, না হয় আমাকেই বেশি বিশ্বাস করল ল্যারী। কিন্তু কিভাবে ছোট ভাইকে বলব–তোমার প্রেমিকাকে নিয়ে বিছানায় গেছি......।'

দু চোখে স্পষ্ট অনুতাপ নিয়ে লিণ্ডার দিকে তাকাল মার্ক। 'লিণ্ডা, কসম কেটে বলছি এসব ঘটেছে তোমার আর আমার ডিনারের আগে। আর কখনো এমন কাজ....'

মাথা নেড়ে ওকে চুপ করিয়ে দিল লিণ্ডা, বলল, 'চুপ কর, মার্ক। দোষ নেই তোমার। মেয়েরা পারেনা এমন কিছু নেই। যাক, এ ব্যাপারে কথা বলার আগ্রহ বোধ করছি না। তবে, হ্যাঁ, তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এসব আর ঘটার সম্ভাবনা নেই।' হঠাৎ মুচকি হাসল লিণ্ডা। 'অবশ্য ট্রিমেন চাইলে এই মুহূর্তেও তোমার মন পরিবর্তন করে দিতে পারে।'

'লিণ্ডা,' আহত স্বরে বলল মার্ক। 'কোনদিন কি ভেবেছে নিজেকে নিয়ে? জাননা, কতটা অপূর্ব তুমি।'

'আমি?' চোখ কপালে তুলল লিণ্ডা। 'সাধারণ একটা মেয়েকে...'

মাঝপথে চুপ হয়ে গেল ও। মার্কের চোখের ভাষা পড়ে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। 'যাক,' প্রসঙ্গ পাল্টাল ও। 'বেশ্যাটাকে কিভাবে টিট করা যায় তাই এখন ভাবা উচিত আমাদের।'

'জানো, লিণ্ডা, মাঝে মাঝে মনে হয় দড়ির শক্ত একটা ফাঁস আমার গলায় চেপে বসছে। ফাঁসের দড়িটার অন্য প্রান্ত সাণ্ড্রার হাতে। যে কোন সময় দড়িতে টান মেরে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলবে। প্রতিদিন একটু একটু করে দমবন্ধ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। ভুয়া কোন মামলা সাজিয়ে ল্যারীকে জেলে পোরার কথাও মনে এসেছিল। মাগীটার কবল থেকে ওকে রক্ষা করার সবগুলো সম্ভাবনাই ভেবে দেখেছি। কিন্তু কাজে লাগাতে পারিনি একটাও।'

'হারামজাদী,' ঘৃণার সুরে বলে উঠল লিণ্ডা। 'সারাদিন ভেবে আমিও সমাধান খুঁজে পাইনি কোন। অফিসের সবগুলো ফাইল পরীক্ষা করে দেখেছি। তবে নিজেও জানতাম না ঠিক কি খুঁজছি। সম্ভবত এমন কোন তথ্য যা সবার কাছ থেকে গোপন রাখতে চায় সাণ্ড্রা। অমন একটা কিছু পেলে সাহায্য করতে পারতাম তোমাকে। ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে হলেও দমানো যেত ওকে। কিন্তু,' শুকনো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'গাধার খাটুনি ছাড়া কিছুই করতে পারিনি। ডাইনীটা আমাদের চেয়ে শতগুণ ধূর্ত। গোপনীয় জিনিস অফিস ফাইলে রাখার ঝুঁকি সে নেয়নি।'

লিণ্ডার একটা হাত চেপে ধরল মার্ক। 'তোমার সাথে কথা না বলতে পারলে পেট ফেটে মারা যেতাম। সত্যি বলছি, লিণ্ডা, তোমাকে মনের কথাগুলো বললে নিজেকে অনেক ভারমুক্ত মনে হয়।'

গভীর দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখল ওরা। সম্মোহিত হয়ে গেল দুজন। ড্রিংকস নিয়ে ওয়েট্রেস আসার পরে ধ্যান ভাঙল ওদের।

হাত সরিয়ে নেবার সময় হেসে উঠল লিণ্ডা। হাসির দমকে কেঁপে উঠল শরীর। 'ওহো, মার্ক নিলি,' হাসতে হাসতেই বলে উঠল ও। 'জান, এইমাত্র আমার সারা দেহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ তুমি?'

ড্রিংকে লম্বা ড্র চুমুক দিল লিণ্ডা। তারপর আবার চোখ তুলে তাকাল। 'ম্যান, বোধহয় বেশি বলে ফেলেছি আজ।' কথা শেষে অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল ও, যাতে মার্কের সাথে চোখাচোখি আর না হয় । কিন্তু অন্যদিকে চোখ ফিরিয়েই মুখভাব পাল্টে ফেলল। কারো ওপর চোখ আটকে আছে ওর। 'এমন একজন এদিকে আসছে যাদের দেখামাত্র

বিছানায় নিয়ে যায় ট্রিমেন,' কৌতুকের সুরে বলল লিণ্ডা। 'প্রকাণ্ডদেহী, অল্প বয়স আর নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। আমার ধারণা ছোঁড়াকে নিয়ে ইতিমধ্যে মৌজ করে নিয়েছে মাগীটা।'

লিণ্ডার দৃষ্টি অনুসরণ করে মাইক ক্যালিকে দেখতে পেল মার্ক। একটা বুথ থেকে বেরোচ্ছে।

'যত্তসব,' তিক্ত গলায় বলল ও। 'নিরিবিলিতে বসার জন্য জায়গাটা বেছে নিয়েছি, কিন্তু এখন দেখছি উল্টো। আশা করি আমাদের দেখেনি ছোকরা।' আরেকটু কোণার দিকে ঝুঁকে নিজেকে আড়াল করে নিল ও। 'পাশ কাটিয়েও চলে যেতে পারে। দেখা যাক কি হয়।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল লিণ্ডা। খেয়াল করার পর ব্যাখ্যা করল মার্ক, 'ল্যারীর সাথে দীর্ঘদিনের শত্রুতা আছে এই ক্যালির। পরে বলব ঘটনাটা। ল্যারীর ভাই বলে আমাকেও পছন্দ করে না ছোকরা। সবসময় ঝামেলা পাকানোর ফন্দি খোঁজে। যাহোক, হয়তো দেখতে পায়নি আমাদের।'

কিন্তু মিথ্যে হয়ে গেল মার্কের ধারণা। বিরক্তিসূচক শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। না তাকিয়েও বুঝতে পারল ওদের বুথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ক্যালি।

'বেশ, বেশ,' ক্যালির কণ্ঠে বিদ্রুপ, 'অমন গুণধর ভাইয়ের ভাই বলেই খোলা জায়গায় বেহায়াপনা করতে বাঁধে না।'

কঠোর গলায় ধমকে উঠল মার্ক, 'কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলান ছোট লোকের কাজ, ক্যালি।'

মাথা দোলাল মাইক ক্যালি। মাতাল সে। টলছে। মার্কের কথা শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। তারপর চোখ বুলাল লিণ্ডার ওপর, দু চোখে লালসা।

'লোকটার কথা শোন,' লিণ্ডার উদ্দেশ্যে বলল সে। 'মনে হয় দুনিয়ার সব মেয়ে ওর একার সম্পত্তি। তোমার ওপরও ফলাচ্ছে কর্তৃত্ব।'

'কর্তৃত্ব ফলানোর অধিকার আছে অবশ্যই। বাজি ধরতে পার,' রেগে গেল মার্ক। ক্যালির চাহনি লিণ্ডাকে গিলছে—লক্ষ্য করেই ক্ষেপে উঠছে ও।

'মার্ক?' লিণ্ড্রার কণ্ঠে বিরক্তির সুর, 'কোন বন্ধুর সাথে বুঝি এভাবে কথা বলতে হয়?'

ঝট্ করে ফিরে তাকাল মার্ক। হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। দু চোখে অবিশ্বাস। ওর পক্ষে কথা বলছে লিণ্ডা?

এক কান থেকে আরেক কানে গিয়ে ঠেকল ক্যালির হাসি। আরও সাহসী হয়ে উঠল তার কুৎসিত চাহনি। নেমে এল বুকের সুডৌল মাংসপিণ্ড দুটোর ওপর। খানিকপর দৃষ্টি নামল দুই উরুর মাঝামাঝি বরাবর...নেড়ি কুকুরের মত ক্রমাগত জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে ক্যালি।

'মার্ক,' উৎফুল্ল গলা লিণ্ডার, 'তোমার বন্ধু যদি আমাদের সাথে যোগ দেয় কেমন হয় তাহলে?'

'না,' প্রবলভাবে মাথা নাড়ল মার্ক। রাগে-উত্তেজনায় গলাটা কেঁপে গেল।

মজা পেয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসল ক্যালি। 'প্রতিটা মেয়ের নিজস্ব একটা পছন্দ আছে। শক্ত সমর্থ পুরুষকেই ওরা পছন্দ করে।' ঝুঁকে লিণ্ডার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'আমি নিশ্চিত নিলির মত মানুষের মাঝে ওসব পাবে না। যাক, আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি মাইক ক্যালি।'

বাড়ানো হাতটা দৃঢ় ভাবে চেপে ধরল লিণ্ডা। ক্যালির চওড়া মুঠিতে অদৃশ্য হলে ওর কোমল হাত। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি লিণ্ডা উইলিয়ামস।'

অনেকক্ষণ জোড়া লেগে থাকল হাত দুটো। দুচোখে বিষ নিয়ে তাকিয়ে রইল মার্ক। এখন ডজনখানেক মানুষ খুন করতেও বাঁধবে না ওর।

'তুমি কি বসবেনা, মিঃ ক্যালি?' জিজ্ঞেস করল লিণ্ডা। এক পাশে সরে জায়গা করে দিল বসার জন্য। 'আশা করি ভালই কাটবে সময়!'

'বন্ধুরা মাইক বলে ডাকে আমাকে,' বলতে বলতে বসে পড়ল সে। বিশাল দেহের চাপে দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল লিণ্ডার নরম দেহটা। ওর পেলব উরুর ওপর একটা হাত রাখল ক্যালি, আস্তে আস্তে ওপরের দিকে এগোচ্ছে তার হাতটা।

ক্ষোভে-দুঃখে ভেতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে মার্কের। তীব্র ঘৃণাভরা চাহনীতে মাতালটার বেহায়াপনা দেখছে ও। ঘটনাগুলো এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। লক্ষ্য করল, ক্যালিকে খুব একটা বাধা দিচ্ছে না লিণ্ডা!

উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে আর হো হো করে হাসছে ক্যালি। হাসছে লিণ্ডাও। ক্যালির কাঁধের সাথে লেপ্টে আছে ওর একটা বুক। নগ্ন লালসা ফুটে আছে ক্যালির চোখে-মুখে। নির্বাক-বিস্ময়ে দুজনকে দেখছে মার্ক। মেয়েটাকে দ্বিচারিণী ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছে না এখন। অথচ একেই ভালবাসতে শুরু করেছিল!

‘একটু সরে বসো, ডার্লিং,’ আবেগ-আপ্লুত গলায় বলল লিণ্ডা। ‘ওয়েট্রেসকে ডাকব ড্রিংকের অর্ডার দিতে।’

‘উহুঁ,’ বিরক্তিসূচক শব্দ করে হাতটা সরিয়ে নিল ক্যালি। ‘কি দরকার ওসবের?’

ইশারায় ওয়েট্রেসকে ডাকল লিণ্ডা। অর্ডার দেবার সময় ইঙ্গিতে মার্ককে দেখিয়ে বলল, ‘বিলটা ওর নামে হবে।’

যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে মার্কের। ঠিক করল আগামী তিরিশ সেকেণ্ডের ভেতর স্থান ত্যাগ করবে ও। বারেকের জন্যও মেয়েটার কথা আর ভাববেনা। মিথ্যাবাদী। মনে মনে গালি দিয়ে উঠল ও। ও নিশ্চিত হয়ে গেছে-যে কোন জোয়ান পুরুষের সাথে ঢলাঢলিতে দ্বিধা নেই লিণ্ডার।

দু ঢোকে ড্রিংকের গ্লাস খালি করল ক্যালি। ‘আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে ছিল,’ অকৃত্রিম দুঃখের সুরে বলল ও। ‘কিন্তু পেছনের বুথে একজনকে বসিয়ে রেখে এসেছি।’ লিণ্ডার দিকে কাঙালের মত তাকাল ও। ‘বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা!’

‘হ্যাঁ,’ ভারাক্রান্ত স্বরে জবাব দিল লিণ্ডা। ‘আশা করি–’ বলেই থেমে গেল, তারপর নতুন সুরে বলল, ‘এভাবেই কিন্তু সব কিছুর শুরু।’

‘তারমানে আবার দেখা হবে আমাদের?’ উৎসাহের সাথে জানতে চাইল ক্যালি।

চেহারা উজ্জ্বল করে তুলল লিণ্ডা। ‘অসুবিধেটা কোথায়?’

‘ওহ্ ধন্যবাদ।’ লিণ্ডার উরুতে জোরে একটা চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

অস্বাভাবিক শান্ত মার্কের চেহারা। তবে ভেতরে ভেতরে তাজা সলতে লাগানো ডিনামাইট হয়ে আছে সে। সলতেতে আগুন ধরানো শুধু বাকি। ক্যালি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকল ও। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘দারুণ একটা দৃশ্যই ছিল বটে।’

জবাবে লিণ্ডা কিছুতো বললইনা, বরং হাসতে শুরু করল মুখে পেপার ন্যাপকিন চেপে। হাসি যেন থামাতেই পারছে না। একসময় বলে উঠল, ‘মার্ক, এখান থেকে তাড়াতাড়ি বের করে নিয়ে চল আমাকে। কুইক।’

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মাইক। সম্পূর্ণ হতভম্ব। ভেবেছিল মেয়েটাকে ক্রমে বুঝতে পারছে, এখন বুঝল ধারণাটা ভুল। অত্যন্ত রহস্যময় চরিত্র লিণ্ডার।

টেবিলের ওপর বিলটা রেখেই উঠে দাঁড়াল ও। কিছু খুচরো ফেরত পেত, কিন্তু জায়গাটায় আর কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়েই মারা যাবে।

বাইরে আসার পর হেসে ওর গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল লিণ্ডা। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল হাসার চোটে।

বরফের মত শীতল মার্কের চেহারা। বিগত মুহূর্তেগুলোয় এমন মজার কিছু ও দেখতে পায়নি যা হাসির খোরাক হতে পারে।

কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণে আসার পর জানতে চাইল লিণ্ডা, 'লোকটাকে বড়শিঁতে গাঁথতে পেরেছি?'

'শুধু কি বড়শিঁতে গাঁথা, মাথাও খারাপ করে দিয়েছ,' ঘৃণায় সুরে বলল মার্ক।

সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাল লিণ্ডা। 'তুমি জেলাস, মার্ক।' ঠোঁটে আবেগ মাখা হাসি ফুটিয়ে বলল।

'না। বহুভোগ্যা কোন মেয়ের জন্য জেলাস হবার প্রশ্নই ওঠেনা।'

হালকা সুরে হেসে উঠল লিণ্ডা। 'আরে বোকা, ওর সাথে শুয়েছি নাকি আমি? শুধু হাত দিয়ে যেটুকু সম্ভব। আচ্ছা, একটা ব্যাপার কি ভেবে দেখেছ? যে সমস্যায় আমরা দুজন হাবুডুবু খাচ্ছি তা অলৌকিকভাবে হাজির হয়ে সমাধান করে দিয়েছে ক্যালি।'

শুন্য দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল মার্ক। মেয়েটার কোন কথাই ঢুকছে না ওর মাথায়।

বাচ্চা ছেলেকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলতে লাগল লিণ্ডা। 'প্রতিদিন বিকেলে ড্রিংক করার জন্য বেরোয় ট্রিমেন। ওর প্রিয় ককটেল লাউঞ্জটা চেনা আছে আমার। ধরো, ক্যালির সাথে আমাকে ওখানে দেখল সে? ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা কি করবে না ক্যালিকে? অমন জোয়ান মরদকে ভোগের লোভ অন্তত ট্রিমেন সামলাতে পারবে না।'

ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝার পর দুচোখ ভয়ে বিস্ফোরিত করে তুলল মার্ক। 'আবার মাতালটার সাথে মিলতে চাও? কিভাবে ভাবলে লম্পটটার সাথে আর এক মিনিটও কাটাতে দেব তোমাকে?'

'দেখ, মার্ক, কচি খুকি না আমি। ভাবছ ওর মত একটা ভাঁড়কে সামলাতে পারব না?'

ক্রমাগত মাথা নাড়তে লাগল মার্ক। দেখে রেগে গেল লিণ্ডা। 'তাহলে নতুন কিছু ভাবা উচিত তোমার। মনে অবিশ্বাস নিয়ে কারো সাথে সম্পর্ক

করতে এসো না।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্ক। নতুন কিছু ভাবার শক্তি ওর নেই। নিজেও জানে না মেয়েটাকে কতটা আপন করে নিয়েছে সে। কিন্তু যুক্তিটাও মেনে নিতে পারছে না সুস্থ মস্তিষ্কে। 'না। ওটি হচ্ছে না,' জেদের সুরে বলল ও। তবে, কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে অনেক দুর্বল। শেষমেষ লিণ্ডার রাগত চাহনি সহ্য করতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'কোন কাজ হবে এতে?'

মিষ্টি হাসি উপহার দিল লিণ্ডা। 'সাণ্ড্রা ক্যালিকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর ল্যারীসহ ওদেরকে অনুসরণ করব আমরা। যেহেতু আমরা দুজনই জানি ছোড়াকে নিয়ে কোথায় যাবে ট্রিমেন। যাক, এরপর কি হবে ভেবে দেখেছ? তোমার কথা না হয় বিশ্বাস করবে না ল্যারী, কিন্তু নিজের চোখকে কি অবিশ্বাস করতে পারবে?'

নিদারুণ মানসিক পিড়নে কাতরে উঠল মার্ক। 'যদি জানতে শুয়রটাকে তোমার পাশে দেখলে কতটা কষ্ট পাব আমি!'

ঠোঁটে আবার আদুরে হাসি ফোটাল লিণ্ডা। 'আমি সব বুঝি। বিশ্বাস করো, উদ্দেশ্য আছে বলেই ঘনিষ্ঠ হচ্ছি ছোড়াটার সাথে। ওর প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই আমার।'

'তোমার জন্য দুশ্চিন্তায় থাকব।'

'দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই, হানী,' নরম সুরে আশ্বাস দিল লিণ্ডা। 'বুঝতে পারছ না কেন? যা করছি সবইতো তোমার জন্য। আর এই স্বান্তনাটুকুই আমার কাছে বড়। কসম কেটে বলছি, আমাকে কোনদিন বিছানায় নিতে পারবেনা ক্যালি। কেউ পারবে না। শুধু তুমি ছাড়া...' দু'চোখে আবেগ নিয়ে কথা শেষ করল ও।

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল মার্ক। হাঁটতে শুরু করল দু'জনে।

হাঁটতে হাঁটতে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করল ওরা। শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হলো মার্ককে। লিণ্ডার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে থামল ওদের কথা। দরজা খোলার পর ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানাল লিণ্ডা। রুমে পা রেখেই নিজের ভেতরে একটা পরিবর্তন টের পেল মার্ক। কোন মতেই ক্ষ্যাপাটে ভাবটা দূর করতে পারল না মাথা থেকে! নির্জন অ্যাপার্টমেন্টের পরিবেশ গরম করে তুলল ওর শরীর। কমলা কোয়া অধর, ভরাট বক্ষ আর ভারী নিতম্বের কথা ভেবে পূর্ণ আকৃতি নিয়ে জেগে উঠল ওর পৌরুষ। মুক্ত না করলে প্যান্ট ছিঁড়েই বেরিয়ে আসবে ওটা।

গা থেকে কোটটা খুলে সোফার হাতল লক্ষ্য করে ওটাকে ছুঁড়ে মারল লিণ্ডা। তারপর ঘুরে সরাসরি মার্কের চোখে চোখ রাখল। চাহনিতে পরিষ্কার যৌন আবেদন। পাগল হয়ে উঠল মার্ক। বহু কষ্টে সংযত রাখল নিজেকে।

অনেকক্ষণ এক হয়ে থাকল চারজোড়া চোখ। নতুন করে পরস্পরকে জেনে নিচ্ছে ওরা। হঠাৎ করে মার্ক উপলব্ধি করল সারা জীবন এমন একটা মেয়েকেই খুঁজে ফিরেছে সে। একে ছাড়া আর একদণ্ডও চলবে না তার।

দুর্বার এক আকর্ষণে ছুটে এসে মার্কের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লিণ্ডা। এত আকর্ষণ, ভাল লাগার অনুভূতি আগে কখনো অনুভব করেনি ও। বলিষ্ঠ পুরুষ দেহটার সাথে ওর নরম শরীর এক হয়ে যেতেই অভূতপূর্ব শিহরন ছড়িয়ে গেল সর্বাঙ্গে। নিজেকে এখন পুরো নিঃশেষ করে দিতেও আপত্তি নেই ওর।

'মার্ক,' ফিসফিস করে উচ্চারণ করল লিণ্ডা। 'কি হয়ে গেল আমাদের?'

'জানি না।' উষ্ণ, আবেগ তাড়িত গলা মার্কের।

বারো

'মার্ক, মার্ক,' আবেগে-উত্তেজনায় গুঙিয়ে উঠল লিণ্ডা। অক্টোপাসের মত মার্কের ঘাড় আঁকড়ে ধরে আছে ও। প্রচণ্ড নিস্পেষনে ওর দেহটা মথিত করছে মার্ক। ওর উষ্ণ, কোমল ঠোঁট জোড়া গ্রাস করে নিয়েছে নিষ্ঠুর দুটো পুরুষালী ঠোঁট।

কেটে যাচ্ছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত, বিরাম নেই ওদের। নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেছে দুজনার। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে হাঁপরের মতো। থর্ থর্ করে কাঁপছে মার্ক। লিণ্ডার কাঁপুনীও টের পাচ্ছে সে।

সহসা মার্ককে হতাশ করে দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লিণ্ডা। ভেতরে ভেতরে তাজা বিস্ফোরক হয়ে আছে মার্ক। মরিয়া ভঙ্গিতে আবার জাপটে ধরতে গেল লিণ্ডাকে। হাত তুলে বাধা দিল লিণ্ডা।

'প্লিজ, ওভাবে নয়। তাড়াহুড়ো করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। মজা পাবো না। আগে কাপড়চোপড় খুলতে দাও। সারাটা রাত তো হাতে আছেই।'

'লিণ্ডা, ডার্লিং,' গলার স্বর ভারী হয়ে এল মার্কের। 'আর সহ্য করতে পারছি না। তাড়াতাড়ি কাপড় খোলো।' কাঁপা হাতে নিজের কাপড় খুলতে শুরু করল ও।

ব্লাউজটা খুলে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলল লিণ্ডা। ব্রা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ভরাট সম্পদদ্বয়।

নগ্ন পুরুষ দেহটা জরিপ করে কামনার হাসি-হাসল লিণ্ডা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিসফিসে স্বরে ডাকল, 'এসো, ডার্লিং। ব্রার হুক্ খুলে দাও!'

এলোমেলো পায়ে এগিয়ে এলো মার্ক। ত্রস্তহাতে হুক্ খুলে ফেলল। ছুঁড়ে ফেলল ব্রা। লাফিয়ে বেরিয়ে এলো দুটো সাদা কবুতর। ক্ষেপে গেল মার্ক। হেঁচকা টানে মিনি স্কার্টটা খুলে ফেলল। ওটাকেও নিক্ষেপ করল মেঝেতে। পরক্ষণে লিণ্ডার নগ্ন দেহটা দুহাতে জাপটে ধরে কামড় বসাল ওর একটা বুকে। একটা হাত প্যান্টির ভেতর ঢুকিয়ে খামচে ধরল মাংসল নিতম্ব।

'উঁহু, বেবি। এখানে নয়,' আপত্তি জানাল লিণ্ডা। বেডরুমের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করল সে। 'ওখানে চলো। নরম বিছানায় শুয়ে যা খুশি কোরো!'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডান দিকের একটা দরজার দিকে পা বাড়াল লিণ্ডা। ওর ঢেউতোলা নগ্ন নিতম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল মার্ক।

দোরগোড়ায় থেমে আবার ঘুরে দাঁড়াল লিণ্ডা। মদালসা চাহনি। 'কাম ইন ডার্লিং। আজ মনের সুখে যা খুশি করো। আপত্তি করবো না,' আমন্ত্রণটা জানিয়েই কামরায় অদৃশ্য হলো ও।

দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে বেডরমের দরজায় থামল মার্ক। আবছা আলো কামরায়। আলো যা আসার লিভিং রুমের খোলা দরজাপথে আসছে। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে লিণ্ডা। অস্পষ্ট নজরে আসছে ওর চেহারা। তবে দেহটা নজরে আসছে পরিষ্কার। পাতলা একটা চাদরে নগ্ন শরীর ঢেকে রেখেছে লিণ্ডা। চাদর ঠেলে উঁচু হয়ে থাকা বক্ষ সম্পদে চোখ বোলাল মার্ক। তারপর চোখ নামাল পেটের ওপর। শেষে ওর দৃষ্টি স্থির হলো উরুসন্ধিতে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না ও। প্রায় ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। লিণ্ডার শরীরের ওপর থেকে চাদরটা সরাল কাঁপা হাতে। তারপর দেহের ভার চাপিয়ে দিল ওর কোমল নারী দেহের উপর।

অক্টোপাসের মত দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরল লিণ্ডা। আর এক পা দিয়ে পেঁচিয়ে রাখল নিতম্ব। মার্কের প্রকাণ্ড জিনিসটা সেঁটে আছে ওর দুই উরুর মাঝখানে। পাগল হয়ে উঠেছে মার্ক। লিণ্ডার গোলাপী অধর মুখে পুরে চুষছে লজেন্সের মত। আর ডান হাতে দলিত মথিত করছে একটা স্তন। বাঁ হাত দিয়ে ক্রমাগত খামচাচ্ছে লিণ্ডার মাংসল ভরাট নিতম্ব।

'ওহ্, ওহ্ মার্ক,' কাঁতরে উঠল লিণ্ডা। মার্কের মাথায় পিঠে অনবরত হাত বুলাচ্ছে ও। মাঝে মাঝে খাবলে ধরছে পিঠের মাংস। সারাক্ষণ আরামসূচক শব্দ বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে।

'লিণ্ডা বেবী...লিণ্ডা, বেবি' আয়েশে চিৎকার করতে করতে ওর কানের লতিতে মৃদু কামড় বসাল মার্ক। সেখান থেকে মুখ নামিয়ে আনল গলায়। উষ্ণ ভেজা চুম্বনে গলা ভিজে গেল লিণ্ডার। ধীরে ধীরে মুখ নামাচ্ছে মার্ক। আবেশে দু চোখ বুজে আছে লিণ্ডা। ওর মুখ হাঁ হয়ে আছে এক আনন্দ-শিহরনে। দুই বুকের খাঁজে মুখ ডুবিয়ে চুম্বন করল মার্ক। গুঙিয়ে উঠে দুহাতে মার্কের চুল খামচে ধরল লিণ্ডা। দৃঢ়ভাবে মাথাটা বুকে চেপে রাখল–যেন ভয় পাচ্ছে, ধরে না রাখলে মাথা সরিয়ে নেবে মার্ক।

'ওহ্, মার্ক,' প্রবল কামনায় কেঁপে উঠল লিণ্ডার গলা। 'আর সহ্য করতে পারছিনা! তাড়াতাড়ি করো!

'একমিনিট, বেবী,' আবেশ-জড়ানো সুরে বলল মার্ক। 'আরেকটু চেখে নিই তোমার শরীরটা তারপর। যা অবস্থা, হয়তো শুরু করা মাত্র আউট হয়ে যাব আমি।' মুখ আরও নীচের দিকে নামিয়ে আনল ও। জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করল লিণ্ডার নাভী। খানিক পর দু'উরুর মাঝখানে নামল ওর জিভ, চেটে চেটে ভিজিয়ে দিল । তারপর আলতো কামড় বসাল। ডান হাতটা স্তন থেকে সরিয়ে এনেছে ও, কিন্তু বাঁ হাতটা ব্যস্তই থাকল লিণ্ডার নিতম্বে।

তিরতির করে কাঁপছে লিণ্ডার সর্বাঙ্গ। চোখ মুখ লাল। তীব্র যৌন উন্মাদনায় দাঁতে দাঁত লেগে গেছে ওর। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। সবচেয়ে সংবেদনশীল জায়গায় মার্কের জিভের ছোঁয়া লাগতেই চরম মুহূর্তে পৌঁছে গেল ও। সিক্ত হয়ে উঠল মার্কের মুখ-মণ্ডল।

মার্ক দু'হাতে লিণ্ডার উরু ফাঁক করে ধরল। তারপর উঠে বসে দু'হাতে উঁচু করল লিণ্ডার পা দুটো। অপলক চোখে দেখল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর সজোরে প্রবেশ করল ওর শরীরে।

সামান্য কুঁকড়ে গেল লিণ্ডার দেহ। মার্কের শিশ্ন বেশি লম্বা নয়, তবে ভিষণ প্রশস্ত। লিণ্ডার মনে হলো ছিঁড়ে যাবে ওর নিম্নাংগ।

স্টীম ইঞ্জিনের মত কাজ শুরু করল মার্ক। দুই হাতের চাপে লিণ্ডার পেট আর হাঁটু এক করে ফেলেছে ও। কিন্তু এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যে, বেশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারল না। স্খলন ঘটল ওর। আবেশে দু চোখ বুজল লিণ্ডা। এত সুখ, এত শান্তি আগে কেউ দিতে পারেনি ওকে।

গভীর আবেগে মার্কের মাথাটা বুকে চেপে ধরল লিণ্ডা। ওর সারা মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ। 'ডার্লিং,' ক্লান্ত গলা ওর। 'এত সুখ কোনদিন পাইনি। ইশ, কেন যে নিজেদের এতদিন বঞ্চিত করলাম আমরা'"

মুখ উঁচু করে লিণ্ডার নাকের ডগায় চুমু খেল মার্ক। 'একটা ব্যাপার কি ভেবে দেখেছ? যদি বাচ্চা হয়ে যায়!'

'হোক,' নিরুদ্বিগ্ন স্বরে জবাব দিল লিণ্ডা। 'পিতৃ পরিচয় থাক বা না থাক, বাচ্চাটাকে মানুষ করব আমি।' নিরবে কি যেন ভাবল ও। হঠাৎ মাথা তুলে তাকাল উৎসুক দৃষ্টিতে। 'জানি, আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে অনুরোধ করতেও যাচ্ছি না। কারণ-কুমারী নই আমি। অতীতেও মিলিত হয়েছি আমি কয়েকজনের সাথে।' ও যে প্রথম পুরুষ নয় জানে মার্ক। কিন্তু কিইবা এসে যায় তাতে? লিণ্ডা কি তার জীবনের প্রথম নারী? না। তাছাড়া, যা কিছু ঘটেছে সেসব এখন অতীত।

তখন পরস্পরকে চিনতো না ওরা। সুতরাং ওসব ঘটনা তুচ্ছ-স্বাভাবিক বলেই ধরল মার্ক।

সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশি দেরী করল না মার্ক। মগজ খাটিয়ে সঠিক শব্দগুলো গুছিয়ে নিল। তারপর বলল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি, লিণ্ডা।'

ডান হাতের একটা আঙুল মার্কের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল লিণ্ডা। 'না। এখন নয়, মার্ক। এখন এমন কিছু বলে বসো না যা পরে ফিরিয়ে নিতে হয়।'

আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মার্ক। কেন যে মেয়েটা উপলব্ধি করতে পারছেনা ওর মনের কথা–ভেবে পেলনা। হয়তো ওর কণ্ঠস্বরে কিছুটা হলেও কৃত্রিমতায় আভাস পেয়েছে সে।

'আসলে কাঁচা লোক আমি,' বলল ও। 'আগে কাউকে বলে কথাটা রপ্ত করে রাখিনি। তাই বোধহয় খাঁটি শোনাচ্ছে না।'

ওর কথায় ছেলেমানুষির ছোঁয়া পেয়ে হেসে ফেলল লিণ্ডা। পরক্ষণে কেঁদে উঠল আবেগে।

'বোঝনা কথাটা শোনার জন্য কত উতলা আমার মন?' কান্নার দমকে শরীর কেঁপে উঠল ওর। 'কিন্তু শোনার কি অধিকার আছে আমার? কেন প্রতারণা করব তোমার সাথে? কেন সুযোগ নেব দুর্বলতার?'

'নো, ডার্লিং,' লিণ্ডার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল মার্ক।

'মোটেও প্রতারিত হব না আমি। একশ ভাগ নিশ্চিত এ ব্যাপারে। আর তাই আবার বলছি–আমি তোমাকে ভালবাসি....গভীরভাবে ভালবাসি!'

ওর ঘাড়ে মুখটা চেপে ধরল লিণ্ডা। ভেজা স্পর্শ অনুভব করল মার্ক। কাঁদছে লিণ্ডা। কাঁদুক। বাধা দিল না মার্ক। সুখের কান্না আরও গভীর করে তোলে প্রেমকে।

পাশাপাশি শুয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটাল ওরা। মাঝে-মধ্যে হাত বাড়িয়ে দু'জনই জেনে নিচ্ছে পরস্পরের দেহের গোপন রহস্য। মার্কের নেতিয়ে পড়া জিনিসটা একহাতে নাড়াচাড়া করছে লিণ্ডা। সম্ভবতঃ আবার ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছে। 'মার্ক,' হঠাৎ ডাকল মেয়েটা। 'ক্যালিকে কালই আসতে বলব আমি।'

'প্রয়োজন নেই আর। মনে হয় না ডাইনীটা ফাঁদে পা দেবে।'

মাথা নাড়ল লিণ্ডা। 'আসবেই। ভাল করেই চিনি হারামজাদিকে। ড্রিংক করার নামে আসলে জোয়ান মরদ শিকার করতেই বেরোয় সে। একদিন ওটা না করতে পারলে পাগল হয়ে ওঠে। কাজে মন বসাতে পারে না। শুধু শুধু আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ তুমি, ডার্লিং। ক্যালির চৌদ্দ পুরুষের সাধ্য

নেই আমার ক্ষতি করে। ওর সাথে বিছানায় যাবার কথা ভাবলেও বমি আসে।'

কয়েক মুহূর্ত নিজেকে সংযত রাখল মার্ক। তারপর তিক্ত সুরে চেঁচিয়ে উঠল, 'যত্তসব, লিন্ডা! আমি ছাড়া অন্য কেউ কোন সাহসে হাত দেবে তোমার গায়ে। কসম কেটে বলছি, বেশি বাড়াবাড়ি করলে এবার খুনই করে ফেলব শুয়োরের বাচ্চাটাকে।'

'অযথা রাগ করছ, ডার্লিং।' সান্ত্বনার সুরে বলল লিণ্ডা। মনকে কিছুতেই পোষ মানাতে পারছেনা মার্ক। তবে, লিণ্ডার কথাতেও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে ও। কাজ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এই কৌশলে।

'তাহলে পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলো আমাকে। কিভাবে শুরু করছ?'

'আগে দেখি সত্যি সত্যি কাল বিকেলে রওনা দেয় কিনা ট্রিমেন।' বলে চলল লিন্ডা। 'রওনা দিয়ে দিলে আর প্রয়োজন পড়বেনা ক্যালির। যাহোক, ওকে ডাকার আগে তোমাকে বলব। ধরো আমার কাছ থেকে ক্যালিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ট্রিমেন। তুমি ওর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থাকলে। ও ক্যালিকে নিয়ে ঢুকলেই ফোন করে খবরটা দিলে আমাকে। আমি তখন ফোন করব ল্যারীকে। তুমিইতো বলেছিলে আমার গলার স্বর অবিকল সাণ্ড্রার মত। সুতরাং এক ছুটে হাজির হবে ল্যারী।'

সবটাই লিন্ডার ধারণা। বাস্তবায়িত করা গেলে ফল পাওয়া যাবে। ক্যালির সাথে সাণ্ড্রাকে মিলিত হতে দেখলে হয়তো আর গাধা থাকবেনা ল্যারী। মহিলার স্বরূপ ধরতে পেরে নিঃসন্দেহে শুধরে নেবে নিজেকে।

ভালমত ভেবে দেখল মার্ক। তবু চিন্‌চিনে একটা ব্যথা রয়ে গেল ওর বুকে। 'তাও পছন্দ হচ্ছে না আমার। কিন্তু তোমাকে যদি রেপ করার চেষ্টা করে ক্যালি? নির্জন বুথের ভেতর তোমার মুখ চেপে ধরে কাজ হাসিল করে নিতে পারে মাতালটা। উফ্ চিন্তা করলেও বুক কেঁপে যায়।'

'মার্ক,' কিছু একটা মনে পড়ায় হঠাৎ বলল লিণ্ডা। যেন শুনতেই পায়নি মার্কের কথাগুলো। 'একটা কথা কিন্তু ভেবে দেখিনি। সময়মত অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকবে কিভাবে ল্যারী? ঐ মুহূর্তে নিশ্চয়ই ওকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না সাণ্ড্রা?'

'ঐ সমস্যার সমাধান ল্যারী নিজেই করে রেখেছে,' বিতৃষ্ণায় ভরা মার্কের কণ্ঠ। 'সাণ্ড্রার অ্যাপার্টমেন্টের একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে ওর কাছে। ভালবাসার প্রতীক হিসাবে ওটা দিয়েছিল বেশ্যাটা।'

'আর কোন ঝামেলা রইলনা তাহলে। মনে হচ্ছে সফল হব আমরা।'

তেরো

সকাল বেলাতেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল সাণ্ড্রা ট্রিমেনের। এই নিয়ে তিনবার ফোন এসেছে। প্রতিবারই রিসিভার তুলে ল্যারীর গলা শুনেছে। ছ্যাঁচড়াটার সাথে কথা বলার প্রবৃত্তি হচ্ছে না ওর। কিন্তু সাড়া না দিয়েও উপায় নেই, যদি মার্কের ফোন হয়? চুপ করে থাকলে নিশ্চয়ই রিসিভার রেখে দেবে মার্ক। তাই রিং বেজে উঠলেই হন্তদন্ত হয়ে উঠছে আর প্রতিবারই ল্যারীর কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিচ্ছে বিরক্তির চরমে। ফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দ তুলতেই ছোঁ মেরে রিসিভারটা ওঠাল ও। 'হ্যালো?' কণ্ঠে বেজে উঠল আশা-নিরাশার সুর। কিন্তু আবার ওকে নিরাশায় ডুবিয়ে দিল ল্যারীর মিনতিপূর্ণ গলা।

'সাণ্ড্রা, তোমার সাথে দেখা করতে চাই।'

ওর ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে গালি দিয়ে ওঠে ছোকরাকে কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে বহুকষ্টে সংবরণ করল নিজেকে। 'ল্যারী, কতবার তোমাকে বলব, নষ্ট করার মত একটা মিনিটও আমার হাতে নেই।'

'তো সাহায্য করার সুযোগ দাও আমাকে। যে কাজে ব্যস্ত আছ তা আমাকে দিয়ে করাও। একটা কিছু বলো, সাণ্ড্রা। অপেক্ষা করতে করতে পাগল হয়ে যাব আমি!'

'ক্লাস করতে যাও,' কণ্ঠের নির্দয় ভাবটা লুকাতে পারলনা সাণ্ড্রা।

'কি লাভ হবে তাতে? পড়া-শোনায় মোটেও মন বসছেনা আমার। কোন কাজেই কি আসতে পারিনা আমি?'

মুহূর্তকাল ভেবে বলে উঠল ও, 'আমার ফোনের অপেক্ষায় থাকো। অল্প কিছুক্ষণ পর হয়তো প্রয়োজন পড়বে তোমাকে।'

আরও কিছু বলার চেষ্টা করছিল ল্যারী। চট করে রিসিভার নামিয়ে রাখল সাণ্ড্রা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী শুরু করল। কঠোর হয়ে উঠেছে চেহারা। আচ্ছা, তাহলে ওর প্রতিটা কথাকেই ভুঁয়া হুমকি হিসাবে ধরে নিয়েছে মার্ক নিলি, আসলেই কি তাই? গতরাতে ফোন করেনি লোকটা, আর চিন্তায় চিন্তায় বেশ কয়েক ঘণ্টায় ঘুম হারাম হয়ে গেছে সাণ্ড্রার। আশ্চর্য, মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল সাণ্ড্রার। কি আছে পুরুষটার

ভেতর? কিভাবে ওর মত মেয়েকে ভোগাতে পারে? নিজের খেয়াল খুশিমত চালাতে পারছেনা বলেই হয়তো আকর্ষণ বোধ করছে। দুস্প্রাপ্য কিছু জয় করার মোহ প্রতিটা মানুষেরই কমবেশি থাকে। তবে, সবচেয়ে বড় কথা, লোকটাকে কামনা করে ও, তীব্রভাবে কামনা করে। আগে কোন পুরুষকে দ্বিতীয়বার কামনা তো দূরের কথা, মনেও রাখেনি। অথচ....কি চায় মার্ক নিলি? সুন্দর, আকর্ষণীয় ফিগার? সবই আছে ওর। তবু কেন দ্বিতীয়বার ছুটে আসছেনা পাগলের মত!

'চুলোয় যাক হারামজাদা,' বুনো বিড়ালীর মত ফোঁস করে উঠল সাণ্ড্রা। রাগের আতিশয্যে সোফাসেটের একটা বালিশ ছুঁড়ে মারল মেঝে লক্ষ্য করে। পরক্ষণে লাথি মারতে লাগল ওটায়। কিন্তু এতসব করার পরও শান্ত করতে পারলনা মন। মনের ভেতর বেড়ে চলেছে প্রবল-ঝঞ্ঝা। মার্ক নিলি ছাড়া কেউ থামাতে পারবেনা এই ঝড়। মার্ক নিলি, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সাণ্ড্রা, তোমার অহঙ্কার ধুলোয় মেশাব আমি। আমার সামনে একদিন হাঁটু গেড়ে বসতেই হবে তোমাকে। একদিন খেঁকী কুকুর হয়ে উঠবে আমার জন্যে। তখন....দেখা যাবে কত ধানে কত চাল!

ল্যারীকে নিয়ে প্রমোদ বিহারে যাবার হুমকি দিয়েছে ও ঠিকই, কিন্তু কোনরকম আয়োজনই করেনি। ভেবেছিল এতেই সুরসুর করে এসে হাজির হবে মার্ক। কিন্তু তা হয়নি। তবে চাবুক চালানোর পন্থা আরও আছে। দুটো টিকেট বুক করবে ও, ঠিক করল সাণ্ড্রা। একটা টিকেট দেবে ল্যারীকে যা দেখে সম্ভবতঃ কেঁপে উঠবে মার্কের অন্তর। টলেও যেতে পারে ব্যাটার দৃঢ় সংকল্প।

'দাবার মোক্ষম চালটা এখনো আমার হাতে, বাছাধন,' আপন-মনে বিড় বিড় করল ও।

ঝট্‌পট্‌ পোশাক পাল্টে তৈরি হয়ে নিল সাণ্ড্রা। এখন অফিসে যাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে ওর। সারাটা পথ তিরিক্ষি মেজাজে পার করল। নিজেকেই গালাগাল করল সারাক্ষণ। কেন এতদিন পর আজ আত্মবিশ্বাসে ঘুন ধরছে ওর? যা চেয়েছে তাইতো এযাবত ঘটেছে। যাহোক, এমনটি আর ঘটতে দেয়া যাবেনা কখনো।

অফিসে পা রাখতেই কানে এল লিণ্ডার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, 'গুড মর্নিং, মিস ট্রিমেন।'

উত্তর দিল না সাণ্ড্রা। সামান্য নড করল শুধু। নিজের রুমের দরজায় পৌঁছে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল ও। কৌতূহলী চোখে দেখল লিণ্ডাকে। গতরাতে যে মেয়েটার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে তা দেখেই অনুমান করা যায়।

সামান্য কালি পড়েছে চোখের নীচে। সারা মুখে পরিস্কার ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু, মেয়েটার সুখি সুখি ভাবটাও ফাঁকি দিতে পারল না সাণ্ড্রার অভিজ্ঞ চোখকে। অর্থাৎ, রাতভর সঙ্গম করেছে লিণ্ডা। আর এমন একজনের সাথে যাকে ভালবাসে ও নিঃসন্দেহে।

অজ্ঞাত প্রেমিকটা কে হতে পারে, ভাবতে ভাবতে অন্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠল সাণ্ড্রা। চ্যাংড়া ছেলেদের ছাড়া আর কাকে বিছানায় আনন্দ দিতে পারবে হারামজাদী? কিইবা আছে ওর ভেতর। আর চ্যাংড়াগুলোকেও সন্তুষ্ট করতে পারে কিনা সন্দেহ। হয়তো মাগীটার প্রেমিক একটা সমকামী। ভাবতে ভাবতে বিকৃতি তৃপ্তিতে ভরে গেল সাণ্ড্রার মন।

'কিছু বলবেন, মিস ট্রিমেন?' ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

বলব? দেখতে চাই সহকামী পুরুষটা কত মোটা ডাং ঢোকায় তোর পেছন দিক দিয়ে, মনে মনে আওড়াল সাণ্ড্রা। কিন্তু মুখে বলল অন্য কথা।

'একটা ট্রাভেল এজেন্সীতে ফোন করে নিউইয়র্কের দুটো টিকেট রিজার্ভেশন করো। আর নিউইয়র্ক থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত ইয়টও ওদের দিয়ে ভাড়া করাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল লিণ্ডা। লক্ষ্য করে খেঁকিয়ে উঠল সাণ্ড্রা, 'হয়েছেটা কি তোমার? নাকি বিশুদ্ধ ইংরেজি বুঝতে অসুবিধা হয়?'

আম্‌তা আম্‌তা করে লিন্ডা বলল, 'না, ঠিক তা নয়। শুধু অবাক লাগছে যাবার ব্যাপারে এতটা তাড়াহুড়ো দেখে! কোন বিশেষ কারণ?'

'এমন ভাবে কথা বলছ, মনে হচ্ছে তুমিই চালাও ব্যবসাটা?' গলা চড়াল সাণ্ড্রা।

চোখ বুজে ফেলল লিণ্ডা। এতে দুটো সুবিধা হবে–সাণ্ড্রা ভাববে ভুল করায় সে লজ্জিত, আর নিজের মনোভাবও গোপন করা যাবে সহজে।

'ফোন করে তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করো,' আদেশ দিয়েই নিজের রুমে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করল সাণ্ড্রা। ল্যারীকে আজই ডাকবে সে। ছেলেটাকে দিয়ে দেবে একটা টিকেট। মার্ক যে ওটা দেখবে তা নিশ্চিত জানে ও।

চৌদ্দ

ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে লিণ্ডা! এখন আঁচ করতে পারছে মার্ক কেন বলেছিল তার গলায় একটা ফাঁস এঁটে বসেছে! একই অনুভূতি এখন ওরও মনে। তবে, এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়ার পাত্রী নয় লিণ্ডা। হাতে সময় আছে যথেষ্ট।

একটা কথা ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারলানা ও, সত্যি সত্যিই কি ল্যারীকে ভালবাসে সাণ্ড্রা ট্রিমেন? ওর আর মার্কের ধারণা তাহলে ভুল? টিকেট রিজার্ভেশন করা থেকেই তো বুঝে নেয়া যায় এ ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস সাণ্ড্রা।

'অসম্ভব,' প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ও। ঝেঁটিয়ে মাথা থেকে দূর করল চিন্তা। বহুদিন এখানে চাকরী করছে ও। ভাল করেই জানে নিজেকে ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকে ভালবাসতে পারে না বেশ্যাটা।

টেলিফোন ডাইরেক্টরী হাতড়ে একটা নাম্বার বের করল লিণ্ডা। তারপর রিসিভার তুলে ডায়াল করল। সম্ভবতঃ একটা দিন হাতে পাবে ওরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য, তার বেশি নয়। একটা দিন খুব অল্প সময়, কিন্তু অতটুকু সময়ও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। দেখা যাক....

ভারী একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল অপর পাশ থেকে। গলার স্বর গম্ভীর করে তুলল লিণ্ডা, 'ম্যাডাম ট্রিমেনের ফ্যাশন্স থেকে বলছি। দুটো টিকেট রিজার্ভেশন দরকার আমার। নিউইয়র্ক পর্যন্ত একটা ইয়ট।'

'মনে হয় আপনাকে সাহায্য করতে পারবো আমরা, মিস ট্রিমেন।'

শুধরে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলনা লিণ্ডা। বলল, 'আজ থেকে দশদিন পর রিজার্ভেশনটা চাই আমি।'

উত্তর ভেসে এল, 'একটু চেক্ করতে দিন, প্লিজ।'

কয়েক মুহূর্ত পর জবাব শোনা গেল আবার, 'চাইলে আরও আগেই করে দিতে পারি রিজার্ভেশন।'

'যদি প্রয়োজন পড়ে আমিই জানাব।' হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল লিণ্ডার। ও সম্পূর্ণ নিশ্চিত, সাণ্ড্রাই ভেবেছে ওকে লোকটা।

'ভেরী ওয়েল। আপনার রিজার্ভেশন কাল সকাল দশটার মধ্যে তৈরি করে রাখব, ম্যাডাম।'

'ধন্যবাদ,' রিসিভার নামিয়ে রাখল লিণ্ডা।

কিছুক্ষণ বসে থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করে নিল ও। ভেবে দেখল এখন মার্ককে ফোন করাটাই উপযুক্ত কাজ হবে। কিন্তু অফিস থেকে করার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। কোন টেলিফোন বুথ থেকে কলটা সারবে।

ট্রিমেনের দরজার কাছে এসে মৃদু দুটো টোকা দিয়ে ঢুকল ভেতরে। 'রিজার্ভেশন হয়েছে। সকাল দশটার ভেতর ওগুলো পেয়ে যাবেন।'

ফনা তোলা সাপের মত ফোঁস করে উঠতে যাচ্ছিল সাণ্ড্রা, কিন্তু পরক্ষণে শরীর ঢিল করে এলিয়ে দিল ইজি চেয়ারে। চেয়েছিল রিজার্ভেশনটা আজই হোক। অথচ হলো না। আজকাল কোন কিছুই চলছে না তার খেয়াল-খুশিমত। যত্তসব, আরও একটা রাত ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে মার্ক, হারাম করে দেবে রাতের ঘুম! হতাশা আর বিতৃষ্ণায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে সাণ্ড্রার। হঠাৎ খেয়াল করল এখনো দাঁড়িয়ে আছে ওর সেক্রেটারী। ওকে লক্ষ করছে তীক্ষ্ণ চোখে। দ্রুত চেহারাটা স্বাভাবিক করে তুলল সাণ্ড্রা।

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করে ও জানতে চাইল, 'আর কিছু বলার আছে।'

'কিছুক্ষণের জন্য নীচে যেতে পারি? কফি খাবো।' রাগে গায়ে জ্বালা ধরে গেল সাণ্ড্রার, বলে কি হারামজাদী! অফিস টাইমে বাইরে গিয়ে কফি খাবার শখ। নাকি সমকামী নাগরের সাথে দেখা করার ইচ্ছে? না বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সাণ্ড্রা। বেশি ঝাল দেখালে পাছে নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়ে যাবে।

'দেরি হয়না যেন,' অনিহার সুর ওর কণ্ঠে। 'মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে আমার।'

'কোন কিছু লাগলে আমি এনে দিতে পারি?'

মাথা নাড়ল সাণ্ড্রা। 'তুমি ফিরে এলে নিজেই বেরোব ভাবছি।'

বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করল লিণ্ডা। উত্তেজনায় বেড়ে গেছে ওর হার্টবিট। কায়মনে প্রার্থনা করছে ওর অনুমান করা জায়গাটাতেই যেন মাথা ব্যথা কমাতে যায় সাণ্ড্রা। সেই সাথে প্রার্থনা করল জায়গাটা যেন বেশি নির্জন না হয়। ক্যালিকে বেশি সুযোগ দিতে চায় না ও। মার্কের সাথে

রাত কাটানোর পরে অন্য পুরুষের চিন্তা মনে ঠাঁয় দিতে পারছে না আর। ইশ, লম্পট দানবটা যদি ওর শরীরে হাত দেয়, কি অবস্থা হবে? নিশ্চয় ঘৃণায় বমি এসে যাবে। কিন্তু পরিকল্পনার সাফল্যই নির্ভর করছে ওই লম্পটটার ওপর। সুতরাং বুকে ধৈর্যের পাথর বেঁধে হলেও সহ্য করতে হবে সব অত্যাচার। ভরসা শুধু একটাই সান্ড্রা যদি ব্যাটাকে তাড়াতাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। নেবে তো? ভয়ে ভয়ে ভাবল ও। অবশ্যই নেবে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এই ব্যাপারটায় সম্পূর্ণ নিশ্চিত লিণ্ডা।

ফোন বুথ থেকে ল্যারীর ফ্রেটারনিটি হাউসে কল করল লিণ্ডা। ভারী পৌরুষদীপ্ত একটা গলা কানে আসতেই ও মার্ক নিলিকে চাইল।

'আমার সাথে কথা বললে চলবে না?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল কণ্ঠের অধিকারী।

'মার্ক নিলি প্লিজ,' দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল ও, অনুরোধটায় কর্ণপাত করল না। কণ্ঠস্বরটা ক্যালির মত, কিন্তু টেলিফোনে ছেলেটার সাথে আগে কখনো কথা বলেনি ও।

নতুন একটা গলা 'হ্যালো' বলতেই ও জানতে চাইল, 'মার্ক বলছ?'

অপর পাশে টুঁ শব্দ নেই। সতর্কতার খাতিরে চুপ করে আছে অপর পক্ষ। 'মার্ক,' অধৈর্য সুরে আবার ডাকল ও।

'কে?'

'যাকে আশা করছ,' মজা করার সুযোগটা ছাড়ল না লিণ্ডা। কর্কশ শোনাল মার্কের গলা, 'খবরদার ইয়ার্কী মারতে এসো না আমার সাথে!'

ঘাবড়ে গেল লিণ্ডা, দ্রুত বলল, 'মার্ক, আমি লিণ্ডা।'

তারের ভেতর দিয়ে ভেসে এল একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। স্বস্তির শ্বাস। 'তোমার গলার স্বর হুবহু সান্ড্রার মত। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

ঘৃণায় ঠোঁট বাঁকাল লিণ্ডা। 'এটা আমার দুর্ভাগ্য। যাক, কে ধরেছিল ফোন?'

'কে আর।' তিক্ত গলা মার্কের। 'বিশাল একটা মাংসের তাল!'

হেসে ফেলল লিণ্ডা। 'আমিও ধারণা করেছিলাম ওটা ক্যালি। আচ্ছা, আরো কিছুক্ষণ ওখানে থাকছে তো ও?'

'লাঞ্চের সময় প্রায় হয়ে এসেছে। বিনে পয়সার খাবার কখনো ছাড়েনি হারামজাদা।'

'ল্যারী কি ওখানেই আছে?'

বিতৃষ্ণায় গলা চড়াল মার্ক। 'প্রতিটা ক্লাশ মিস্ করছে অপদার্থটা। টেনেও বের করতে পারছিনা রুম থেকে। বেশ্যাটার ফোনের অপেক্ষায় উদগ্রিব হয়ে আছে ও।'

'মার্ক, কাল সকালেই ওদের টিকেট রিজার্ভেশন হয়ে যাচ্ছে।'

প্রাণহীন হয়ে গেল মার্কের কণ্ঠস্বর। 'ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই ঘটল।'

'এখনো হেরে যাইনি আমরা,' আশ্বাস দিল লিণ্ডা। 'দশ দশটা দিন হাতে পাচ্ছি। টিকেট দুটোও কাল সকালের আগে দেখছেনা ট্রিমেন।'

অত্যন্ত দুর্বল শোনাল মার্কের গলা। 'প্রমোদ বিহারে বেরোন ছাড়া অন্য কিছু ভাবছে না নিশ্চয়ই সে।'

মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে কেন যেন বাঁধল লিণ্ডার। বলল, 'হয়তো তাই। আমি ফিরলেই বেরোবে সে। কিছু একটা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ওকে। ফেটে পড়তে চাচ্ছে সারাক্ষণ। মনে হয় ড্রিংক করতে বেরোবে।'

'অর্থাৎ?' কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'যদি লা প্যারিসিয়ানে যায়, ক্যালিকে নিয়ে আমিও ওখানে যাচ্ছি।'

'কাজ হবে না এতে, লিণ্ডা। ঘটনা এখন অনেক দূর গড়িয়েছে।' কণ্ঠস্বর শান্ত রাখল লিন্ডা। 'চেষ্টা করতে দোষ কি? ক্যালিকে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখার ব্যবস্থা করো। সময় মত ওকে ফোন করে আসতে বলব। তখনই তুমি চলে যাবে সাণ্ড্রার অ্যাপার্টমেন্ট পাহারা দিতে। ওখানে অপেক্ষা করতে হতে পারে তোমাকে। ওদের ঢুকতে দেখা মাত্র আমাকে ফোন করবে। আমি খবর দেব ল্যারীকে।'

মার্কের ইচ্ছে হলো যেভাবেই হোক থামায় মেয়েটাকে। ওর নিরবতায় লিণ্ডাও আঁচ করে নিল অনুভূতিটা।

শেষমেষ মুখ খুলল মার্ক, 'তুমি অবশ্যই সতর্ক থাকবে। শুনতে পাচ্ছ?'

ভালবাসার একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে ভরে উঠল লিণ্ডার মন। গলায় নিখাঁদ আবেগ ফুটল। 'অবশ্যই, ডার্লিং, অবশ্যই! সতর্ক তো থাকবই। দেখে নিও সম্পূর্ণ অক্ষতও থাকব আমি।'

'আমি সারাক্ষণ যন্ত্রনায় ছটফট করব,' চরম উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল মার্কের কথায়। 'প্লিজ...প্লিজ...বেশি কাছে ঘেঁষতে দিও না ওকে।'

'না, না, বেবি। ডোণ্ট ওরি।' আবেগ-উদ্বেগ কোন মতেই গোপন করতে পারল না লিণ্ডা। 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেব। আমার উপর বিশ্বাস রাখো, প্লিজ! আমি শুধু তোমার। আমাকে ভোগ করার অধিকার শুধু তোমারই আছে।'

হালকা নিঃশ্বাস ফেলল মার্ক। 'হ্যাঁ, তোমার ওপর আস্থা রাখা যায়। আমি শিওর, দুনিয়ার কোন লম্পট তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

কৃতজ্ঞতায় গলাটা বুজে এল লিণ্ডার। কোনমতে 'ধন্যবাদ' বলেই রিসিভার রেখে দিল। তারপর আস্তে আস্তে ছাড়ল চেপে রাখা শ্বাস। সবকিছু ঠিকমত ঘটবে তো? যদি সাণ্ড্রা না ছিনিয়ে নেয় ক্যালিকে, তাহলে? ওকে কি অক্ষত ফিরতে দেবে ক্যালি? না। যে ধরনের বিকৃত যৌন কামনা শুয়োরটার, মরিয়াই হয়ে উঠবে ধর্ষণ করার জন্য। লোক লজ্জার পরোয়া করে বলেও মনে হয় না মাতালটা।

যা হবার হবে, চিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে এলিভেটরে চাপল লিণ্ডা। উপরে ওঠার বাটনে চাপ দেয়ার সময় আরেকটা চিন্তা মাথায় এল। ভাল কোন জোয়ানকে পেয়ে গেলে ক্যালিকে কি প্রয়োজন পড়বে সাণ্ড্রার? না। এই ব্যাপারে না ভাবলেও চলবে ওর। ক্যালির মত দানব সারা আমেরিকাতে কয়টাই বা পাওয়া যাবে? তার বিশাল মোটা দণ্ডই পারে কামুকী সাণ্ড্রাকে সন্তুষ্ট করতে।

তবু অজানা একটা ভয়ে অন্তর কাঁপছে লিণ্ডার। ঈশ্বরই জানেন, কি আছে কপালে।

পনেরো

অফিসের হলরুমে ওর অপেক্ষায় বসে আছে সাণ্ড্রা ট্রিমেন। ওকে দেখা মাত্র ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল, 'এত দেরি হলো কেন?'

চেহারা স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল লিণ্ডা। পাঁচ মিনিট হয়নি ও বেরিয়েছে। 'দুঃখিত,' বলল নিচু স্বরে।

পার্স আর গ্লাভস দুটো হাতে নিয়ে পা বাড়াল সাণ্ড্রা। এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে।

'কখন ফিরবেন?' লিণ্ডা জিজ্ঞেস করল।

'যখন ফিরতে ইচ্ছে হবে।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চেহারাটা প্রসন্ন রাখল লিণ্ডা। তারপরই ওর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল তীব্র ঘৃণায়। মাগীটাকে চেয়েছিল জিজ্ঞেস করতে কোথায় যাচ্ছে সে। কিন্তু প্রবৃত্তি হয়নি। কথা বাড়াতে গেলে হয়তো ওর মনের ঘৃণা টের পেয়ে যেত হারামজাদী। ইশ, যদি পারতাম মাগীর অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিতে, যদি পারতাম একদল রেপিস্টের মাঝে ওকে ছেড়ে দিতে, তাহলে পাশবিক লালসায় ছিঁড়ে খুড়ে ওর দেহটা রক্তাক্ত করে তুলতো রেপিস্টরা, চিরতরে মিটিয়ে দিত হারামজাদীর শখ। ভাবতে মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠল লিণ্ডা।

'ওহ, তোকে একদিন ধ্বংস করবই আমি,' হিংস্র কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠল লিণ্ডা। 'আগেও তোকে ঘৃণা করতাম, তবে সেই ঘৃণার একটা মাত্রা ছিল। এখন কোন মাত্রা-টাত্রা নেই। কারণ তুই আমার আসল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছিস। আমার মনের মানুষকে ভোগ করেছিস! কেড়ে নিয়েছিস তার মনের শান্তি! তোকে কি ছোড়ে দেব এত সহজে! তোর ভেতরে গরম শলাকা ঢুকাব আমি! শুধু সুযোগের অপেক্ষা।'

মার্কের কথা ভেবে সাণ্ড্রার সাথে ভাল ব্যবহার করে যাচ্ছে ও। নয়তো এতটা বিদ্বেষ লুকাতে পারতো কিনা সন্দেহ। কার্যোদ্ধার করার জন্য দাঁত-মুখ চেপে হলেও বেশ্যাটার দেমাক সহ্য করে যেতে হবে ওকে! তাতেও যদি সুখ ফিরিয়ে আনা যায় মার্কের মনে।

একবার ওর ইচ্ছে হলো ট্রিমেনকে অনুসরণ করে জেনে নেয় গন্তব্য। কিন্তু এলিভেটর দিয়ে নামার সময় মুখোমুখি হবার ঝুঁকি আছে তাতে। অবশ্য প্রয়োজনও পড়বে না ওসবের। লা প্যারিসিয়ানেই যাচ্ছে সে। জায়গাটায় নিয়মিত যাতায়াত করে সাণ্ড্রা।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল লিণ্ডা। তারপর হাত ব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরোল অফিস থেকে। এলিভেটরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল অফিসটাকে। এরপর হয়তো আর দেখতে পাবে না। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় যা যা ঘটতে যাচ্ছে তা যদি ঠিকমত ঘটে, নিঃসন্দেহে বলা যায় চাকরি খতম হয়ে যাবে ওর। চুলোয় যাক হতচ্ছাড়ার চাকরি।

নীচে নামার পর এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল লিণ্ডা। বিল্ডিং থেকে বেরোতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল সূর্যের আলোয়। এখান থেকে চার ব্লক দূরে লা প্যারিসিয়ান। ট্রিমেন সম্ভবতঃ ট্যাক্সিতে গেছে।

হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল লিণ্ডা। ততক্ষণে আসন গেড়ে বসতে পারবে ট্রিমেন। কারণ, সুস্থির না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ শিকারে মন দেয়না সে।

শহরের সবচেয়ে দামী আর নিরিবিলি ককটেল লাউঞ্জ এই লা প্যারিসিয়ান। আধো অন্ধকার একটা পরিবেশ ভেতরে। মানুষগুলোকে মনে হয় ছায়ামূর্তি। বউদের চোখ এড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে আসে এখানে পুরুষরা। তাদের সঙ্গ দেয় অতৃপ্ত নারীর দল। বুথগুলোর ভেতরে যা খুশি করতে পারে এরা। দামী লাউঞ্জ বলে খদ্দেরের সংখ্যা নগন্য। তবে, যারা আসে তারাই দ্বিগুণ করে তুলছে লাভের অঙ্ক। ওয়েস্ট্রেসের থলথলে পাছায় একটা চাপ মেরেও পঞ্চাশ ডলার বকশিস দেয় কেউ কেউ।

দরজার ভিতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল লিণ্ডা। অন্ধকারে চোখ সয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কয়েকটা টেবিলে জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে পুরুষ বসা। কিছু নিঃসঙ্গ লোক আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বুথগুলোর বেশিরভাগই খালি।

মহিলারা শুধু এক পলকের জন্য ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওকে। চাহনিতে আগ্রহের ছিটেফোঁটাও নেই। তবে পুরুষগুলো উল্টো। ওর দেহের প্রতিটা বাঁকে ঘুরছে তাদের চোখ। দৃষ্টিতে ফুটে আছে নগ্ন লালসা। যেন পারলে চোখ দিয়েই গিলে খেয়ে ফেলবে।

হতাশায় শরীর ভেঙে পড়তে চাইল লিণ্ডার। নেই! ট্রিমেনের ছায়া পর্যন্ত নেই এখানে। তাহলে ব্যর্থ হয়ে গেল সমস্ত পরিকল্পনা! বেরোবার জন্য ঘুরে

দাঁড়াতে গেল লিণ্ডা, তখনই দেখতে পেল সাণ্ড্রাকে। পাউডার রুম থেকে বেরিয়ে আসছে।

দ্রুত পিছু হটে দরজার বাইরে চলে এল লিণ্ডা। মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক করল শ্বাস-প্রশ্বাস। নিশ্চয়ই ওকে দেখতে পায়নি ট্রিমেন। খুব দ্রুত বেরিয়ে এসেছে ও। তাছাড়া, অন্ধকারে খেয়াল করাও কষ্টকর হবে মহিলার জন্য।

হাতব্যাগ হাতড়ে একটা কয়েন বের করল লিণ্ডা। ফোনবুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করল প্রথমে। তারপর নির্দিষ্ট নাম্বারে ডায়াল করল। প্রতিটি রিংয়ের সাথে বেড়ে চলেছে ওর হার্টবিট। আরও দুটো রিংয়ের পরে শোনা গেল একটা পুরুষ কণ্ঠ, 'হ্যালো?'

আগেকার সেই ভারী কণ্ঠস্বর। কেঁশে গলাটা স্বাভাবিক করে নিল লিণ্ডা।

'মাইক ক্যালির সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

'ইউ লাকি গার্ল,' উৎফুল্ল শোনাল স্বরটা। 'তাকে পেয়ে গেছ!'

'চিনতে পারনি আমাকে, মাইক?'

'না। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করছি চেনার।'

'শুনে হতাশ হলাম। যাক, লিণ্ডাকে তো নিশ্চয়ই মনে আছে?'

নামটা শুনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ক্যালির। এখনো চিনতে পারেনি। লিণ্ডা আবার যোগ করল, 'লিণ্ডা উইলিয়ামস। গতরাতে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মার্ক নিলি।'

মুহূর্তে বাজ পড়ল যেন, রিসিভারে ফেটে পড়ল তার গলা, 'অবশ্যই, অবশ্যই চিনতে পারছি। কিভাবে ভুলতে পারি তোমাকে?'

'আমার ধারণাও ছিল ভুলতে পারবে না তুমি,' অভিমানী গলায় জবাব দিল লিণ্ডা। 'শুধু চিনতে পারলেনা, এই যা!' ফোঁস ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ছে ক্যালি। এখনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে।

'মাইক, জানি যে কাজটা করতে যাচ্ছি তা আমার জন্য খারাপ হবে। কিন্তু আমি মরিয়া। আরেকবার দেখা না হলে মরেই যাব। আশা করি তুমি আমার সাথে দেখা করবে। দুজনে একসাথে ড্রিংক করলে কেমন হয়?'

ধড়মড় আওয়াজ ভেসে এল ওপাশ থেকে। সম্ভবতঃ ধপ করে দেহটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছে ক্যালি। এতটা উত্তেজিত? নাকি ভান করছে হারামজাদা? ব্যাটাতো আগেও অনেককে নিয়ে বিছানায় গেছে আর তেমন

বিশ্ব সুন্দরীও নয় ও। শুয়োরটা নিঃসন্দেহে দক্ষ অভিনেতা মনে মনে বলল লিণ্ডা।

'শুধু ঠিকানাটা বলো, বেবী, এত তাড়াতাড়ি হাজির হব যে, শ্বাস ফেলার সুযোগ পাবে না।'

ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিয়ে লিণ্ডা আবার বলল, 'আমি কিন্তু অপেক্ষায় আছি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার পর মাথা ঝাঁকিয়ে আতংকের ভাবটা দূর করল লিণ্ডা। ব্যাপারটা ঠিকঠাক মত এগোচ্ছে দেখে বেড়ে গেছে ওর ভয়ের মাত্রা। আচ্ছা, দিনের মধ্যভাগে নিরিবিলি একটা ককটেল লাউঞ্জে কতটুকু সাহসী হতে পারবে একজন পুরুষ? তাও যদি চরিত্রহীন হয় পুরুষটা? ও ক্যালির সঙ্গে এমন অভিনয় করছে যার ফলশ্রুতিতে চরম উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে শয়তানটা। কি ঘটতে পারে? ধর্ষণ? না। তা হয়তো করতে পারবে না। কিন্তু উন্মাদটা যদি আঁচড়ে খামচে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় ওর দেহ? না অসম্ভব, মনটা শক্ত করল লিণ্ডা। বদমাশটাকে সামাল দিতেই হবে। মার্ককে একটুও ঠকান যাবে না। দৃঢ়সংকল্পে বুক বেঁধে পা বাড়াল লিণ্ডা।

ষোলো

লাউঞ্জটার সামনেই একটা আড়াল পেয়ে গেল ও। অপেক্ষা করতে লাগল ওখানে দাঁড়িয়ে। নিঃশ্বাস ফেলার আগে না হলেও নিঃসন্দেহে উল্কার বেগে হাজির হলো ক্যালি। এগিয়ে আসছে ওর দিকেই। জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগল লিণ্ডা। দিনের আলোয় আরও প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে ক্যালিকে। মত্ত হাতির সাথে তুলনা করলেও অত্যুক্তি হবে না। যে কোন সেক্সী মেয়ের জন্য লোভনীয় একটা শরীরই বটে!

মেয়েরা যে তার মনে রেখাপাত করতে পারে না তা ভাবসাবেই বুঝিয়ে দিল ক্যালি। লা প্যারিসিয়ানের সামনে দাঁড়ানো তিনজন মহিলাকে খুঁটিয়ে দেখছে সে। কে তাকে ফোন করেছিল সম্ভবতঃ বের করার চেষ্টা করছে। প্রথম জন বুড়ি, তাই বাদ পড়ল তালিকা থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়েটার দিকে এগোতে শুরু করে দিল।

দ্রুত পা বাড়িয়ে ওকে উদ্ধার করল লিণ্ডা। তারপর গলায় দুঃখের সুর ফুটিয়ে বলল,'মাইক, আমাকে ভুলে গেছ তুমি'। অভিজ্ঞ মিথ্যাবাদী ক্যালি। সাথে সাথে উত্তর দিল, 'কে বলল ভুলে গেছি? কিভাবে ভুলতে পারি বল? আসলে আমি অপেক্ষায় ছিলাম কখন তুমি আমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে?'

'বাইরে বেশ গরম, মাইক। ভেতরে বসলে কেমন হয়?'

অদ্ভুত দক্ষতায় গলায় আবেগ ফুটিয়ে তুলল ক্যালি। 'তুমি যা বলবে তা করার জন্য একপায়ে খাড়া আমি।' তারপর নিচুকণ্ঠে যোগ করল, 'কেউ দিতে পারবে না আমার মত মজা।'

দরজার দিকে পা বাড়াল লিণ্ডা, ক্যালির বাহুতে ওর একটা হাত। 'ভেতরে বসে বসে অপেক্ষা করার ঝুঁকি নিইনি আমি। কেন, তা লোকগুলোর চেহারা দেখলেই টের পেয়ে যাবে।'

মুখে কঠোর ভাব আনল ক্যালি। 'শুধু দেখিয়ে দাও কোন শালা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাকে দেখছে। তোমার পায়ে যদি না এনে ফেলি শালাকে–'

'থাক, ডার্লিং' মাঝপথে থামিয়ে দিল ওকে লিণ্ডা। 'এখন গোলমাল বাধানোর সময় নয়।'

ভেতরে ঢোকার পর কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে অন্ধকার সয়ে নিল ক্যালি। নগ্ন লালসা ফুটে উঠল মুখে। 'জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়েছে আমার। উফ, কাপড় খুললেও টের পাবে না কেউ। তবে কাজটা করা যাবে কিনা সন্দেহ।

হারামজাদা, মনে মনে গালি দিল লিণ্ডা। দাঁড়া শখ বের করছি তোর। করতে চাইলে বেশ্যাটাকেই কর। তার ভেতরে আমার চেয়ে সহজেই ঢুকবে তোর গদা।

কামরার মাঝামাঝি একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল লিন্ডা। চেয়ারে বসার উপক্রম করতেই আপত্তির সুরে চেঁচিয়ে উঠল ক্যালি, 'এই, অনেকগুলো বুথইতো খালি আছে।'

বহু কষ্টে মুখে হাসি (টোল লিণ্ডা। 'বুথের ভেতর বসলে ঠকতে হয়। এর আগে একবার বসেছি । ড্রিংক সার্ভ করতেই ভুলে গিয়েছিল ওরা।'

অর্থপূর্ণ চাহনি হানল ক্য ল। 'কিন্তু আজ কি ওসব ভাবলে চলবে, এ্যাঁ, বেবী?'

মতলবটা যদি বুঝতি হারামজাদা, মনে মনে আওড়াল লিণ্ডা। মুখে বলল, 'ড্রিংক শেষ হলে বুথে গিয়ে বসব।'

বসার পর চেয়ারটা এনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে নিল ক্যালি। ভুলে একটা টেবিলের পায়াকে জড়িয়ে ধরল দুপায়ে। শক্ত টের পেতেই পা সরিয়ে উষ্মা প্রকাশ করল, 'এই জন্যই শালার টেবিলগুলো পছন্দ হয় না আমার। সব সময় শরীর ভেবে এইগুলো আঁকড়ে ধরি।' কুৎসিত হাসল ক্যালি। 'বুঝতেই পারছ কতটা সেক্সি আমি?'

উজ্জ্বল হাসিটা এখনো মুখে লেগে আছে লিণ্ডার। যদিও, কপালে ফুটেছে সামান্য বিরক্তির ভাঁজ। বলল, 'পারছি। সেই জন্যই তো আজ তোমাকে ডাকার পরিকল্পনা করেছিলাম।'

'বেবী, প্রতিটা মেয়েরই ভাল জিনিসের স্বাদ পাবার ইচ্ছে থাকে,' বলতে বলতে চেয়ারটা আরও কাছাকাছি নিয়ে এল ক্যালি।

নগ্ন লালসায় চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে আছে ক্যালির। জিভ দিয়ে ঘন ঘন চাটছে নীচের ঠোঁট। মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গেল লিণ্ডা। নিজেকে কোনমতে সামলে কণ্ঠে নকল মাধুর্য ফুটিয়ে জানতে চাইল, 'তোমাকে ড্রিংকের দাওয়াত দিয়েছিলাম, মাইক। বলো, কি তোমার পছন্দ?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শরীর গরম করা দরকার আমা এর জন্য দরকার ডাবল স্কচ।'

ওয়েট্রেসকে ডাকার অবসরে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নি ণ্ডা। ধড়াস করে উঠল বুক, কামরার কোথাও নেই ট্রিমেন।

'হায়, ঈশ্বর' মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল ও। অবশ্যই আছে ট্রিমেন। না থাকলে চলবে না কোনমতেই।

'কাকে খুঁজছ তুমি?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল ক্যালি। ততক্ষণাৎ ওর দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনল লিণ্ডা। 'কই কাউকে নাতো!'

'দেখতে তাই মনে হলো আমার,' জোর গলায় বলল ক্যালি।

ওয়েট্রেস এসে পড়ায় থেমে গেল সে। অর্ডার দেয়ার সময় শুধু আপাদমস্তক দেখে নিল লিণ্ডাকে।

অর্ডার নিয়ে মেয়েটা চলে যাবার পর বলল, 'এই মাগীটার শরীর কিন্তু তোমার মত টসটসে নয়।'

বিরক্ত ভাবটা লুকাতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে লিণ্ডাকে। জানে, ওর গায়ে হাত দেবার সুযোগ খুঁজছে লম্পটটা। ঝুঁকি নিয়ে আরেকবার কামরাটায় চোখ বুলাল ও। নাহ্ টিকিটিও নেই ট্রিমেনের। আশংকায় গলা শুকিয়ে গেল ওর। কি করবে এখন?

দেখা যাক ড্রিংক করার পর কি অবস্থা হয় ব্যাটার, ভাল ও। মাতাল হয়ে উঠলে ছল-চাতুরী করে সহজেই সামাল দেয়া যাবে। আজ হয় তো সার্থক হলো না পরিকল্পনা। কিন্তু আজ না হলে কাল তো হবেই। ভাঁড়টার সাথে আরও অনেকক্ষণ কাটাতে হবে ভাবলেই বমি পাচ্ছে ওর। ওহ্ মার্ক, যদি বুঝতাম তোমার সাবধানবাণী কতটা সত্যি, অপরাধবোধে ছেয়ে গেল ওর মন। যদি তোমার কথা মত এখানে না আসতাম তাহলে এত ভোগান্তি হত না!

'বলি হয়েছেটা কি তোমার?' অসহিষ্ণু গলা ক্যালির।

'এখানে এসে খু-উ-ব ভাল লাগছে, মাইক।' গলাটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখল ও। তবু খাঁদ থেকে গেল কিছুটা। যে অবস্থা হয়েছে ওর মনের তাতে এটুকু অভিনয় করাও বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু অতসব খেয়াল করল না ক্যালি। কথাটা শুনে সাহস বেড়ে গেল ওর। টেবিলের নীচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরল লিণ্ডার একটা হাঁটু। এত জোরে চাপ দিল যে, লিণ্ডার মনে হলো গুঁড়িয়েই যাবে হাঁটুটা। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা হজম করল ও। মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা লুকাতে যুদ্ধ করল কিছুক্ষণ।

হারামজাদী ট্রিমেন, বিতৃষ্ণার সাথে ভাবল ও। এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারিস না তুই। না। আমি জানি তুই এখানেই আছিস। তোর কলজে টেনে বের করব আমি দাঁড়া। না, তা করব না। তুই শুধু মাইক ক্যালিকে দূর কর আমার সামনে থেকে, তাহলেই হবে।

ড্রিংক নিয়ে এল ওয়েট্রেস। প্রথম গ্লাসটা টেবিলে রাখা মাত্র ছোঁ মেরে তুলে নিল ক্যালি, পরক্ষণে এক ঢোকে পুরো গ্লাস খালি করে টেবিলে নামিয়ে রাখল।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওয়েট্রেস। লিণ্ডার ড্রিংক টেবিলে নামিয়ে রাখার সময় পর্যন্ত পায়নি মেয়েটা।

'আরেক গ্লাস, কুইক,' অর্ডার দেয়ার ফাঁকে ওয়েট্রেস মেয়েটার পাছা চাপড়ে দিল ক্যালি।

ওহ্ গড, আঁতকে উঠল লিণ্ডা। ব্যাটা মাতাল হয়ে আমার ওপর চড়াও হবে!

মৃদু হেসে হাতটা আবার টেবিলের নীচে ঢোকাল ক্যালি।

'এখন পুরো দমে শুরু করতে পারি আমরা।' নরম উরুর মাংসে চেপে বসল ওর হাত।

ব্যথায় 'উহ' শব্দ বেরিয়ে এল লিণ্ডার মুখ দিয়ে! প্রচণ্ড জ্বালা করছে উঁরুতে। সম্ভবত খাম্‌চে চামড়া ছিঁড়ে ফেলেছে মাতালটা। সাপের মত কিল্‌বিল্‌ করে আরও উপরে উঠছে হাতটা...ঢুকে গেল স্কার্টের নীচে। প্যান্টির ওপর দিয়েই খামচে ধরল ক্যালি। হঠাৎ উত্তেজনার বশে একটা কাজ করে বসল মাতালটা। লিণ্ডার পিউবিক হেয়ার দু'আঙুল দিয়ে টানতে শুরু করল জোরে জোরে।

ঠেলা মেরে হাতটা সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লিণ্ডা। 'এক্সকিউজ মী, মাইক। এখনই আসছি আমি।'

আপত্তিতে কর্ণপাত না করে দ্রুত পা বাড়াল ও। পাউডার রুমের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই বা কি লাভ দেরি নিশ্চয় সহ্য করবেনা ক্যালি। হয়তো মেয়েদের পাউডার রুমে ঢুকেই দেখতে চাইবে কি করছে ও। মহা ফ্যাসাদে পড়া গেছে! বিতৃষ্ণার সাথে ভাবল ও। আসলে আস্ত একটা গাধা সে। ভেবেছিল ব্যাপারটা পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কিন্তু বাস্তবে হলো উল্টোটা। সেই চলে যাচ্ছে অন্যের নিয়ন্ত্রণে। ঝামেলা এমন ভাবে জট পেকেছে যে, ফাঁক পেলে বেরিয়ে যাবারও উপায় নেই।

আরও কয়েক পা এগিয়েছে ও পাউডার রুমের দিকে, তখনই কামরাটার দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন। সাণ্ড্রা ট্রিমেন! বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল লিণ্ডা! এতক্ষণ ভেতরেই ছিল তাহলে ও। বার বার কামরাটায় ঢুকে কি করছে হারামজাদী? পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল লিণ্ডা! ফিরে চলল টেবিলের দিকে। মুখভাব আবার প্রসন্ন করে তুলল। নিশ্চয়ই ওকে দেখেছে ট্রিমেন? হ্যাঁ, অবশ্যই দেখেছে। না দেখলে চলবে না।

সতের

চেয়ারে বসতেই জবাবদিহি চাইল মাইক ক্যালি। বিরক্তিতে নাক-চোখ কুঁচকে আছে।

'বুঝতে পারছি না কি ধরনের খেলা শুরু করেছ তুমি, যত্তসব! এমন আচরণের মানেটা কি শুনি?'

ঝুঁকে পড়ে ক্যালির কাঁধে একটা হাত রাখল লিণ্ডা। 'অত্যন্ত দুঃখিত, মাইক।'

ওকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখে আবার কামনামদির হয়ে উঠল ক্যালির চাহনি। হাত নিয়ে গেল আবার লক্ষ্যস্থলে। লোমশ হাতটা প্যান্টি গলে ভেতরে ঢুকে যেতেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল লিণ্ডার। ওকে ব্যথা দিচ্ছে হারামজাদা। তীক্ষ্ণ নখ বসিয়ে দিচ্ছে ওর তুলতুলে মাংসে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্যথা হজম করে চলল লিণ্ডা।

আরও কর্কশ হয়ে উঠছে ক্যালির স্পর্শ। প্রচণ্ড গতিতে ভেতরে একটা আঙ্গুল ঢুকাচ্ছে আর বের করছে, নখের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলছে নরম জায়গাটা। শুয়োরটা কি চায় আমি কেঁদে ফেলি! মরিয়া হয়ে ভাবল লিণ্ডা। অসহ্য যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছে অথচ বাধা দিতে পারছে না। এতটা সাফল্যের পর পরিকল্পনা নস্যাৎ হতে দিতে পারে না ও। আচম্কা জোরে একটা চাপ দিল ক্যালি। চিন্‌চিনে একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল লিণ্ডার দেহে। তবু চুপ থাকল ও। কিন্তু এরপরই 'উফ, মাগো' করে উঠল ঘ্যাচ্ করে দুটো আঙ্গুল ওর মলদ্বারে ঢুকিয়ে দিয়েছে ক্যালি। ব্যথায় বমি আসতে চাইল লিণ্ডার, ঘুরতে শুরু করেছে মাথা। না, আর পারা যায় না। মরিয়া হয়ে ভাবল ও। কোথায় গেল ট্রিমেন কুত্তিটা? যা হোক, এখনই থামাতে হবে বিকৃতকামীটাকে। আর প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

খপ্ করে লোমশ হাতটা চেপে ধরল লিণ্ডা। প্রাণপণে টান দিল ওর দুই উরুর ফাঁক থেকে সরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু নড়াতে পারল না একচুল। গ্রেনাইট পাথরের মত স্থির অবিচল ভঙ্গিতে খাম্‌চে ধরে আছে হাতটা, ভেতরে ঢোকানো আঙ্গুল দুটো বড়শির মত বাঁকান।

রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেল লিণ্ডার। আশপাশে বসা লোকজনের কথা ভুলে গেল ও। তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাত সরাও বলছি, ভাঁড় কোথাকার!'

দেঁতো হাসি হাসল ক্যালি। 'আবার কি হলো, বেবী, ব্যথা পেয়েছ খুব? নাকি আউট হয়ে গেল? আমার তো সবে শুরু।' কথা শেষ করে জোরে আরেকটা চাপ দিল সে।

অন্যান্য টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই ক্ষোভে দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছে হলো লিণ্ডার। সবগুলো মাথা ওদের দিকে ঘুরে গেছে। সবাই দেখতে পাচ্ছে ক্যালির অসভ্যতা। আঙ্গুল এখনো বের করে আনেনি সে।

কাঁপা হাতে ড্রিংকের গ্লাসটা তুলে নিল লিণ্ডা। যা করতে যাচ্ছে তাতে হয়তো সমস্ত প্লান ভেস্তে যাবে। গেলে যাক, পরোয়া করে না ও। কিন্তু এই মুহূর্তে শুয়োরটাকে তাড়াতে না পারলে পাগলই হয়ে যাবে।

'হাত বের কর, শুয়োরের বাচ্চা,' কাঁপা হাতে গ্লাসটা উঁচু করে বলল ও। ছল্‌কে সামান্য হুইস্‌কি পড়ে গেল টেবিলে। 'নইলে পুরো গ্লাসটা তোর ওপর খরচ করব। একদম চোখ বরাবর!' পাগলের মত ফোঁপাতে শুরু করল লিণ্ডা। এখন ক্যালিকে খুন করতেও বাঁধবে না ওর। গ্লাসের তরল ছুঁড়ে কাজ না হলে অ্যাস্‌ট্রেটা লম্পটটার মুখ লক্ষ্য করে মারবে।

ঘাবড়ে গেল ক্যালি। ঝট্ করে হাতটা বের করে আনল। তারপর চোখ পিট্‌পিট্ করে তাকাল লিণ্ডার মুখের দিকে। 'বলি, এসবের অর্থ কি? যত্তসব, তোমার সেক্স-টেক্স নেই নাকি? এর আগেও তো—থেমে গিয়ে হতাশায় মাথা ঝাঁকাল ক্যালি। বিস্ময়ে রেগে উঠতেও ভুলে গেছে সে।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল লিণ্ডার। ঝাপসা হয়ে গেছে দৃষ্টি। তীব্র জ্বালা করছে ওর উরু থেকে নিয়ে যোনীদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গাটায়। দানব হাতটার পীড়নে চামড়া ছড়ে গিয়েছে। জ্বালা করছে মলদ্বার! বদমাশটা দুটো আঙ্গুল একসাথে ঢোকাতে ছিঁড়ে গেছে ওখানটার পাতলা চামড়া। ভেজা অনুভূতিটা যে রক্ত, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না লিণ্ডার। এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে আগেই আঁচ করেছিল মার্ক। তাই ওকে এখানে আসতে মানা করেছিল বারবার। মনটা কাঙালের মতো আর্তনাদ করে উঠল লিণ্ডার, এবারের মত ক্ষমা কর আমাকে। আর কোন দিন তোমার অবাধ্য হব না। যা বলবে তাই শুধু করব!

'কি ব্যাপার, লিণ্ডা?' ভেসে এল মেয়েলী কণ্ঠের বিদ্রুপ মাখা স্বর। 'ঝামেলায় পড়েছ নাকি?'

মাথা ঘোরানোর আগে কিছুক্ষণ চোখ পিট পিট করে নিল লিণ্ডা। ট্রিমেন ওর চোখের পানি দেখুক তা সে চায় না।

'নাহ্, ঝামেলা নয়,' কৃত্রিম হাসি ফুটাল ও মুখে। 'মাইক আর আমি একটা ব্যাপার নিয়ে বোঝাপড়া করছিলাম, এই যা।'

কঠোর দৃষ্টিতে সাণ্ড্রাকে জরিপ করল ক্যালি। রাগে ফেটে পড়তে চাইছে সে। 'প্রত্যেক পুরুষের সহ্যের একটা সীমা থাকে।'

কৌতূহলে চক্ চক্ করে উঠল সাণ্ড্রার চোখ। মদ খেয়ে খানিকটা মাতাল সে। চাহনিতে ফুটছে শিকারের নেশা।

'আমাকে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে না, লিণ্ডা?' কৌতুক ঝরল তার কণ্ঠ থেকে। 'বসতেও কি বলবে না?'

সীমাহীন আনন্দে ভেতরটা পুলকিত হয়ে উঠল লিণ্ডার। টোপ তাহলে গিলেছে ট্রিমেন। আদিম খেলার গন্ধ পেয়ে গেছে মাগী! বহুকষ্টে চেহারায় রাগের ভাব ফুটিয়ে তুলল ও।

'মিস ট্রিমেন, আমাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত—'কথা শেষ করতে পারল না, মাঝপথেই বাধা দিল সাণ্ড্রা।

'লিণ্ডা,' তীক্ষ্ণ গলা ট্রিমেনের। গলার স্বরই বলে দিল, দ্বিতীয়বার যেন আদেশ দিতে না হয়।

রাগত ভাবটা আরও কিছুক্ষণ মুখে ধরে রাখল লিণ্ডা। তারপর এমন ভাব করল যেন পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে বাধ্য হয়ে।

'ইনি মিস ট্রিমেন, মাইক,'কণ্ঠে নিরুপায় সুর ফুটিয়ে বলল ও। 'পরিচিত হও।' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল ক্যালি। রাগ এখনো কমেনি তার। সেই জন্য ভাল মত লক্ষ্য করছে না ট্রিমেনকে।

হালকা গলায় হেসে উঠে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সাণ্ড্রা। 'আমি সাণ্ড্রা, মাইক।'

নিজের অভিনয়ে পুরো সন্তুষ্ট লিণ্ডা। এমন দৃষ্টিতে ক্যালিকে দেখছে ও, যেন হিংসায় মরে যাচ্ছে। সত্যি সত্যিই পরাজিত মনে হচ্ছে ওকে। ক্যালির মুখটা জরিপ করার জন্য মাথা পেছনে হেলিয়ে রেখেছে সাণ্ড্রা। এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ওর প্রসাধনের গন্ধ পুরোপুরি পাচ্ছে ক্যালি। অত্যন্ত পাতলা একটা সিল্কের পোশাক পরেছে ও। বুকের অনেকটাই উন্মুক্ত। স্তনের বোঁটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ক্যালি।

প্রকাণ্ড একটা থাবায় সাণ্ড্রার হাতটা চেপে ধরল সে। তখনই আঙুলের কারসাজি দিয়ে এমন কিছু করল সাণ্ড্রা যা বিস্ফোরিত করে তুলল ক্যালির দু চোখ। বোকার মত দাঁত বের করে হাসল ক্যালি।

'সাণ্ড্রা,' গদগদ কণ্ঠ তার। 'ভাবতেও পারবে না কতটা খুশি হয়েছি তোমাকে এখানে দেখে।'

ওর আর লিণ্ডার মাঝখানে সাণ্ড্রাকে বসাল সে। বসার পরও ছাড়াছাড়ি হলো না দুজনার হাত। আঠা লেগে গেছে যেন।

মাথা ফিরিয়ে ওয়েট্রেসকে ডাকল সে। 'এই যে, এদিকে কিছু দিয়ে যাও।' ফিক্ করে হেসে ফেলতে যাচ্ছিল লিণ্ডা, কোনমতে সংবরণ করল নিজেকে। ও জানে, অভিনয় করে ট্রিমেনের মত নারীকে ভোলান সম্ভব হত না। হয়েছে ক্যালির রুক্ষ পুরুষালী দেহটার জন্যই। এমন বিশালদেহী আর বর্বর পুরুষই তো কামনা করে সাণ্ড্রার মত সেক্সি মেয়েরা।

ক্যালির কাঁধে হাত রাখল সাণ্ড্রা। বলিষ্ঠ পেশীর ছোঁয়া পেয়ে চোখ বুজল। হঠাৎ চোখ মেলে লিণ্ডার দিকে তাকাল। কণ্ঠে বিদ্রুপ মিশিয়ে বলে উঠল, 'আমি যে ওর বস্ তা বলেনি ও?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিণ্ডাকে একপলক দেখে নিল ক্যালি। 'চাইলে যে কোন মুহূর্তে আমার বস্ও হতে পার তুমি।'

মজা পেয়ে হেসে উঠল ট্রিমেন। 'কথাটা ঠিক, তাই না, লিণ্ডা? তুমি আমার চাকরি কর, অর্থাৎ আমার চাকর, তাই না?'

চোখ দুটো মেঝেতে স্থির রাখল লিণ্ডা। নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'এবং এই মুহূর্তে,' একই সুরে বলল ট্রিমেন। 'অফিসের কাজ ফাঁকি দিয়ে জৈবিক তাড়না মেটাতে এসেছে, ঠিক?'

রাগে জ্বলে উঠল লিণ্ডার চোখ। 'বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, মিস ট্রিমেন।'

'ভুলে যেও না, নষ্ট মেয়ে,' শাসাল সাণ্ড্রা। 'তোমার বস্ আমি।'

'চুলোয় যাও, যত্তসব! নিকুচি করি তোমার চাকরির!'

দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল ও, পেছন থেকে ভেসে এল সাণ্ড্রার হাসির শব্দ। দোরগোড়া পর্যন্ত আসতে না আসতেই পেট ফেটে যাবার দশা হলো লিণ্ডার, ধরে রাখতে পারছে না হাসি। হারামজাদী ট্রিমেন মনে মনে উচ্চারণ করল ও, সময় হলেই বোঝা যাবে কে কাকে ঠকিয়েছে। তার আগে যতক্ষণ খুশি নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত কর এই জানোয়ারটাকে দিয়ে। বাজি ধরে বলতে পারি এত বড় যন্ত্রটা তোর পেছনেও ঢুকাবে ব্যাটা। ফাটিয়ে চৌচির করে দেবে। ইশ্ যদি সচক্ষে দেখতে পারতাম তোর মুমূর্ষ অবস্থাটা!

মনে অদ্ভুত এক প্রশান্তি নিয়ে টেলিফোন বুথে ঢুকল লিণ্ডা। হাসির দমকে ডায়াল করতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। বাধ মানতে চাইছে না ওর হাসি। মার্কের গলা ভেসে আসার পরও কথা বলতে পারল না, অনবরত হেসেই চলল শুধু।

'লিণ্ডা, কি হয়েছে?' ভয় আর সতর্কতা মার্কের কণ্ঠে। 'খারাপ কিছু ঘটেনি তো?'

বহু কষ্টে হাসি দমন করল ও। 'সব একদম পরিকল্পনা মত ঘটেছে, বেবী। পরিস্থিতি এখন তোমার অনুকূলে।'

লম্বা শ্বাস ফেলল মার্ক। 'কোন বিপদে পড়নি তো?'

'কেন বিপদ হতে যাবে?' বিস্মিত হবার ভান করল লিণ্ডা।

'তবে, এটা ঠিক, যতটা সহজ ভেবেছিলাম ততটা নয় ব্যাপারটা। বহু ভোগান্তি সহ্য করার পর ক্যালিকে টোপ গেলাতে পেরেছি। এখন সে সাণ্ড্রার শয্যা সঙ্গি হতে যাচ্ছে।'

আবার শ্বাস ফেলল মার্ক। 'সব ঠিক মত ঘটায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি যেন। ওফ্! এমন কিছু আর কখনো তোমাকে করতে দেব না আমি। কী দুশ্চিন্তাটাই না করছিলাম তোমার জন্য!'

কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসায় চোখে পানি এসে গেল লিণ্ডার। বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলল, 'যা হবার হয়েছে মার্ক। আর কখনো, কোন ব্যাপারে তোমার অবাধ্য হব না, দেখ!' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ধাতস্থ হয়ে নিল ও। তারপর বলল, 'এখন তোমার আর ল্যারীর কাজ। তৈরি থাকো।'

'ঘরেই বসে আছে গর্দভটা। সাণ্ড্রার ফোন কল মিস্ হবার ভয়ে লাঞ্চ পর্যন্ত করতে যায়নি। আচ্ছা, লিণ্ডা, তোমার কি মনে হয় ক্যালিকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাবে সাণ্ড্রা?'

দানবটার দিকে কিভাবে তাকাচ্ছিল ট্রিমেন মনে পড়ল লিণ্ডার। দৃঢ় গলায় বলল, 'সবকিছু বাজি ধরতে পারি এ ব্যাপারে।'

এই প্রথম হেসে উঠল মার্ক। 'তাহলে আমার কাজে চললাম। দেখা মাত্র তোমার অফিসে ফোন করব।'

'অপেক্ষায় থাকব, মার্ক, ডার্লিং!' রিসিভারের ওপর শব্দ করে চুমো খেল লিণ্ডা। তারপর নামিয়ে রাখল ওটা।

আঠার

নিয়ন সাইনের মত কামনায় চক্‌চক্‌ করছে সাণ্ড্রার চোখ। এমন প্রকাণ্ড দেহী মানুষ জীবনে খুব কম দেখেছে ও। শরীরের প্রতিটা অঙ্গই কি অমন প্রমাণ আকৃতির? ভাবতেই দম আটকে এল ওর। নিশ্চয় ভীষণ মোটা আর লম্বা হবে দানবটার জিনিস। চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র পিচ্ছিল হয়ে উঠল ওর ওখানটা, যেন গরম ভাপ বেরোতে লাগল । উত্তেজনায় বসে থাকাও কষ্টকর হয়ে পড়ল ওর জন্য।

ঝুঁকে পড়ে টেবিলের নীচে একটা হাত ঢুকাল সাণ্ড্রা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে হাতটাকে ক্যালির চওড়া-মাংসল উরুতে নিয়ে ঠেকাল।

এমন ভঙ্গিতে কেঁপে উঠল ক্যালি, যেন গরম সূঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে কেউ ওর গায়ে। ক্ষুধার্ত হায়েনার চাহনি ফুটল তার দু'চোখে। 'বেবী,' ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় বলল ও। 'আরাম করে প্রেম লীলা চালানোর মত কোন জায়গায় যাওয়া উচিত আমাদের।'

হায়রে বেচারী, লিণ্ডা। দুঃখ না করে পারল না সাণ্ড্রা। কিন্তু, বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার ধৈর্যও নেই ওর। যোগ্যতা নেই বলেই আজ হয় তো অপদস্থ হয়েছে মেয়েটা। অবশ্যই, ভেবে দেখল সাণ্ড্রা। নইলে ওর সামান্য সুরসুরিতেই এমন উত্তেজিত হয়ে উঠবে যেন দানবটা?

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল ক্যালি। পরক্ষণে হাতটা ঘুরিয়ে এনে ঢুকিয়ে দিল ওর দুই বুকের মাঝখানে। আর সাথে সাথে শুরু করল রাম টেপা। স্তন দুটো পালাক্রমে মর্দন করছে ক্যালি। এত জোরে জোরে চাপছে যে, অন্য কোন নারী হলে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠত। কিন্তু সাণ্ড্রা তো তাই চায়। ও চায় পুরুষরা পিষে ক্ষত-বিক্ষত করুক ওর দেহটা।

হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে ক্যালি। টানাটানির চোটে কাঁধের নীচে চলে এসেছে সাণ্ড্রার পোশাকের একাংশ। বেরিয়ে এসেছে ব্রা বন্দী একটা স্তন।

একটানে জিপারটা নামিয়ে দিল সাণ্ড্রা। তারপর আণ্ডারঅয়ারটা নিচু করে বের করে আনল ক্যালির যন্ত্রটার অর্ধেক। দেখেই ঢোক গিলল ও। ওর পুসি যদি ছিঁড়ে ফেলে জানোয়ারটা? যেমন ক্ষ্যাপার মত চটকাচ্ছে বুক,

একদিনেই দেবে ঝুলিয়ে। কিন্তু পশুটাকে থামাতে চায় না ও। কোন মতেই না। বুক ঝুলে পড়ে বৃদ্ধ মহিলার মত দেখালে দেখাকগে। নিচের অংশ ক্ষত-বিক্ষত হলে হোক। তবু এই অসহ্য যন্ত্রণার সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে পারবে না সাণ্ড্রা।

হাতের মুঠোয় ক্যালির গদা চেপে ধরল ও। হঠাৎ দুষ্ট বুদ্ধি খেলল ওর মাথায়, সর্বশক্তি দিয়ে চাপ মেরে বসল। কিন্তু অবাক করে দিয়ে নির্বিকার থাকল ক্যালি। সামান্য আহ্ উহ না করে এক মনে করে চলল নিজের কাজ।

মনে মনে যুবকের প্রশংসা না করে পারল না সাণ্ড্রা। এইটুকু ব্যথা সহ্য করতে না পারলে আবার কিসের পুরুষ? পুরস্কারস্বরূপ ওখানে হাত দিয়ে আদর করতে লাগল ও।

ওয়েট্রেস কখন এসে দাঁড়িয়েছে দুজনের একজনও টের পায়নি। ঘৃণার দৃষ্টিতে ওদেরকে দেখছে মেয়েটা। ঝটপট নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল সাণ্ড্রা। সরে যাওয়ায় কতটা ভাল হয়েছে টের পেল ও। উত্তেজনায় হিংস্র কুকুর হয়ে উঠেছে ক্যালি। সময়মত সামাল না দিলে হয়তো ওকে টেবিলের ওপর ফেলেই চড়াও হতো। পশুটার চক্ষুলজ্জা বিন্দু মাত্র নেই! অবশ্য ও নিজেও হারিয়ে ফেলেছিল নিয়ন্ত্রণ।

ওয়েট্রেস চলে যাবার পর বিতৃষ্ণায় মুখ বাঁকাল ক্যালি।

'একদম ফালতু একটা জায়গায় বসে আছি আমরা!'

'আসলেও তাই,' বিড়বিড় করে সায় দিল সাণ্ড্রা।

ঝুঁকে সাণ্ড্রার মুখের কাছে এল ক্যালি। 'ভাল কোন জায়গা চেনা আছে তোমার?'

বলিষ্ঠ পুরুষালী ছোঁয়ার এখনো অবশ হয়ে আছে সাণ্ড্রার শরীর। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেছে ওর।

'আছে।' কাঁপা গলায় ঘোষণা করল ও। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যালি। 'তাহলে আর দেরি কেন কুইক।'

পার্স থেকে কিছু টাকা বের করে টেবিলে রাখল সাণ্ড্রা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল আগে আগে।

পিছু পিছু বাধ্য কুকুরের মত আসছে ক্যালি। 'আমার মনের মত মেয়েমানুষ তুমি।' প্রশংসায় গদগদ তার কণ্ঠ।

দরজা দিয়ে বেরোবার সময় একহাতে সাণ্ড্রার পাছায় সজোরে চাপ দিল সে। ব্যথা পেয়ে 'উফ,' করে উঠল সাণ্ড্রা। কিন্তু মুখে ফুটল দুষ্টামীর হাসি। 'তোমার মত লম্পট জীবনে খুব কম দেখেছি।'

দেঁতো হাসি দিল ক্যালি। 'সবে শুরু বেবী। এখনো কিছুই দেখনি।' হ্যাঁ, দেখতে চাই, মনে মনে আওড়াল সাণ্ড্রা। আরও অনেক বেশি আমার চাওয়া। দেখতে চাই কতটা নিপীড়ন তুমি করতে পার। খালি একটা ট্যাক্সি দেখে হাত উঁচিয়ে ওটাকে দাঁড় করাল ও।

টেক্সিতে উঠেই আবার বেহায়াপনা শুরু করে দিল ক্যালি। সময় অথবা পরিবেশ, কোনটারই পরোয়া করে না সে।

গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র সাণ্ড্রাকে অস্থির করে তুলল। হিংস্র নেকড়ের মত কামড় বসাতে শুরু করেছে ওর সর্বাঙ্গে। রিয়ারভিউ মিররে চোখ পড়তেই বিব্রত বোধ করল সাণ্ড্রা। ডিমের মত বড় হয়ে গেছে ড্রাইভারের বিস্ফোরিত চোখ। গাড়ি চালানোয় মনযোগ না দিয়ে ওদের লক্ষ্য করছে ব্যটা। কোমরের কাছে গোটান কাপড়টা টেনে নামাল সাণ্ড্রা। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'থামো, মাইক। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবে তুমি।' পেশীবহুল হাতটাকে জোর করে সরিয়ে দিল ও।

'কোন চুলোয় থাক তুমি?' উষ্মার সুরে বলল ক্যালি। 'দুনিয়ার শেষ মাথায়?'

অধৈর্য অবশ্য সাণ্ড্রাও কম হয়নি। আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে ওর কাছে। মার্ক আর ল্যারীর কথা পলকের জন্য ভাবল ও। চুলোয় যাক দুই হারামজাদা। কানাকড়িও দাম নেই এখন অকর্মা দুটোর।

ড্রাইভারের বিল শোধ করার পর পা বাড়াল ওরা। স্বনিয়ন্ত্রিত এলিভেটরে ঢোকা মাত্র আবার ক্ষেপে উঠল ক্যালি। হ্যাঁচকা টানে কাছে টেনে আনল সাণ্ড্রাকে। কামড়ে কামড়ে ফুলিয়ে দিল ওর নীচের ঠোঁট।

দরজা খুলতেই ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সাণ্ড্রা। দ্রুত পা বাড়াল প্যাসেজ ধরে। গায়ে গায়ে লেপ্টে এগোচ্ছে ক্যালি। হাতের কাঁপুনীর চোটে দরজার তালায় চাবি ঢুকাতে বেগ পেতে হলো সাণ্ড্রাকে।

ময়দার তাল পেষার মত দু'হাতে ওর মাংসল নিতম্ব চটকাচ্ছে ক্যালি। হঠাৎ একটানে ওর পোশাক কোমরের ওপর তুলে আনল। পর মুহূর্তে প্যান্টিটা সামান্য নামিয়ে জিপার খুলে ভীম দণ্ড বের করে এনে স্থাপন করল সাণ্ড্রার পেছনে। এক হাতে কোমর পেঁচিয়ে ধরে মারল একটা ধাক্কা।

ব্যথায় আর্তনাদ করে বসে পড়ল সাণ্ড্রা। 'থাম, মাইক, ওফ! পেছনটা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়! বেশি বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দেব না। কিছুক্ষণ বসে থাকল ও ওইভাবে। তারপর ব্যথাটা কোনমতে সামলে নিয়ে একহাতে কোমর ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল।

'ক্লিক্' শব্দ হবার পর দরজাটা খুলতে গেল সাণ্ড্রা, কিন্তু পাল্লায় হাত ছোঁয়াবার পর্যন্ত ফুরসত পেল না, লাথি মেরে সম্পূর্ণ খুলে দিল ক্যালি। ঠেলতে ঠেলতে সাণ্ড্রাকে ভেতরে নিয়ে এল সে।

'উহু,' আপত্তি জানাল সাণ্ড্রা। 'এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করো আমাকে। হাতে সময় আছে অনেক।'

আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ক্যালি। মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষুধার্ত হায়েনার দৃষ্টিতে লেহন করল সাণ্ড্রার চমৎকার ফিগারটা।

মাথাটা পেছনে হেলে আছে সাণ্ড্রার। চোখ দুটো আধ বোজা। ভয় আর কৌতুহল মিশ্রিত একটা অনুভূতিতে ছেয়ে আছে ওর মন। আঁচ্‌ড়ে খাম্‌চে ওকে রক্তাক্ত করে দেবে না তো ধর্ষকামী পশুটা?

এক লাফে এগিয়ে এসে ওকে দুহাতে জাপটে ধরল ক্যালি। পরক্ষণে ওর মুখ থেকে গলা পর্যন্ত ভরিয়ে দিল উষ্ণ-ভেজা চুম্বনে। রুক্ষ ঠোঁটের পীড়নে পাগল হয়ে উঠল সাণ্ড্রা। ওর দেহের প্রতিটা অংশে ঘুরছে ক্যালির হাত। মাঝে মাঝে ব্যথায় কাঁতরে উঠছে ও, যন্ত্রণাদায়ক ভঙ্গিতে এখানে-ওখানে কামড় বসাচ্ছে ক্যালি।

হঠাৎ নির্যাতন থামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল যুবক। একটা হাত রাখল সাণ্ড্রার পোশাকের গলার কাছে। 'মেয়েদের শরীরে কাপড় থাকবে কেন?' ঠাট্টার সুর তার কণ্ঠে।

'এই, না প্লিজ,' কি ঘটতে যাচ্ছে বোঝা মাত্র প্রতিবাদ করে উঠল সাণ্ড্রা। 'খুব দামী পোশাক–'কথা শেষ হলো না আর, ফড় ফড় শব্দ বন্ধ করে দিল ওর মুখ। পোশাকটার সামনের অংশ সম্পূর্ণ ছিঁড়ে ক্যালির হাতে চলে এল। ছেঁড়া টুকরোটা সে এমন ভাবে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল যেন নরক থেকে আনা জঘণ্য কোন বস্তু ওটা।

'অবশ্য বহু পুরোন ছিল ড্রেসটা,' দুঃখের সুরে বলল সাণ্ড্রা। যদিও চেহারায় দুঃখের ছিটেফোঁটাও নেই। 'কতবার যে ওটা পরেছি হিসেব করা মুশকিল।'

বাকি অংশটাও টেনে ছিঁড়ে ফেলল ক্যালি। তারপর মুঠো করে ধরল ব্রা। হেঁচকা টান পড়তেই কঁকিয়ে উঠল সাণ্ড্রা। পিঠের নরম মাংসে বসে গেছে ব্রার ফিতে। পট্ করে একটা শব্দ করে খুলে গেল হুক্। ব্রাটাও অনুসরণ করল মেঝেতে পড়ে থাকা কাপড়ের স্তূপকে।

প্যান্টির কোমর বন্ধনীটা এত শক্ত যে হ্যাঁচ্‌কা টান পড়া মাত্র আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল সাণ্ড্রার মুখ থেকে। কোমরের চামড়ায় গভীর লালচে দাগ এঁকে দিয়ে ছিঁড়ে গেল ইলাস্টিকের বেল্টটা। স্টকিংটাও ছিঁড়ে

কুটি কুটি করে মেঝেতে ছুঁড়ল ক্যালি। ঝট পট্ খুলে ফেলে জুতো জোড়া রক্ষা করল সাণ্ড্রা।

সাণ্ড্রার নগ্ন দেহটা এক পলক দেখেই হাঁ হয়ে গেল ক্যালির মুখ।

'জিসাস,' বেরিয়ে এল ওর বিস্মিত কণ্ঠ চিরে।

চিতা বাঘের মত লাফ মেরে নগ্ন শরীরটা জাপটে ধরল সে। নিষ্ঠুর হাতে মর্দন করতে লাগল প্রতি ইঞ্চি নরম মাংস। সর্বত্রই সৃষ্টি করে চলেছে নীল আর কাল রঙের কালশিটে।

'উহ্, আহ্' শব্দে অনবরত কোঁকাচ্ছে সাণ্ড্রা। মাঝে-মধ্যে হেসে উঠছে খিক্ খিক্ করে–শয়তানীর হাসি। ওর একটা হাত চলে গেছে ক্যালির পুরুষাঙ্গের ওপর, জিপার খোলা থাকায় সম্পূর্ণ বেরিয়ে আছে ওটা।

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক, বেবী,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে পিছু হটল ক্যালি। 'কাপড় খুলে আসছি আমি।'

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরও দেরি করতে লাগল সে। শার্টের একটা বোতাম খুলছে, আবার ভুল করে লাগিয়ে ফেলছে অন্যটা। হাত দুটোও কাঁপছে প্রবলভাবে। খানিক পরই অধৈর্য হয়ে পড়ল সাণ্ড্রা। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল সামনে। ওর শার্টের সামনেটা খামচে ধরল একহাতে। জোরে টান পড়তেই পট পট শব্দ তুলে ছিঁড়ে গেল দুটো বোতাম। সাথে সাথে ওর হাতটা ধরে ফেলল ক্যালি। ঠেলে দুরে সরিয়ে দিল ওকে।

'আমারগুলো ছিঁড়তে যেও না, বেবী। অল্প কিছুক্ষণ পরই বেরোতে হবে আমাকে।'

পিছিয়ে এসে ওর পোশাক ছাড়া দেখতে থাকল সাণ্ড্রা। জানি, খানিক পর চলে যাবে তুমি, মনে মনে বলল ও, হয়তো কাজ শেষ হলেই। কিন্তু, ফিরে তোমাকে আসতেই হবে, বাছাধন। কুটিল হাসি ফুটল ওর মুখে।

জাঙ্গিয়াটা হাঁটু গলিয়ে নামিয়ে আনছে ক্যালি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আদিম ক্ষুধায় চক্ চক্ করে উঠল সাণ্ড্রার চোখ। এত বড় পুরুষাঙ্গ দেখার সৌভাগ্য খুব কমই হয়েছে ওর। জাঙ্গিয়াটা লাথি মেরে দুরে সরাল ক্যালি। তারপর মুখে কুৎসিত হাসি ফুটিয়ে তাকাল সাণ্ড্রার মুখের দিকে।

খেঁকি কুকুরের মত পরস্পরের দিকে ছুটে গেল ওরা। কামড়ে খামচে একাকার করে তুলতে লাগল একে অপরকে।

হঠাৎ উন্মত্ততা থামিয়ে ক্যালির কোমর একহাতে পেঁচিয়ে ধরল সাণ্ড্রা। টানতে শুরু করল বেডরুমের দিকে।

বাধা দিয়ে বলে উঠল ক্যালি, 'ঐ পর্যন্ত গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করব কেন? এখানে হলে অসুবিধে কি?'

কথা শেষ করেই দুহাতে ওর দেহটা শূন্যে তুলে নিল ক্যালি, শুইয়ে দিল মেঝের উপর। পাশে শুয়ে পড়ার সময় আবার বলল, 'কতটুকুইবা জায়গা থাকে একটা বিছানায়। প্রচুর জায়গা দরকার পড়বে আমার।'

হাঁ হয়ে গেল সাণ্ড্রার মুখ। দুচোখ হয়ে উঠল বিস্ফোরিত। অত্যন্ত নিষ্ঠুর-রুক্ষ ভঙ্গিতে অগ্রসর হচ্ছে ক্যালি। রক্তাক্ত করে তুলছে ওর কোমল দেহ।

ইঞ্জিনের পিস্টনের মত তীব্রবেগে সাণ্ড্রার শরীরে ঢুকল মাইক। দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার ঠেকাল সাণ্ড্রা। যন্ত্রণায় চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল ওর। এতটা কষ্ট কেউ ওকে দিতে পারবে আগে কখনো ভাবেনি। তবে, এটা ঠিক, কষ্টের পরই আসে প্রকৃত সুখ, আরাম পেতে চাইলে প্রতিটা নারীকেই যন্ত্রণা সইতে হবে প্রথমে।

ওর নরম শরীরটা পিষে চেপ্টা করে দিতে চাইছে ক্যালি। গরিলা সদৃশ দেহের নীচে চাপা পড়ে পাগল হয়ে উঠেছে সাণ্ড্রা। এত সুখ আগে কেউ দিতে পারেনি ওকে। ক্যালির পিঠের মাংসে বসে গেছে ওর তীক্ষ্ণধার নখ। ঝড়ের বেগে কোমর ওঠা নামা করছে ক্যালি। শুরু হয়ে গেল বাঘে-মোষে লড়াই। কেউ মেনে নিতে চাইছে না পরাজয়।

যৌন মিলনের সময় মুখ দিয়ে বিজাতীয় শব্দ করে কোন কোন নারী-পুরুষ। তাদেরই একজন ক্যালি। অনবরত 'আউ, ইয়া, উ-উহ্,' ধরনের আওয়াজ করে চলেছে সে। প্রচুর জায়গা যে তার আসলেই প্রয়োজন, হাড়ে হাড়ে টের পেল সাণ্ড্রা।

ওদের গড়াগড়ির ঠেলায় উল্টে পড়ল ছোট একটা টেবিল। ভয়ানক শারীরিক নির্যাতন ভোগ করছে সাণ্ড্রা। তবু চেঁচামেচি করে আরও জোরে করতে বলছে। ও চাইছে ওকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলুক কামুক পুরুষটা।

সহসাই ভাটা পড়ল ওদের প্রেমের জোয়ারে। একই সাথে চরম তৃপ্তি ঘটল। ঘুম ঘুম একটা আবেশ এসে গেল সাণ্ড্রার দুচোখে।

চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ক্যালি সাণ্ড্রার পাশে। হাঁপরের মত ওঠা-নামা করছে তার লোমশ বুক। সাণ্ডার মনে হচ্ছে ওর শরীর থেকে সব হাড়গোড় টেনে বের করে নেয়া হয়েছে। নড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই এখন। একটা কথা ভেবে হাসি পেল সাণ্ড্রার, দৈত্যটা নিজ থেকে না সরলে জীবনেও নিচ থেকে বেরোতে পারত না ও।

এতদিন পর আজ সুখ কাকে বলে জেনেছে সাণ্ড্রা। প্রশান্তিতে অবশ হয়ে গেছে ওর প্রতিটা স্নায়ু। ক্যালির লোমশ বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল

ও। সত্যিকারের আবেগ নিয়ে। কিন্তু ভাল লাগার এই স্বপ্নিল অনুভূতি বেশিক্ষণ থাকল না। ক্রমান্বয়ে তীব্র হয়ে উঠছে শরীরের ছড়ে যাওয়া চামড়ার জ্বালা। কিছু কিছু জায়গায় গভীর হয়ে বসে গেছে ক্যালির দাঁত। জায়গাগুলো থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে শুরু হয়েছে রক্ত পড়া।

কাল সকালে যে হাঁটতে পারবে না, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই সাণ্ড্রার। সারা গায়ে ফুটে উঠবে নীল-কালো কালশিটে। গভীর লালচে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে নিতম্বে। অনেকক্ষণ ভাবার পর এর কারণ আবিষ্কার করল ও। কার্পেটের সাথে তীব্র ঘর্ষণেই হয়েছে দাগটা। চোখের ঝাপ্‌সা ভাবটা কেটে যাবার পর মাথা কাত করে ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল ও।

অবস্থা দেখে হেসেই ফেলল। কামরার এককোণে দলা পাকিয়ে আছে কার্পেট। বেশিরভাগ আসবাব-পত্র গায়ে গায়ে সেঁটে আছে। মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে কামরাটার উপর দিয়ে।

এরকম মিলনের প্রত্যাশায় এতদিন পাগল হয়েছিল সাণ্ড্রা। সবসময় পশুর মত ধর্মকামী পুরুষ খুঁজে ফিরেছে। অলৌকিক ভাবে মিলে গেছে আজ। বরং বলা যায় একটু বেশি পেয়ে গেছে। ক্যালির আচরণ পশুবৃত্তিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

চওড়া বুকটায় মাথা রেখে আবেশে চোখ বুজে আছে সাণ্ড্রা। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে ক্যালির। ফিস্‌ফিসে্ স্বরে ও বলে উঠল, 'যুদ্ধটা মন্দ হয়নি কি বল, অ্যাঁ? সমানে সমানে লড়েছি।'

ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে একটা ব্যাপার বিচার করে দেখল সাণ্ড্রা। ওকে পশুটা যৌনসুখ দিতে পারবে নিঃসন্দেহে। এই গুণটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই ব্যাটার মধ্যে। আস্ত একটা গর্দভ, বোঝাই যায়। তবে, সবচেয়ে বড় কথা হলো সেক্স পাওয়ার! আর তার অভাব নেই ক্যালির ভেতর। সুতরাং, আর বেশি কিছুর দরকার নেই সাণ্ড্রার।

হ্যাঁ, মাইক ক্যালিই হতে পারে ওর জীবনের শেষ পুরুষ। হতে পারে লোকটা অকর্মা। কিন্তু ওর যত টাকা আছে তা দিয়ে অনায়াসে চলে যাবে দু'জনের দিন। মার্ক নিলি, নামটা মনে হতেই ঘৃণায় মুখ বাঁকাল সাণ্ড্রা। ঐ নাম আর কখনোই প্রতিধ্বনি তুলবে না ওর স্মৃতিতে।

'তোমার আচরণ কিন্তু খেঁকি কুকুরের মত,' আদুরে গলায় অভিযোগ করল সাণ্ড্রা।

'বেবী,' সাণ্ড্রার নরম নিতম্বে হাত বুলাতে বুলাতে বলল ক্যালি। 'মাত্র তো শুরু হলো প্রথম ধাপ।'

উনিশ

সাণ্ড্রা ট্রিমেনের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে, রাস্তাটার বিপরীত পাশে দাঁড়িয়ে আছে মার্ক। ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছে। এত দেরি হবার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না ও। অপেক্ষা করতে করতে পার করে দিয়েছে ঘণ্টা খানেক। চট করে আবার ঘড়ির দিকে তাকাল ও। মাত্র চার মিনিট আগে ঘড়ি দেখেছিল, তবু বার বার ভুল করছে সময়ের হিসাব। না কি ঘড়িটাই বিগড়ে গেল?

ওটাকে কানের কাছে এনে মনোযোগ দিয়ে শুনল টিক্ টিক্ শব্দ। নাহ, ঠিকই আছে। আসলে অধৈর্য হয়ে পড়েছে সে নিজেই। কিন্তু সহ্যের তো একটা সীমা আছে। কোন্ নরকে গেল বেশ্যা মেয়েলোকটা?

লিণ্ডার পরিকল্পনা সফল হলে সমস্যা থাকবে না, নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতই। লা প্যারিসিয়ান থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও তো যেতে পারে ওরা? অথবা বেরই হয়নি ওখান থেকে। ককটেল লাউঞ্জে যথেষ্ট সময় নষ্ট করতে পারে একজন পুরুষ। বিশেষ করে সঙ্গে মেয়ে থাকলে তো কথাই নেই। যা হোক, ধরে নিতে হবে ওরা আসবে। দেরি হবার কারণটা সম্ভবতঃ মদ। মাতাল হয়ে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে ওরা।

এই সময় একটা টেক্সি এসে থামল রাস্তায়। সজাগ হয়ে উঠল মার্ক। কিন্তু ওকে হতাশ করে ভেতর থেকে নামল তিন বাচাল বুড়ি। বিরক্তি সুচক শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিল মার্ক। সিগারেটের টুকরোর ছোটখাটো একটা ঢিবি তৈরি হয়েছে ওর পায়ের কাছে। প্যাকেটটা বের করে অবশিষ্ট চারটা সিগারেট থেকে আরেকটা ধরাল ও। এত দীর্ঘসময় অপেক্ষা করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল না সে।

বাঁক ঘুরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল আরেকটা টেক্সি। নিরুৎসুক চোখে চাইল মার্ক। হয়তো দেখা যাবে বুড়ো-বুড়ি। কিন্তু না, পেছনের আসনে একজোড়া নারী পুরুষ বসে আছে! দ্রুত সোজা হয়ে দাঁড়াল মার্ক। অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা পড়ে গেল হাত থেকে। গাছের আড়ালে সরে গেল ও।

ইঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হবার পর অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে গাছের পেছন থেকে মাথা বের করে উঁকি দিল। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে হৃদপিণ্ডে। অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশ মুখে

থেমেছে টেক্সি। পুরুষটা মার্কের দিকে পেছন ফেরা। দেখা যাচ্ছে না চেহারা। তবে, কোন সন্দেহ নেই গরিলার মত দেহটা মাইক ক্যালিরই।

আশা-আনন্দের দোলায় দুলে উঠল মার্কের মন। তাহলে সফল হতে চলেছে ওদের পরিকল্পনা! ওফ্, লিণ্ডা। মাই সুইট হার্ট, কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল ওর মন। মেয়েটার সহযোগিতা কত বড় একটা সমস্যার সমাধান করে দিল আজ।

সাণ্ড্রা আর মাইক দালানের ভেতর ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল মার্ক। তারপর নিশ্চিন্ত মনে ধরাল আরেকটা সিগারেট। আরাম করে একটা টান দিল। ল্যারী এসে যদি দু'জনকে উদোমে অবস্থায় দেখে, কি হবে বেচারার দশা, নিঃসন্দেহে জ্বলে উঠবে প্রতিশোধ স্পৃহায়। ক্যালির কপালে খারাবিই আছে বলা যায়। যা হোক, কেউ খুন-টুন না হলেই হলো। আর সাণ্ড্রা? মুচ্‌কি হেসে ভাবল মার্ক। ভয়ানক নাজুক অবস্থায় পড়ে যাবে মাগীটা।

একটা কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল মার্কের। ভাই হয়ে ভাইয়ের হৃদয়টা চৌচির করতে যাচ্ছে ও। তবে, ভবিষ্যতের দিক থেকে দেখলে ঠিক হয়েছে কাজটা। হয়তো বড় কোন আঘাত পেতে যাচ্ছিল ল্যারী, অল্পতেই সারিয়ে দিচ্ছে সে।

ফোন বুথের দিকে পা বাড়ানোর আগে সাণ্ড্রার অ্যাপার্টমেন্টটা আরেকবার দেখে নিল মার্ক।

ডায়াল করল ও। দ্বিতীয় রিং যাবার ছো মেরে রিসিভার তোলা হলো অপর পাশে। তীর্থের কাকের মতই বসে ছিল লিণ্ডা।

'ইয়েস?' অত্যন্ত উদ্বিগ্ন গলা ওর।

'ফোনটা করার সময় এসে গেছে, লিণ্ডা। এই মাত্র ভেতরে ঢুকেছে দু'জন।'

লিন্ডার স্বস্তির শ্বাস এত জোরে শোনাল যে, বিস্মিত না হয়ে পারল না মার্ক। মেয়েটা ওর মতই টেনশনে ছিল! মনের শেষ দ্বিধাটুকু ঝেড়ে ফেলল ও। জীবন সঙ্গিনী হিসেবে এর চেয়ে উপযুক্ত মেয়ে আর হতে পারে না।

'ভীষণ খুশি লাগছে, মার্ক। এখনই ফোন করছি।'

'কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখ,' বলল মার্ক। 'বেশি আবেগ—'মাঝপথে থেমে গেল ও। সকল প্লান এল যার মগজ থেকে তাকেই কিনা যাচ্ছে উপদেশ দিতে?

'আশে-পাশে কেউ নেই তো তোমার?' প্রসঙ্গ পাল্টাতে জন্য অহেতুক প্রশ্ন করল ও।

'আছে,' জানাল লিণ্ডা। 'তবে, সমস্যা সৃষ্টি করার মত কেউ নেই। আচ্ছা, তোমাকে কি ফোন করে পরবর্তী ঘটনা জানাতে হবে?'

'সম্ভব হলে কোরো। চিন্তা মুক্ত হতাম তাহলে।' বুথের নম্বরটা ওকে বলে দিয়ে রিসিভার রেখে দিল মার্ক।

আরেকটা সিগারেট বের করল ও। ধরানোর সময় ভেবে দেখল ল্যারীর জন্য অপেক্ষা করতে হলে আরও এক প্যাকেট দরকার পড়বে।

পায়চারী করার ফাঁকে লিণ্ডার কথা চিন্তা করতে লাগল মার্ক। ওর কোথাও কোন খুঁত আছে কিনা খুঁজছে। মাথা নাড়ল ও আপন মনে নাহ্ কোন খুঁত নেই। আদর্শ, বুদ্ধিমতী বউ হবার পুরো যোগ্যতা আছে মেয়েটার।

ওর চিন্তা সূত্রে বাধা দিয়ে হঠাৎ বাজল ফোন। দ্রুত রিসিভার তুলে সাড়া দিল ও। ভেসে এল লিণ্ডার গলা, 'রওনা দিয়েছে ল্যারী।'

যাক, ভেবে দেখল মার্ক, এই কাজটাও ঠিক মত করল মেয়েটা। সিগারেটটা আপনা আপনি ছাইয়ে পরিণত হচ্ছে, ছুঁড়ে ওটাকে একপাশে ফেলে দিল।

'মার্ক উত্তেজনায় ফেটে যাচ্ছি আমি,' উৎফুল্ল শোনাল লিণ্ডার গলা। পরক্ষণে চিন্তার সুরে যোগ করল, 'ল্যারীর কথা ভেবে ভয়ও লাগছে। বেশি আত্মহারা হয়ে পড়েছে বেচারা।'

লিণ্ডার মনের অবস্থা আঁচ করতে পারল ও। ল্যারীর জন্য দুঃখ পাচ্ছে মেয়েটা, কারণ তার বড় ভাইকে ভালবাসে বলে। মার্ক বলল, 'দারুণ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছ তুমি। ভাবতেও পারবে না এর ফলে কতটা উপকার করলে ল্যারীর। সুন্দর ভাবে ভবিষ্যত গড়ার সুযোগ করে দিলে ওকে।'

গম্ভীর সুরে জবাব দিল লিণ্ডা, 'পাওনাটা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করব।' কিন্তু কণ্ঠস্বরে সামান্য ঠাট্টার ছোঁয়া থেকেই গেল। ধরতে পেরে কোমল হাসিতে ভরে উঠল মার্কের মুখ। 'বাড়িতে বসে বসে ঈশ্বরের নাম জপ্ কর। ঝামেলা শেষ হলেই আসছি। কথা দিচ্ছি, সাতদিন উঠতে দেবনা বিছানা ছেড়ে।'

'দেখা যাবে,' আবেগ তাড়িত উত্তর লিণ্ডার।

কিছুক্ষণ নিরবতা পালন করল দুজনই। অনুভব করে নিল পরস্পরের হৃদয়ের আবেগ।

নিরবতা ভাঙ্গল মার্ক। 'অবশ্য খুব একটা জরুরি কিছু নয়। ওহ্, হ্যাঁ, এখনইতো বলা যায়। কথাটা হলো—আমি তোমাকে ভালবাসি!'

'ইউ নটি বয়,' প্রেম বিজড়িত স্বর লিণ্ডার। 'মেরেই ফেলবে দেখছি! আমিও তোমাকে ভালবাসি, মার্ক নিলি... অনেক ভালবাসি!'

রিসিভার রাখার পর আগের জায়গায় এসে দাঁড়াল মার্ক। মনটা অদ্ভুত প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়ে আছে। জানে, খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না ল্যারীর জন্য।

বিশ

সারা গায়ে যন্ত্রণার সুঁই ফুটছে ল্যারীর। ফোন করছেনা কেন সাণ্ড্রা? গত কয়েকদিন যাবত বেশ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে। হয়তো আর কোনদিনই করবে না টেলিফোন।

কি যাতা ভাবছি! নিজের উপর রাগ হলো ল্যারীর। নিশ্চয় বেশ ব্যস্ত এখন সাণ্ড্রা। ব্যস্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রচুর কাজ ওর। লম্বা যাত্রায় বেরোতে যাচ্ছে, সম্ভবতঃ এই কারণে যথেষ্ট খাটুনী করছে বেচারী।

কিন্তু, যত্তসব, তিক্তচিত্তে ভাবল ল্যারী, কয় সেকেণ্ডইবা খরচ হয় একটা টেলিফোন করতে?

সবাই নিষ্ঠুর আচরণ করছে ওর সাথে, মনে হতেই নিজেকে অসহায় লাগল ল্যারীর। খুব একটা আপত্তি না করলেও মার্ক যে ওর উপর চরম বিরক্ত তা বেশ বুঝতে পেরেছে ও। সামান্য চেষ্টাও করেনি ওকে বোঝার। বুঝতেও চাইল না কি ঝড় বইছে ওর মনে! আসলে ভাই হয়ে ভাইয়ের ধ্বংস দেখতে চায় মার্ক।

'হেই, নিলি,' পাশের রুমের ছেলেটা চেঁচিয়ে ডেকে উঠল এই সময়। 'তোমার ফোন।

ছুঁড়ে দেয়া তীরের মত লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল ল্যারী। দ্বিতীয় লাফে পৌঁছে গেল দোর গোড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় মাত্র দু'তিন বার ধাপের সাথে ওর পায়ের ছোঁয়া লাগল!

পাশের রুমের ছেলেটার নাম ফ্রেসার। অল্প বয়স। বিরক্তির সুরে সে বলে উঠল, 'তোমাদের কাছে ফোনকল যখন এতই জরুরি, নিজস্ব একটা লাইন আনিয়ে নিলেইতো পার?'

হাতের ধাক্কায় ছেলেটাকে সামনে থেকে সরিয়ে পা বাড়াল ল্যারী। পড়তে পড়তে কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল ফ্রেসার। বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ল্যারী। রিসিভার ওঠানোর সময় অজ্ঞাত কারণে হাত কেঁপে উঠল ওর। আবেগে ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গেল কণ্ঠস্বর, 'সাণ্ড্রা?'

'অপেক্ষা করছি আমি,' সোজাসাপ্টা উত্তর। 'আসতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'রিসিভার রেখে ঘুরলেই দেখবে পেছনে দাঁড়িয়ে আছি,' আবেগ-কম্পিত স্বরে জানাল ল্যারী! সান্ড্রার কণ্ঠস্বরে সামান্য অমিল টের পেল ও। ঠিক আগের মত শোনাল না। কিন্তু বেশিক্ষণ এ নিয়ে মাথা ঘামাল না। কাজের চাপে থাকলে মানুষের অনেক কিছুই পাল্টে যায়।

'এখনি আসছি।' বলেই রিসিভার রেখে দিল ল্যারী। আর দেরি করার পক্ষপাতি নয় সে। আবার পথ রোধ করে দাঁড়াল ফ্রেসার। 'তোমার ব্যাটারীতে চার্জ দিয়ে দিল নাকি মেয়েটা? সারাদিন মরার মত ঘরে পড়েছিল। আর এখন অবাকই লাগছে তোমাকে দেখে।'

'বোঝার মত বয়স তোমার হয়নি, জুনিয়র। একদিন বুঝিয়ে দেব।'

ফ্রেসারকে একপাশে সরিয়ে দরজাপথে ছুটে বেরিয়ে এল ল্যারী। গাড়ির দিকে যাবার সময় একবার ভাবল দৌড়ে পৌঁছবে সান্ড্রার ওখানে। ওর মনে হচ্ছে গাড়িতে গেলে দেরি হবে।

লাফিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে ইগনিশন অন করল ও। ঝামেলা পাকালে আজ টুকরো টুকরো করে ফেলব, বিড়বিড় করে গাড়িকে ধমকাল। খুশিতে আত্মহারা ল্যারী। কোনরকম গলদ আজ বরদাস্ত করতে পারবে না কিছুতেই।

বহুকষ্টে গাড়ির গতিমাত্রা ঠিক রেখে এগোচ্ছে ল্যারী। পাগলের মত বাড়াচ্ছে না স্পীড। দুর্ঘটনায় পড়তে চায় না। তবে, বর্তমান গতিও মাথা খারাপ করে দেবে অন্যান্য গাড়ি-চালকদের, মন্থর বেগে গাড়ি চালানো ধাতে সয়না ওর।

সান্ড্রার বাড়ির কাছাকাছি এসে মেজাজ বিগড়ে গেল ওর। পার্কিং লটে ঠাসাঠাসি করে রাখা অগনিত গাড়ি। তিল ধারণের জায়গা পর্যন্ত নেই।

রাস্তার পাশেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল ও। বেরিয়ে এসেই ছুটল এলিভেটরের দিকে। অবশ্য এলিভেটর না পেলে দেরি করবে না, সিঁড়ি বেয়েই উঠবে ছয় তলায়। ওঠার সময় ছয়টার কম ধাপে পা পড়বে না এখন।

কিন্তু নীচেই দাঁড়ান এলিভেটরটা। চড়ার পর আবার মেজাজ খিচড়ে গেল ওর। শালার মানুষগুলো প্রতিটা ক্ষেত্রে আধুনিকতার ধাঁচ এনেছে অথচ উন্নতি করতে পারল না সামান্য এলিভেটরের! কেমন শম্বুক গতিতে উপরে উঠছে হতচ্ছাড়া যন্ত্রটা।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে হাওয়ার বেগে করিডোর ধরে ছুটল ল্যারী চাবি হাতে। সান্ড্রা টের পাবার আগেই দরজা খুলে ঢুকতে পারবে ও। আগে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করত মেয়েটা। অথচ এখন...। দরজার কাছে থেমে দাঁড়াল ল্যারী। হাত রাখল নবে। তখনই শুনতে পেল দুটো কণ্ঠস্বর। ভ্রু কুঁচকে উঠল ওর, পুরুষ কণ্ঠও ভেসে আসছে। খানিকপর শ্রাগ করল ও। নিশ্চয় টেলিভিশন দেখছে।

চাবিটা ফুটোয় ঢুকিয়ে ঘোরাবার সময় সুখ সুখ একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর মন। দরজাটা আধখানা খুলে ভেতরে পা বাড়াল। দু'কদম আগে বেড়েছে, সাথে সাথে মুগুরের বাড়ি পড়ল যেন মাথায়। বরফের মত জমে গেল পা দুটো। আবছা ভাবে কানে এল মেঝেতে শুয়ে থাকা মেয়েটার গলা, 'তোমার আচরণ কিন্তু খেঁকি কুকুরের মত।'

উত্তর দিল পাশে শোয়া পুরুষটা, 'বেবী মাত্র তো শুরু হলো প্রথম ধাপ...' নির্বাক বিস্ময়ে শুনছে ল্যারী। কিন্তু ধরতে পারছে না কথাগুলোর অর্থ। নিশ্চয় কোন বিদেশী ভাষায় কথা বলছে ওরা। বোঝা কঠিন।

বার বার চোখ পিট পিট করে দেখল, যা দেখছে সত্যি কিনা, মুহূর্তকাল নগ্ন দেহ দুটোর উপর স্থির থাকল চোখ। তারপর ঘুরল অন্য দিকে। ছোটখাট ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে কামরাটার উপর। ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা অবাঞ্ছিত গন্ধ। মেঝেতে শোয়া মেয়েটা সাণ্ড্রা নয়, নিজেকে সান্ত্বনা দিল ল্যারী। উলঙ্গ দেহটা সস্তা কোন পতিতার। হয়তো ভুল অ্যাপার্টমেন্ট ঢুকে পড়েছে ও।

কিন্তু, মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে মনকে ভোলাতে পারল না ল্যারী। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কারা শুয়ে আছে মেঝেতে। মুহূর্তের মাঝে মানুষের স্বপ্ন কিভাবে ধুলিস্মাত হয়ে যায়, হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করল ল্যারী।

চাপা রাগে ওর দেহের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। লক্ষ্য করল, ওরা বিন্দু মাত্র টের পায়নি ওর উপস্থিতি। আদিম খেলা শেষ করে এখন তৃপ্ত দুজন। ইচ্ছে করলে ওদের অলক্ষ্যেই বেরিয়ে যাওয়া যায় কামরা থেকে। কিন্তু তা করবে না ল্যারী। প্রতিহিংসায় জ্বলছে ওর চোখ দুটো। ওর ভালবাসাকে নিষ্ঠুর হাতে দলিত করা হয়েছে। ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে সমস্ত স্বপ্ন। এতবড় আঘাত কি মুখ বুজে সহ্য করা যায়? না। কিছুটা হলেও প্রতিশোধ নেবে ও।

'ডাইনী!' হিস্ হিস্ শব্দ বেরোল ল্যারীর কণ্ঠ থেকে।

ঝট করে ঘুরে তাকাল সাণ্ড্রা। মুখে ফুটে উঠল ভয়ের ছাপ। ল্যারীকে দেখা মাত্র বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে চোখ। অসম্ভব, মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল সাণ্ড্রা। এটা হতেই পারে না! কেন এমন অসময়ে আসতে যাবে ল্যারী? নিশ্চয় ভুল দেখছে। মেঝে ফুটো করে ঢুকে যেতে চাইল ও।

ঘর্মাক্ত, নগ্ন দেহটা স্থির চোখে দেখছে ল্যারী। ঘৃণায় রী রী করে উঠল ওর শরীর। এই বেশ্যাটাকে ভালবেসে ছিল, ভাবতেই প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জন্মাল নিজের ওপর। আসলেই ও একটা গর্দভ।

'ওহ্ মাই গড!' প্রলাপের সুরে চেঁচিয়ে উঠল সাণ্ড্রা। পলকে দুটো গড়াল দিয়ে ক্যাল্গির কাছ থেকে সরে গেল। অবিন্যস্ত চুল চোখে-মুখে পড়ায় পাগলের মতো দেখাচ্ছে ওকে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, মাত্র দুই সেকেণ্ড আরও দশ বছর বেড়ে গেছে বয়স।

'ল্যারী,' কান্নার মতো শোনাল সাণ্ড্রার কণ্ঠস্বর। 'যা ভাবছ আসলে তা নয়। প্লিজ–'আচমকা থেকে গেল আবার। টের পেল, দুর্বলতা বেশি প্রকাশ করে ফেলেছে। নিজেকে সংযত করে নিল ও। তারপর নতুন সুরে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারি আমি।'

বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল ল্যারীর ঠোঁটে। 'সত্যি পারবে?' দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছে না সাণ্ড্রা। সিসের মতো ভারী লাগছে পা দুটোকে। ফ্যালফ্যাল করে ল্যারীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ও। ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করল ওর চেহারা। কুৎসিত হয়ে গেল রাগে।

'তোমাকে কোন প্রয়োজন নেই আমার,' ফুঁসে উঠল সাণ্ড্রা। 'একটা অপদার্থকে ভালবাসা যায় না!'

'তাহলে এই ষাঁড়টাকেই ভালবাসা যায়, তাই না?' বিদ্রুপের হাসিটা এখনো ঠোঁটে লেগে আছে ল্যারীর।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই!' গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে জবাব দিল সাণ্ড্রা।

'অলরাইট। যত খুশি ভালবাসো! তবে, আমার কাজ শেষ হবার পর।' মেঝেতে বসা উলঙ্গ দানবের দিকে তাকাল ল্যারী। 'উঠে দাঁড়াও, ক্যালি। কুইক।'

দুচোখে স্পষ্ট দ্বিধা ফুটে আছে ক্যালির। এসবের মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না সে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে এক হাত উঁচু করে বলে উঠল, 'দাঁড়াও! কোন দোষ নেই আমার। ব্যাপারটা নিছক ভুল বোঝাবুঝি।'

'তাতো অবশ্যই।' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ল্যারী। ভয়ানক ভুল বোঝাবুঝি, যার কোন ক্ষমা নেই। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াও!'

ধোপদুরস্ত পোশাক পরা একজনের মুখোমুখি সম্পূর্ণ উলঙ্গ আরেকজন–দেখার মতো দৃশ্যই বটে! বিশেষ করে যখন অবস্থাটা এমন নাজুক থাকে। গায়ে ষাঁড়ের মতো শক্তি ক্যালির! কিন্তু এখন হাত পর্যন্ত নড়তে চাইছে না। সমস্ত মনোবল ধুয়ে গেছে ওর ভেতর থেকে।

'এ-এক মিনিট,' মিনতি ঝরল ওর কণ্ঠ থেকে। 'আমি ঠিক–'চোয়ালে এসে লাগল ল্যারীর বুটসমেত পা। কথা বন্ধ হয়ে গেল ক্যালির। চিত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। ওর বুকে একটা পা তুলে দিল ল্যারী।

হিংস্র মুখভঙ্গি করে ছুটে এলো সাণ্ড্রা। দু'হাত দিয়ে আক্রমণ করল ল্যারীকে। মুখে ধারাল নখের আঁচড় খেয়ে মেজাজ বিগড়ে গেল ল্যারীর। মুচড়ে ধরল সাণ্ড্রার একটা হাত। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল মেয়েটা। পরক্ষণে তারস্বরে বলে উঠল, 'বেরিয়ে যাও, লম্পট! নয়তো ফোন করতে বাধ্য–'

'কাকে ফোন করবে, সাণ্ড্রা?' তাচ্ছিল্যের সাথে জানতে চাইলো ল্যারী। 'পুলিশকে? ডাকো ডাকো। পারলে আরও কাউকে খবর দাও। এই অপূর্ব দৃশ্যটা দেখার অধিকার সবার আছে।'

মুচড়ে ধরা হাতটা হঠাৎ ছেড়ে দিল ল্যারী। সেই সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল সাণ্ড্রাকে। বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে টলমল পায়ে কামরার শেষ মাথায় চলে এলো সাণ্ড্রা। হাঁটুর পেছনে সোফার প্রান্তের গুঁতো লাগতেই উল্টে পড়ল। পড়েই থাকল সোফার উপর। হাতলে মাথা ঠুকে যাওয়ায় দৃষ্টি হয়ে উঠল ঘোলাটে।

ক্যালির দিকে ফিরল ল্যারী। দুচোখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে আগুন। গুণে গুণে তিন পা পিছিয়ে এলো ও। তারপর ছুটে গিয়ে লাথি কষাল দানবটার পাঁজর বরাবর। তবে, অতোটা জোরে নয়। রসিয়ে রসিয়ে আঘাত করছে ল্যারী। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছে ও।

হাত জোড় করে মিনতি করল ক্যালি। 'প্লিজ, ঝামেলা চাইনা আমি।'

'শুরুটা তুমিই করেছ,' শীতল সুরে উত্তর দিল ল্যারী। 'অযথা ফ্যাস ফ্যাস না করে উঠে দাঁড়াও। নয়তো আর উঠতে হবে না কোনদিন।'

হাত নিশপিশ করছে ল্যারীর। বেড়েই চলেছে ওর রাগের মাত্রা। ক্যালির চোয়ালে কয়েকটা পাঞ্চ না কষাতে পারলে শান্ত হবে না মন।

পা সরিয়ে নিতেই হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যালি। মৃদু কাঁপছে ওর দেহ। মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে দুহাত এক করে আছে ও। এখনো চেষ্টা করছে ব্যাপারটার একটা সুরাহা করার জন্য।

প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুষি মারল ল্যারী। তলপেট চেপে ধরে কুঁজো হয়ে গেল ক্যালি। তবু রেহাই পেল না। উন্মাদের মতো মেরেই চলেছে ল্যারী। বুকে-মুখে সমানে আঘাত হানছে ওর ঘুষি।

গোঁ গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে ক্যালির মুখ থেকে। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেছে ওর শরীর। পেট চেপে ধরে আছে দুহাতে। গল গল করে রক্ত পড়ছে নাক থেকে, লাল হয়ে উঠেছে বুকের পশম।

ওর ঝুলে পড়া চোয়াল লক্ষ্য করে আরেকটা পাঞ্চ কষাল ল্যারী। কড় কড় শব্দ হলো দাঁত ভাঙার। আঙুলে ভীষণ চোট পেল ল্যারী। দাঁতের সাথে সংঘর্ষে ছিঁড়ে গেছে ওর আঙুলের চামড়া।

চোখ উল্টে গেল ক্যালির। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। হাটু ভাঁজ হয়ে যেতে লাগল ওর।

একহাতে আহত আঙুল ডলছে ল্যারী। মুখে ফুটে আছে বিস্মিত ভাব। অন্য কেউ হলে নিঃসন্দেহে জ্ঞান হারাতো। এতটা আঘাত সহ্য করা চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ আঘাতটা হজম করে নিয়েছে দানবটা। উড়ে এসে জোড়া পায়ের লাথি চালাল ল্যারী। ওর একটা পা পড়ল ক্যালির পেটের ওপর, অন্যটা অণ্ডখোষে। বিকট চিৎকার করে উঠে বসল ক্যালি। পরক্ষণে মেঝেতে আছাড় খেল ওর প্রকাণ্ড দেহটা। নিথর হয়ে পড়ে রইল ক্যালি। বোঝার উপায় নেই বেঁচে আছে না মরে গেছে।

আচমকা পেছন দিক থেকে আক্রান্ত হলো ল্যারী। ছোরার ফলার মতো নখ আর ধারাল দাঁতের দংশনে ফালা ফালা হয়ে গেল ওর ঘাড়ের চামড়া। গালেও এসে লাগল নখের আঁচড়। বহু কসরত করার পর সাণ্ড্রার হাতটা ধরতে সক্ষম হলো ও। একটানে সামনে নিয়ে এল মেয়েটাকে। তারপর দুহাতে জাপটে ধরল, যাতে নড়াচড়া না করতে পারে।

মনের ভেতরকার ঝড় থেমে গেছে ল্যারীর। মুখে রাগত ভাবটাও নেই। কেন জানি সবকিছু আবার স্বাভাবিক মনে হচ্ছে ওর কাছে। তবে, একটা পরিবর্তন এসেছে ওর ভেতর, বিন্দুমাত্র ওকে আকর্ষণ করছে না সাণ্ড্রা। বরং মেয়েটার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার তাগিদ বোধ করছে।

'শান্ত হও, লেডি,' কণ্ঠে নতুন সুর ল্যারীর, 'চলে যাচ্ছি আমি।'

'ওকে খুন করেছ তুমি,' প্রলাপের সুরে বলে উঠর সাণ্ড্রা। 'খুন করে ফেলেছ!'

ঠেলতে ঠেলতে সাণ্ড্রাকে সোফার কাছে নিয়ে এলো ল্যারী। মৃদু ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিল। তারপর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেয়েটার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে। এই মানুষটাকে কি আগে কখনো দেখেছে ও? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল ল্যারী। না, কোনদিন দেখেনি।

একুশ

সাণ্ড্রার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে ল্যারীকে দৌড়ে যেতে দেখল মার্ক। ভয়ানক উত্তেজিত মনে হচ্ছে ছেলেটাকে। অপরাধবোধে ছেয়ে গেল মার্কের মন। ওর কারণেই খানিকপর ধ্বংস হতে যাচ্ছে ল্যারীর স্বপ্ন।

অল্পক্ষণে নতুন এক মানুষে রূপ নেবে ল্যারী, জানে ও। কিন্তু তা হবে অসহ্য কষ্টের ভেতর দিয়ে। একটা কথা ভেবে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না মার্ক। সাণ্ড্রার সাথে বোঝাপড়া সেরে যখন বেরিয়ে আসবে ছেলেটা, কি করবে? নিশ্চয় মদে চুর হয়ে পড়বে। তাতে অবশ্য কোন অসুবিধা নেই। মস্তিস্ক বিকৃতি না ঘটলেই হলো। কিন্তু ভয় লাগল, সাণ্ড্রাকে অন্ধের মতো ভালবেসেছে ল্যারী। প্রেমিকাকে পর পুরুষের সাথে বিছানায় দেখলে ঠিক থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

রাস্তা পার হয়ে দালানটার ভেতরে ঢুকে গেল ল্যারী। ছেলেটা এলিভেটরে না ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল মার্ক। তারপর ছুটতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে। সাত তালায় পৌঁছে ইঞ্জিনের মতো দ্রুত হয়ে উঠল ওর শ্বাস-প্রশ্বাস।

প্যাসেজে লোকজন নেই। তবু সতর্কতায় ঢিল দিল না মার্ক। অত্যন্ত সন্তর্পণে অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় এসে দাঁড়াল ও। মৃদু ফাঁক হয়ে আছে দরজাটা। সাবধানে ফাঁকে চোখ রাখল মার্ক। দৃষ্টি আটকে গেল বিচ্ছিরি একটা দৃশ্যে। মেঝেতে সম্পূর্ণ নগ্ন দুটো শরীর। মেয়েটাকে প্রথমে চিনতে পারল ও। সাণ্ড্রা ট্রিমেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। চাহনিতে হতভম্ব একটা ভাব। ভয়ে কুঁচকে আছে ওর মুখ।

গরিলা সদৃশ দেহটা নিঃসন্দেহে ক্যালির। পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে তার শরীর। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়।

ল্যারীকে নজরে এলো না ওর। দরজা আড়াল করে রেখেছে ছেলেটাকে। ব্যাপারটা ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠল মার্কের, উলঙ্গ দেহদুটো দেখে কি হচ্ছে ল্যারীর অবস্থা?

চলে যাওয়ার কথা ভাবল মার্ক। বুঝতে পারছে, সার্থক হয়েছে ওর আর লিণ্ডার পরিকল্পনা। কিন্তু নড়তে পারল না এক চুলও। একটা অদম্য কৌতূহল চেপে বসেছে মনে। দেখতে চায়, ব্যাপারটা কিভাবে সামাল দেয় ল্যারী।

সাণ্ড্রার কণ্ঠস্বর কানে এলো ওর, 'ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে পারি–'কুঁচকে উঠল ওর ভ্রূ। কিসের ব্যাখ্যা দেবে মেয়েটা? হাজারখানেক শব্দ যোগ করলেও তো এসবের নিষ্পত্তি হচ্ছে না?

বাক-বিতণ্ডা শুরু হলো ট্রিমেন আর ল্যারীর.....। শব্দগুলোর বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারছে না মার্ক। দ্রুত আর নীচু স্বরে হচ্ছে কথাবার্তা। হঠাৎ গলা চড়াল ল্যারী, 'উঠে দাঁড়াও ক্যালি।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মার্ক। ও নিজেও চাইছে একটু ধোলাই খাক দানবটা। ব্যাটার সাইজ মুহূর্তের জন্য উদ্বিগ্ন করে তুলল ওকে। তবে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাল না এ নিয়ে। যা মানসিক অবস্থা এখন ল্যারীর, গোটা দুনিয়া ধ্বংস করে দিতে পারবে।

ক্যালির কাকুতি-মিনতি কানে আসতেই মুচকি হাসল মার্ক। ভীষণ ঘাবড়ে গেছে ব্যাটা। তাহলে ভালই খেলা দেখাচ্ছে ল্যারী। ওকে নিয়ে আর অযথা দুশ্চিন্তার দরকার নেই বুঝতে পারল মার্ক।

ঘুষি মারার ধুপ-ধাপ শব্দ ভেসে এলো। সেই সাথে ক্যালির গোঁঙানীর শব্দ। হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে কিছু একটা পড়ল মেঝেতে। বুঝতে অসুবিধা হলো না মার্কের, নিঃসন্দেহে কুপোকাত হয়েছে দানবটা।

এবার চলে যাওয়া উচিত, তাগিদ বোধ করল ও। ল্যারী নিশ্চয় বেশিক্ষণ থাকতে চাইবে না এখানে। বেরিয়ে আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে। সুতরাং মুখোমুখি হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

নীচের দিক থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছিল এলিভেটর, দৌড়ে গিয়ে ওটাকে থামাল মার্ক। তারপর ভেতরে ঢুকে নীচে যাবার বোতামে চাপ দিল। এখন আর তাড়াহুড়ো নেই। ও না ছাড়া পর্যন্ত এলিভেটরটা ব্যবহার করতে পারছে না ল্যারী।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হলো মার্ক। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। মানসিক দিক দিয়ে এখন পর্যুদস্ত ল্যারী। সহানুভূতি জানাবার মতো কাউকে তার প্রয়োজন হবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। এসে গেছে ল্যারী। ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে। আত্মভোলা লোকের মতো রাস্তা ধরে হাঁটছে বেচারা।

আরও বারো গজ রাস্তা পেরুবার পরে ডেকে উঠল মার্ক। তৃতীয় ডাকের পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ল্যারী।

'কি করছ এখানে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পুরোন এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছি। কেন, জিমি জোনসের কথা বলিনি?'

নিরুৎসুক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ল্যারী। যদি ওকে বলা হয় এখানে চেঙ্গিস খান থাকে, তাও বিশ্বাস করবে এখন।

'তুই এসেছিলি কেন?' এবার জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'সান্ড্রার বাড়িটা এ দিকেই।'

গভীর হতাশায় ভরা কণ্ঠ ল্যারীর। এতটা ভেঙে পড়তে আগে কাউকে দেখেনি মার্ক।

'তাই নাকি?' অবাক হবার ভান করল মার্ক। 'ভালই হলো তাহলে। মেয়েটার সাথে দেখা করিয়ে দিতে চেয়েছিলি। এখনই উপযুক্ত সময়।'

কথাগুলো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো, জানে ও। ল্যারীর চাহনিতেও তেমন ভাব খেলে গেল। কিন্তু অভিনয়ের খাতিরে না বলেও উপায় নেই। কোনমতেই ছেলেটাকে বুঝতে দেয়া যাবে না, ও সান্ড্রাকে চেনে।

'বেশ্যাটার মুখও আর দেখতে চাই না,' তিক্ত সুরে জবাব দিল ল্যারী।

'এ্যাঁ?' বিস্মিত সুরে বলল মার্ক। 'কি ঘটেছে বলতো?'

'না।' প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ল্যারী।

সমবেদনার ছাপ ফুটল মার্কের মুখে। সিগারেটের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে ধরল ও। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল ল্যারী।

চুপচাপ কিছুদুর এগোল ওরা। নিরবতা ভাঙল ল্যারীই। ঘটনাটা কাউকে বলার জন্য হাঁসফাঁস করছে। আসলে মনটাকে হালকা করতে চায় বেচারা।

'অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখি, সান্ড্রা আর ক্যালি মেঝেতে শুয়ে আছে। দুজনই নগ্ন।'

'হয়তো কোন ব্যাখ্যা আছে ব্যাপারটার,' যুক্তি দেখানোর ভঙ্গিতে বলল মার্ক। 'আস্ত একটা লম্পট ক্যালি। জোর করে যদি–'

'জোর করে? ফুল!' বিতৃষ্ণার সাথে বলে উঠল ল্যারী।

'অমন একটা মেয়েকে আবার জোর করতে হয় নাকি? স্বেচ্ছায় ক্যালিকে বিছানায় নিয়েছে মাগিটা।'

'না' অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলল মার্ক। 'ওর সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ তাতে এতটা খারাপ মনে হয় না।'

'সত্যি কথাই বলছি আমি। উফ যদি দেখতে, ভাইয়া, কত জঘন্য ডাইনীটার চরিত্র! আমারই বিশ্বাস হতে চায়নি।' হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল ল্যারী। 'বিশ্বাস করাই কঠিন।'

দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাল মার্ক। 'খুব তেষ্টা পেয়েছে। ড্রিংক না করলে কিছুতেই স্বস্তি পাবোনা এখন।'

মনে মনে অবশ্য অন্য কথা ভাবছে মার্ক। অপেক্ষায় আছে লিণ্ডা। সবকিছু

শোনার জন্য নিশ্চয় উদগ্রিব হয়ে আছে। কিন্তু ওকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। উপায় নেই। ল্যারীকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যেতে পারে না ও।

ল্যারীর একটা বাহু চেপে ধরল ও। তারপর পা বাড়াল কাছাকাছি বারটার দিকে।

নির্জন বার। লোকজন নেই বললেই চলে। বুথের ভেতর কয়েকজন থাকতে পারে।

ল্যারীকে নিয়ে কোনার একটা বুথে ঢুকল মার্ক। বসার পর দু'গ্লাস স্কচ হুইস্কির অর্ডার দিল।

টেবিলে গ্লাস দুটো নামিয়ে রাখছে মেয়েটা। তর সইল না ল্যারীর, চট করে নিজের গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিল তরল পদার্থটুকু।

আরেক গ্লাস আনার জন্য শুকনো কণ্ঠে মেয়েটাকে আদেশ দিল মার্ক। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে ল্যারী বলে উঠল, 'কল্পনাও করতে পারবে না কতটা কুৎসিত দেখাচ্ছিল সাগ্রাকে। মানুষ কিভাবে এমন গাধা হতে পারে, বলো তো।'

'অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার ও আছে।'

চোখ বড় বড় করে তাকাল ল্যারী। 'তোমার?'

'অবশ্যই। শুধু তোমার আর আমার নয়, অনেকেরই আছে আচ্ছা, ওদের মেঝেতে শোয়া অবস্থায় দেখে কি করলি? সাথে সাথে বেরিয়ে এলি ঘরটা থেকে?'

'না।' সামান্য আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল ল্যারীর মুখে। 'একটু মেরামত করে দিয়ে এসেছি ক্যালিকে।'

ড্রিংকের গ্লাস নিয়ে আবার হাজির হলো মেয়েটা। ল্যারী হাত বাড়াতে যেতেই চেপে ধরল মার্ক।

'সময় আছে হাতে,' বলল ও। 'ড্রিংকও শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সুতরাং তাড়াহুড়ো না করে আস্তে ধীরে খাও।' কথা শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। অপেক্ষা করছে লিণ্ডা। হয়তো রেগে বোম হয়ে যাচ্ছে। ঘটনাগুলো শোনার অধিকার আছে মেয়েটার। আশাও করছে সবার আগে ওকে ফোন করবে মার্ক। দেরী হতে দেখে সম্ভবত নানা কথা ভাবছে।

'বাজি ধরে বলতে পারি, দেখার মতো একটা হাতাহাতি হয়েছে' বলল ও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেলল ল্যারী। ডান হাতের আঙুল ডলতে ডলতে বলল, 'দারুণ ধোলাই খেয়েছে হারামজাদা।'

'তাহলে তো আরও সম্মান করে কথা বলা উচিত তোর সাথে,' প্রশংসার সুরে বলে উঠল মার্ক।

মাথা নাড়ল ল্যারী। 'সম্মান পাবার মতো কিছুই ঘটেনি। ব্যাটার শরীরটাই প্রকাণ্ড। ভেতরে আসলে ফাঁপা। কোন মাল-মসলা নেই।'

মন্তব্য করল না মার্ক। নিরবে নড করল শুধু।

'কি বিচ্ছিরী একটা দৃশ্য!' ধরা গলায় বলল ল্যারী। 'না দেখলে বুঝবে না, ভাইয়া।' গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল ও। এবার আর বাধা দিল না মার্ক। ব্যথা ভোলার জন্য স্কচ কিছুটা হলেও সাহায্য করবে।

'হয়তো লক্ষ্য করেছ,' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল ও। 'এখনো সাণ্ড্রার বদনামগুলো মেনে নিচ্ছি না আমি। কারণ আমি ভাল চাই তোমার। কুপথেও যদি সুখ পাও, আপত্তি করবো না।'

'আসলে খুব চালাক তুমি,' সন্দেহের সুর ল্যারীর কণ্ঠে। 'সাণ্ড্রাকে দেখে মজে গেছ, তাই ওর বদনাম শুনতে ভাল লাগছে না তোমার।'

'ওকে কোনদিন দেখিনি আমি,' স্বাভাবিক কণ্ঠে জানাল মার্ক। 'ওহ্' আপন মনে বলল ল্যারী। 'ভুলেই গিয়েছিলাম।' মাথা ঘুরিয়ে ওয়েট্রেসের দিকে তাকাল ও। 'আরেকটা ড্রিংক।'

ধৈর্য ধরল মার্ক। মাতাল হওয়ার অধিকার আছে ছেলেটার। তবে আরেকটা সিদ্ধান্ত নিল ও। সারারাত ল্যারীর সাথে কাটাতে যাচ্ছে না কিছুতেই। নিজের দিকটাও সামান্য ভাবতে হবে ওকে।

'একটা কথার উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না,' চিন্তিত সুরে বলে উঠল ল্যারী। 'পাঠাটা কিভাবে সাণ্ড্রার সাথে পরিচিত হলো?'

সতর্ক হয়ে উঠল মার্ক। বিপদজনক ভূমিতে লাঙল চালাচ্ছে এখন ল্যারী। গলা স্বাভাবিক রেখে জবাব দিল, 'হয়তো রাস্তায় পরিচয় ঘটেছে। কত জনেরই তো বন্ধু জুটে যাচ্ছে এভাবে?'

'অসম্ভব,' দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করল ল্যারী। 'ফোন করে আমাকে আসতে বলেছিল সাণ্ড্রা। যদি রাস্তা থেকে ওই ব্যাটাকেই তুলে আনবে, আমাকে কেন ডাকতে যাবে আবার?'

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উত্তরটা ছুঁড়ল মার্ক। 'এমন ঘটনাও ঘটে। ভাল জিনিস পেলে খুব দ্রুতই খারাপটার কথা ভুলে যায় মানুষ। বিশেষ করে, সে যদি কামাতুর মেয়ে মানুষ হয়।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ল্যারী। চেপে রাখা নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে ছাড়ল মার্ক। যাক, কাটিয়ে ওঠা গেছে বিপদটা।

'তবে আমার কি মনে হয় জানো,' আবার বলে উঠল ল্যারী। 'কোন একদিন আমাকে এই পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছিল ক্যালি। তা করা ওর পক্ষে সম্ভব। সাণ্ড্রাকে দেখে কুমতলব আসে বদমাসটার মনে। ওকে ভোগ করার সুযোগে থাকে ব্যাটা। এবং সাণ্ড্রা আমাকে ফোন করার খানিকপরই সুযোগটা নেয়। সম্ভবত মাতাল ছিল সাণ্ড্রা। তাই ওকে ঢুকতে দিয়েছিল রুমে।'

আবার মার্কের মনে ভয় ঢুকল । কথার সুর পাল্টে যাচ্ছে ছেলেটার। সান্ড্রার পক্ষ নিতে শুরু করল নাতো আবার?

'এতে কি অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল ও।

'না, অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল ল্যারী। 'একচুলও না! যা বলার আগেই বলেছি আমি। নিজের চোখে দেখা দৃশ্যটা এত সহজ ভুলে যাব?'

মুখেরভাব প্রসন্ন হয়ে এলো মার্কের। বলল, 'আসলে ক্রেজি মেয়েটার জন্য ক্যালিই উপযুক্ত পুরুষ।'

'আমি আস্ত একটা গাধা, তাই দেরীতে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। যাক, আর ভুল করা চলবে না আমার। তবে গ্রীষ্মের ছুটিতে তোমার সাথে যাচ্ছি না।'

অবশ্য মার্কও চায় না ল্যারী ছুটি কাটাতে ওর সাথে যাক। এবারের গ্রীষ্মে হানিমুনটা সারার ইচ্ছে আছে ওর। সেই জন্য ও ল্যারীকে ছাড়াই পরিকল্পনা করেছে। ছোট ভাইয়ের ব্যথা কাতর চাহনির সামনে কিভাবে ফুর্তি করবে সে? কিন্তু একটা ভয় কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না মার্ক, যদি উন্মাদের মতো কিছু করে বসে ল্যারী?

'কিভাবে কাটাচ্ছো তাহলে?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলো ও।

'কয়েক সপ্তার জমানো কাজগুলো সারবো। পরের বছর আমাকে গ্র্যাজুয়েট হতেই হবে।'

ফোঁস করে চেপে রাখা শ্বাস চাড়ল মার্ক। 'লক্ষ্মী ছেলে,' বলে ঝুঁকে ল্যারীকে চুমু খেল ও।

'কিন্তু এখন মাতাল হবো আমি,' ঘোষণা করল ল্যারী। 'বদ্ধ মাতাল। যাতে দুনিয়ার সবকিছু আপাতত ভুলে যাই।'

বাইশ

রাত আটটার দিকে ল্যারীকে নিয়ে ফ্রেটারনিটি হাউসে ঢুকল মার্ক। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় ওর গায়ে হেলে থাকল ল্যারী।

উপরে ওঠার পর অনেকগুলো ছেলে ঘিরে ধরল ওদের। কি উপলক্ষে ল্যারী মাতাল হয়েছে জানতে চায়।

'ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসতে পারবে কেউ?' ক্লান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল মার্ক। 'আর শক্তি নেই আমার শরীরে।'

'এত মদ গিলেছে কেন ও?' জানতে চাইলো একটা ছেলে। ল্যারীর সাথে একই কামরায় থাকে ছেলেটা। কৌতূহলে চক্ চক্ করছে তার চোখ। 'এটা কি কোন সেলিব্রেটিং?'

'হ্যাঁ,' অলস কণ্ঠে জানাল মার্ক। 'নব জন্মের সেলিব্রেটিং।'

ঘুরে দাঁড়াল সে। কাউকে প্রশ্ন করার আর সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল দরজা পথে।

উল্কার বেগে লিণ্ডার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছল মার্ক। ডোর বেলে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে আছে। না জানি কি করছে এখন মেয়েটা। দেড় ডজন গোলাপ ফুলের একটা তোড়া শোভা পাচ্ছে মার্কের হাতে। ভাগ্য ভাল ছিল বলেই এই অসময়ে ফুলের দোকান খোলা পেয়েছে। দুই ডজন গোলাপই কিনতে চেয়েছিল ও। বেশি ন্যাকামী হয়ে যাবে ভেবে কিছুটা কমিয়েছে পরিমাণ। অবশ্য মাত্র ছয়টা। এক ডজন নেবার পক্ষপাতি নয় ও। খুব অল্প হয়ে যায় পরিমাণটা।

কলিং বেলে আবার চাপ দিল মার্ক। বুঝে উঠতে পারছে না দেরীর কারণটা। এত সময় নিচ্ছে কেন মেয়েটা? গোলাপের তোড়ার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ও। মেয়েটার অভিমানের ওপর হয়তো প্রলেপের কাজ দেবে এটা।

হঠাৎ করেই দরজাটা খুলল লিণ্ডা। ঠাণ্ডা-নিরাসক্ত চোখে দেখল মার্ককে। 'ওয়েল,' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর। 'খুব জলদি ফিরে এলে যে, মিষ্টার নিলি?'

বোকার মতো দাঁত বের করে হাসল মার্ক। এই হাসি দেখার পর কোন মেয়েই বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না রাগ।

'তোমার ফোনের অপেক্ষায় পাগল হয়ে আছি আমি,' ফেটে পড়ল লিণ্ডা। 'আর তুমি? দিব্যি ভুলে গেছ কথাটা। ভুলবে না কেন, সস্তা দরের একটা মেয়েকে ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সম্ভবত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই না?'

তাহলে বেশ রেগেছে, শঙ্কিত হয়ে উঠল মার্ক। শান্ত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে, বোঝাই যাচ্ছে। চট্ করে ফুলের তোড়াটা দু জনের মাঝখানে নিয়ে এলো ও।

'হায়, হায়,!' ভয় পাবার ভঙ্গি করল মার্ক। ক্ষেপে বোম হয়ে আছে দেখি আমার বউ!'

আরও ক্ষেপে গেল লিণ্ডা। আঁচড়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। নাচের ভঙ্গিমায় বারবার গা বাঁচাচ্ছে মার্ক। মুখে দষ্টোমীর হাসি। ফুলের তোড়াটাও বাগিয়ে ধরে আছে লিণ্ডার মুখের সামনে।

এক সময় হাল ছেড়ে দিল লিণ্ডা। তারপর হতাশ সুরে বলে উঠল, 'ওহ্, মার্ক নিলি, আস্ত একটা জানোয়ার তুমি!'

অঝোর ধারায় পানি পড়ছে লিণ্ডার দুচোখ থেকে। সমস্ত অভিমান গলে গলে পড়ছে যেন।

'প্লিজ, ডার্লিং,' আর্তনাদ করে উঠল মার্ক। 'কেঁদো না। কষ্ট হচ্ছে আমার!'

দ্রুত টেবিলের ওপর তোড়াটা রেখে লিণ্ডার কাছে এসে দাঁড়াল ও। লিণ্ডাকে জড়িয়ে ধরার উদ্দেশ্যে সামনে বাড়াল হাত দুটো। 'সব খুলে বলছি আমি।'

সশব্দে ওর হাতে চড় কষাল লিণ্ডা। 'কোন কৌতূহল নেই।'

আসলে এটা ওর মনের কথা নয়। প্রতিক্রিয়াটা নিতান্তই নারীসুলভ। মার্ক দু'হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল ওকে। চুমু খেল গালে, চোখের পল্লবে। 'কয়েক ঘণ্টা আগেই তোমার কাছে চলে আসতে চাইছিলাম।' মার্ক বলল, 'ল্যারীকে নিয়ে ঝামেলায় পড়লাম। তাই দেরী হয়ে গেল। ল্যারী একেবারে বিপর্যস্ত।'

সোফায় বসল মার্ক। লিণ্ডাকে টেনে নিল কোলে। মেয়েটার চোখের কোণা ভেজা। সামান্য জলের আভাস। হাতের উল্টো পিট দিয়ে চোখ দুটো মুছল লিণ্ডা। বলল, 'অবস্থা কি খুব খারাপ, মার্ক?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে,' গম্ভীর কণ্ঠ মার্কের। ও ভাবছে, ল্যারীর প্রতিক্রিয়াটা লিণ্ডার কাছে খুলে বলাই ভাল। 'ও সত্যিই খুব ক্ষেপে উঠেছে। আমার ধারণা, ও প্রতিশোধ নিতে চাইবে।'

লিণ্ডার মনটাও ল্যারীর কথা ভেবে খারাপ হয়ে গেল। 'কী দুঃখজনক ব্যাপার। জানো, আমার খারাপ লাগছে খুব–'

'খারাপ লাগার কি আছে। তোমার কোন দোষ নেই। তাছাড়া, একদিক থেকে বিচার করলে ঘটনা ল্যারীর জন্য ভালই হয়েছে। ক্যালিকে পিটিয়েছে ও আচ্ছা মতো।'

'ঠিক করেছে।' লিণ্ডা খুশি হলো শুনে।

মার্ক লিণ্ডার মাথাটা ওর দিকে ঘুরাল। চোখে সন্দেহ। 'ওই বজ্জাতটা কি তোমাকেও জ্বালিয়েছিল না কি?'

'নাহ্' বলে লিণ্ডা কাশল। চোখে মুখে নিষ্পাপ সারল্য। মার্কের সন্দেহ দুর হলো আপাতত।

'আচ্ছা, ল্যারী এখন কি করবে?' প্রসঙ্গটা সুকৌশলে চাপা দিতে চাইলো লিণ্ডা।

'এবারের সামার এখানেই কাটাবে। কিছু কাজ বাকী আছে ওর। ট্রিমেনের সাথে পরিচিত হওয়ার আগে কাজগুলো করার কথা ছিল। মাঝখানের ঝামেলাগুলোর জন্য শেষ করতে পারেনি।'

বলতে বলতে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল মার্ক লিণ্ডার গলায়। এক হাত খেলা করছে বুকে লিণ্ডাও সাড়া দিতে শুরু করেছে। অবচেতন ভাবেই।

'থামো,' আদের্শের সুরে বলল লিণ্ডা। 'আগে আমি পুরোটা শুনতে চাই।'

থামল না মার্ক। ওর ঠোঁট জোড়া আগের চেয়ে ব্যস্ত। মাথাটা সামান্য তুলে বলল, 'আর কিইবা বলার আছে। সবতো বলা হয়েই গেল। তুমি যেভাবে চেয়েছিলে সেভাবেই ঘটেছে সমস্ত ঘটনা।'

ওর ঠোঁটগুলো আবারো খুঁজে নিলো উষ্ণ, নেশাময় নারী দেহ। কী আনন্দ! শরীর যেন টগবগ করে ফুটে উঠছে।

'মার্ক,' লিণ্ডা প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'একটা কথা ভুলে গেছি।'

বলার ভঙ্গিটা জরুরী। মার্ক মুক্ত করে দিলো ওকে। লিণ্ডা উঠে দাঁড়াল। মার্ক জানতে চাইলো, 'কি ভুলে গেছ?'

'গোলাপগুলোর কথা। ফুলগুলোর কথা।' ফুলগুলো তুলে নিতে নিতে লিণ্ডা বলল।

'বাদ দাও ডার্লিং,' অসহিষ্ণু কণ্ঠ মার্কের।

একটা ফুলদানিতে ফুলগুলো রাখল লিণ্ডা। মার্ক খুবই বিরক্ত হয়েছে। ওর কুঞ্চিত ভুরু দেখে বোঝা যায়।

'তোমার সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলাপ ছিল,' মার্ক বলল। 'কিন্তু বার বার তুমি সরে সরে যাচ্ছ।'

'আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলেই কি কথাটা তোমার মনে পড়বে?' লিণ্ডা কৌতুক মাখানো সুরে জানতে চাইলো।

'হু,' মার্ক সিরিয়াস ভঙ্গিতে উত্তর দিল।

লিণ্ডা মার্কের কোলে এসে বসল। মার্ক শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ওকে। 'লিণ্ডা, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'তাই!' লিণ্ডা যেন জানতই যে মার্ক ওকে ভালবাসে।

'আর....'মার্ক একটু থামল। 'আমি চাই কাল সকালেই আমাদের বিয়েটা হোক।

অন্যদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল লিণ্ডা। অসম্মতি জানাল। কিছুটা নিস্প্রভ হয়ে উঠল মার্কের চাহনি। 'কিন্তু, লিণ্ডা...'

বলতে গিয়েও কি মনে করে চুপ হয়ে গেল।

মুখের ভাব স্বাভাবিক লিণ্ডার। কিন্তু কথা বলল গম্ভীর সুরে, 'বেশিদিন হয়নি আমরা একে অপরকে চিনেছি। সব কিছু ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তটা নেয়া উচিত।'

'যথেষ্ট ভেবেছি। এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'

'না, মার্ক। পরে অনুশোচনা আসতে পারে তোমার মনে। ইতিমধ্যে একটা ভুল করে ফেলেছ। মিলিত হয়েছ আমার সাথে। দ্বিতীয় কোন ভুল করা কি উচিত হবে?'

নিরুপায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মার্ক। 'অল রাইট। ব্যাপারটা আপাতত ভুলে যাও।'

ঝট করে মাথা উঁচু করল লিণ্ডা। খুঁটিয়ে দেখল মার্কের মুখ। বেশ অবাক হয়েছে ও। এমন উত্তর আশা করেনি।

'আমি শুধু তোমার কথায় সম্মতি জানিয়েছি,' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল মার্ক। একটা হাত লিণ্ডার কাঁধে রাখল ও। হঠাৎ করেই যেন জমে গেছে মেয়েটার শরীর। হাতটা গলার কাটা অংশ দিয়ে পোশাকের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ও। নরম মাংসের ছোঁয়া লাগল আঙুলে। সাড়া দিল লিণ্ডা। নড়েচড়ে আরও সুবিধা করে দিল ওকে। হাতের মুঠোয় একটা স্তন চেপে ধরল মার্ক।

'লিণ্ডা, লিণ্ডা,' আবেগ তাড়িত কণ্ঠ মার্কের। স্তনটা বন্ধনী মুক্ত করে ফেলেছে সে।

ওখানে ভেজা চুম্বন এঁকে দিল ও। এক দিকের কাঁধ গলে বগলের কাছে নেমে এসেছে লিণ্ডার পোশাক।

ওর হাতটা চেপে ধরল লিণ্ডা। রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'অযথা সময় নষ্ট করছি আমরা!' বিরক্তির সুর ওর কণ্ঠে। দু'চোখে মদির চাহনি।

হতাশার ভঙ্গি করে শ্বাস ফেলল মার্ক। 'হায়রে নারী, একটুও তর সয় না! কই রসের আলাপ করবে, তা না। শরীর গরম হলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে!'

লাল হয়ে উঠল লিণ্ডার মুখ। 'তুমি আসলে একটা লম্পট,' মুখে দুষ্টামীর হাসি। উঠে দাঁড়াল মার্কের কোলের ওপর থেকে। 'ডাকলেই হাজির হবে কিন্তু।'

ও বেডরুমে ঢোকা মাত্র পোশাক ছাড়তে শুরু করল মার্ক। ডাক আসা মাত্র ছুটে গেল বেডরুমের দিকে। এক মুহূর্ত নষ্ট করার পক্ষপাতি নয় সে।

চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে লিণ্ডা। এবার চাদর দিয়েও ঢেকে রাখেনি শরীর। আলোতে চক্ চক্ করছে ওর অপূর্ব নগ্ন সৌন্দর্য। যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে ভেনাস।

'কেমন লাগছে আমাকে?' আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল লিণ্ডা। খাটের কাছে এসে দাঁড়াল মার্ক। ওর মুগ্ধ দৃষ্টি কোমল দেহটার ওপর স্থির।

'মাই গড! এত অপরূপ দেহ আগে কখনো দেখিনি।'

পাশাপাশি শুয়ে আছে দু'জন। দৃঢ়ভাবে চেপে রয়েছে দু'জোড়া ঠোঁট। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লিণ্ডা। সাঁড়াশীর মতো দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরে আছে মার্ককে। গলা থেকে চুমো খেতে খেতে বুকে নেমে এলো মার্ক। দুই বুকের খাঁজে নাক ডুবিয়ে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর পালা করে কিস করতে লাগল।

'মার্ক,' ফিস্ ফিস্ করে বলল লিণ্ডা। 'আর পারছি না। এবার এসো।'

হঠাৎ ওকে ছেড়ে দিয়ে একপাশে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মার্ক। তারপর দৃঢ় সুরে বলল, 'না।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল লিণ্ডা। হঠাৎ ক্ষেপে গেল । 'খেলা পেয়েছ নাকি? যত্তসব!'

'না।' আগের মতোই মার্কের কণ্ঠস্বর। 'কাল সকালে যদি আমাকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা না কর, একচুলও নড়ছি না আমি।'

ঠেলা মেরে লিণ্ডার হাতটা সরিয়ে দিল ও। কথাটা আদায় করার এটাই একমাত্র সুযোগ। সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায় না ও।

আবার ওর দিকে হাত বাড়াল লিণ্ডা। 'ইচ্ছে করলে তোমার জেদ ভুলিয়ে দিতে পারি আমি।'

'পারবে না,' হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে বলল মার্ক। 'পাপের পথে থেকে কিছু করা আর সম্ভব নয় আমার দ্বারা। অন্তত তোমার সাথে তা পারবো না।'

চোখ কুঁচকে তাকাল লিণ্ডা। 'মন থেকে বলছ? আমাকে পেলে তুমি সুখি হবে?'

'অবশ্যই,' দৃঢ় সুরে জানাল ও। সত্যি সত্যিই সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। অনিশ্চিত সম্পর্কে আর বিশ্বাসী নয় মার্ক। ল্যারীর ঘটনাটা দেখে শিক্ষা হয়ে গেছে বিয়ে না করে প্রেম করছে না আর ও।

'ক্যালিফোর্নিয়াতে হানিমুন করবো, লিণ্ডা,' আশা ভরা গলায় আবার বলে উঠল মার্ক। 'জায়গাটা খুব ভাল। তোমার পছন্দ হবে। চারদিকে কমলালেবুর গাছ মাঝখানে সুন্দর একটা সুইমিং পুল। এমন নিরিবিলি জায়গা কোথাও খুঁজে পাবে না। জন্মদিনের পোশাকেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারবো আমরা দু'জন, কেউ বিরক্ত করতে আসবে না।' হাসল মার্ক। 'ভেবে দেখ, লিণ্ডা। কত সুন্দর হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।'

যান্ত্রিক শোনাল লিণ্ডার কণ্ঠস্বর। 'পায়ে পড়লেও দেখি ছাড়বে না আজ।'

'হ্যাঁ, তাই,' উৎসাহের সাথে জানাল মার্ক। গলার আওয়াজ শুনেই বুঝে ফেলেছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে লিণ্ডা।

'ওহ্, মার্ক নিলি। সব সময় তোমার কথাই বড় রাখতে চাও?'

'রাইট,' সোৎসাহে জবাব দিল মার্ক।

'তোমার গায়ে হাত দিতে দিচ্ছ না কেন? ভীষণ রেগে যাবো কিন্তু!'

'আগে বলো, কাল আমাকে বিয়ে করছ?'

'উহু মার্ক। ভুল করতে যাচ্ছ তুমি।'

'লেডি, কোন ভুল করছি না আমি। কিন্তু রাজি না হলে তুমিই ভুল করবে. সারারাত পাথরের মতো পড়ে থাকব। সাড়া দেবো না।'

ধীরে ধীরে মুখের ভাব পাল্টাতে শুরু করল লিণ্ডার। ভালবাসা ছাড়া এখন অন্য কোন অভিব্যক্তি নেই ওখানে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!' তিন বার বলল ও। গভীর আবেগে বুজে এসেছে ওর দুচোখ। 'কাল সকালেই। সূর্য ওঠার সাথে সাথে!'

সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মার্কের মুখ। নিবিড়ভাবে লিণ্ডার কোমল দেহটা জড়িয়ে ধরল ও। মুখ নামিয়ে আনল দুটো অধীর অধরের ওপর।

***